# বৈষ্ণবব্রতদিননির্ণয়

অর্থাৎ

বৈষ্ণবদিগের পক্ষে, একাদশী, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী প্রভৃতি
সমুদয় ব্রত উপবাস তিথি, অরুণোদয়কালে পূর্ব্বতিথির স্পর্শে বিদ্ধা
হইলে, ঐ ঐ তিথিকে ত্যাগ করতঃ তত্তৎ পরতিথিতে
ঐ ঐ ব্রত উপবাস করা উচিত কি না
সেই বিষয়ে বিচারপূর্ব্বক মীমাংসা

## ব্যবস্থা ও বিজ্ঞাপন বিষয়ক প্রথম খণ্ড।


শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তদিগের আদেশে
মহামান্য প্রভুপাদ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামি বিদ্যারত্ন
পণ্ডিতপ্রবর কর্ত্তৃক প্রণীত
এবং [illegible]
পণ্ডিত শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গোস্বামী দ্বারা



নং বেনেটোলা ষ্ট্রীট
শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর
নবমন্দির হইতে প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

১৩ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী প্রেসে
শ্রীআশুতোষ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত

সন ১৩১৮ সাল।

# বিশেষ মন্তব্য

এই পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠায় নবম সংখ্যক ব্যবস্থায় স্বাক্ষরকারী দিগের বিষয়ক, যাহা বর্দ্ধমানের দক্ষিণাংশ মানকরবাসী জীবন নামক ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র বিধায় বিবেকী হইয়া কাশীতে শিবের আরাধনায় তীব্রব্রতী ভাবে অর্থাকাঙ্ক্ষায় ধন্না দিয়াছিল পরে, শ্রীবিশ্বেশ্বরের আদেশ অনুসারে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীসনাতনের নিকট যাইয়া স্পর্শমণি প্রাপ্তেও উহা পরিত্যাগে সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণপ্রেম পাইয়াছিলেন। পরে উহার নাম দ্বিতীয় জীবগোস্বামী বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র শ্রীভাগবত গোস্বামী কাট মাড় গাঁয়ে বসতি। তাঁহার বংশধরেরা শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রধান শাখা বলিয়া খ্যাত। উহার বিবরণ যাহা শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে দ্বিতীয় মালায় বর্ণিত আছে, যথা "পূর্ব্বে মানকর, এবে গাড় গাঁ বসতি। জীব গোঁসাইর সন্তান বলি হইয়াছে খ্যাতি।" ইত্যাদি বিবরণ প্রচারিত করিবার ইচ্ছা আছে।

প্রকাশক।

# প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল অরুণোদয় কালে সপ্তমী-বেধে জন্মাষ্টমী পরিত্যাগ করিবার বিধি নামক একখণ্ড পুস্তক প্রচারিত হয়। যে উদ্দেশে প্রচারিত করা হইয়াছিল, তাহার অনেকাংশ সফল হইয়াছে বলিতে হইবেক; যেহেতু যে যে প্রদেশে ও যে যে স্থানে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ অনুযায়ি এবং প্রদর্শিত দিশা অনুসারে শ্রীসনাতন গোস্বামি প্রভুর প্রচারিত, শ্রীসনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রণালী ও পদ্ধতির অনুসারে সদাচারশীল বৈষ্ণবেরা আছেন, সেই সেই প্রদেশের ও সেই সেই স্থানের অকপটহৃদয় বিদ্বেষ-বিহীন মহাশয়েরা সাতিশয় আস্থা ও আগ্রহ পূর্ব্বক উহাকে গ্রহণ ও পাঠ করিয়া পরমানন্দ সহকারে আমাকে আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ সূচক পত্র লিখিয়াছেন। কারণ তাঁহারা ভগবদ্ব্রত মাত্রেই, অরুণোদয় কালে পূর্ব্বতিথিবিদ্ধ দিন পরিত্যাগ করিতেন, কিন্তু প্রায় কোনও পণ্ডিতের নিকট, ঐ বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ সিদ্ধান্ত, কি কোন মীমাংসা, জিজ্ঞাসা করিলে, ভগ্নমনোরথ হইতেন, প্রত্যুত অনেকের নিকট হইতে, শ্লিষ্ট কটুবচন শ্রবণে, ও ঔপহাসিক আকার ইঙ্গিত দর্শনে, চিন্তা দুঃখ লজ্জা শঙ্কা ও ভয়ে নিতান্ত কুণ্ঠিত হইতেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সংস্কৃতশাস্ত্রচর্চ্চার প্রায় লোপ হইয়াছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং তন্নিমিত্ত কেহ উহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিবেন না। সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন থাকিলে, স্বসম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রের আলো-চনার সম্ভাবনা থাকিত। অন্যান্য-সম্প্রদায়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিত

মহাশয়েরা ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা বিষয়ে, যদি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে এক-বারেই ঐ ধর্ম্মশাস্ত্রের লোপ হইবারই অনেক সম্ভাবনা ঘটিত। ১২৭১ সালের মুদ্রিত উল্লিখিত জন্মাষ্টমীব্যবস্থা পুস্তকে এতদ্দেশের প্রধান স্মার্ত্ত ৺ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য ও ৺অম্বিকাচরণ স্মার্ত্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য এবং নানাশাস্ত্রবিশারদ ৺সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ পৌরাণিক ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিগের নাম স্বাক্ষর ও সম্মতি দেখিয়া কেহ কেহ আমাকে উপহাস করিয়াছিলেন, এবং কেহ নিজ প্রকাশিত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে—

"এতন্নগরস্থ তিন জন প্রধান অধ্যাপক, যদিচ, ঐ ব্যবস্থাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। কিন্তু আমরা স্বাক্ষরকারি মহাশয়গণের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও, দোষারোপ করি না; কারণ কেবল স্মার্ত্ত, শূলপাণি ও জীমূতবাহন প্রভৃতির গ্রন্থে তাঁহাদিগের অসাধারণ ক্ষমতা আছে, তাঁহারা এ সকল বৈষ্ণবশাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন" ইত্যাদি। এবং তাহার পরেই এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পরের মুখে পরের শাস্ত্র, যাহা শ্রবণ করেন, তাহারা পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান না করিয়াই অযথার্থকে যথার্থ বোধে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন" (১৭৮৬শকে প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত জন্মাষ্টমী-ভ্রমখণ্ডনের ২য় পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনস্থলে) কলিকাতা সিমুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ গোস্বামীর মতে বৈষ্ণব শাস্ত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগের পক্ষে যদি পরের শাস্ত্র ও দুষ্প্রবেশ্য বলিয়াই বোধ হইয়া ছিল, তাহা হইলে অবৈষ্ণবসম্প্রদায়ি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ৺গঙ্গাধর তর্কবাগীশের নিকট তাঁহার ঐ

শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব শাস্ত্র সকল অধ্যয়নে জ্ঞানলাভ করিয়া তাঁহার সহযোগে ঐক্যমত অবলম্বন করতঃ তাঁহার মতে ঐ রূপ লেখা উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করা কি ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল! তাহা তিনিই জানেন।

শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপকেরা যে, শাস্ত্রের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, ইহার অপেক্ষা বোধ হয় তাঁহাদিগের পক্ষে আর গ্লানি ও কটূক্তি কিছুই হইতে পারে না।

যাহা হউক পক্ষপাতে ক্রোধে ও বিদ্বেষে অধৈর্য্য হইলে বিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত মহাশয়েরাও, স্থলবিশেষে দাম্ভিকতা, স্থলবিশেষে উপহাস-রসিকতা, ও স্থলবিশেষে কটূক্তিপ্রিয়তা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহাতে মহামহোপাধ্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী প্রধান অধ্যাপকদিগের, পক্ষপাত ও বিদ্বেষ শূন্য, সদয়-হৃদয়ে প্রকৃতি-বৈলক্ষণ্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি তএব ধীরাঃ" ইতি॥

যাহা হউক এবারে এই পুস্তক সঙ্কলন কালে যে সকল ব্যবস্থা সংগ্রহ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীধাম নবদ্বীপনিবাসী প্রধান স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথশিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শ্রীহরিভক্তিবিলাসের আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক অরুণোদয় কালে সপ্তমীবেধে জন্মাষ্টমী ত্যাগের ব্যবস্থা নিজে সঙ্কলন করিয়া উহার শ্রীসনাতন বৈষ্ণবশাস্ত্রীয়তা পক্ষে প্রামাণ্য রক্ষা করিয়া দিয়াছেন, আমি তাঁহাকে, কোনও যুক্তির উদ্ভাবন, বা প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া দি নাই। তিনি নিজে সকল যুক্তি উদ্ভাবিত ও প্রমাণ প্রয়োগ সকল তত্তদ্‌গ্রন্থ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া ব্যবস্থা

রচনা করিয়া দিয়াছেন। এবং অন্যান্য সকলের সহিত বিচার করিয়া উহার শাস্ত্রীয়তা পক্ষ এবং প্রামাণ্য রক্ষা করিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন, এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ সমাজস্থ প্রধান প্রধান মহামহোপাধ্যায়দিগের সম্মত ও স্বাক্ষরিত করিয়া ঐ ব্যবস্থাপত্র, প্রার্থনামতে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট তজ্জন্য যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছি।

পরিশেষে শ্রীধাম নবদ্বীপ সমাজীয় নানাশাস্ত্রদর্শী শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন এবং শ্রী৺কাশীস্থ সংস্কৃত বিদ্যা-লয়ের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেচারাম সার্ব্বভৌম মহা-শয়কে, ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত হওয়া আমার পক্ষে অবৈধ ও দোষাবহ হয়। যেহেতু উক্ত অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক ন্যায়-রত্ন মহাশয় বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শ্রীশ্রীধাম নবদ্বীপ সমাজের সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টা-চার্য্য মহাশয় প্রভৃতির সহযোগে বহুকাল ব্যাপিয়া, শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস প্রভৃতি বৈষ্ণব স্মৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সবিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ১ম সংখ্যক ব্যবস্থায় সম্মতি ও স্বাক্ষর করাইয়া দিয়াছেন। এবং শ্রী৺ কাশীর সার্ব্বভৌম মহাশয় প্রায় দুই মাস কাল ব্যাপিয়া পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক আমার প্রেরিত (এই মুদ্রিত বিচার পুস্তকের) হস্তলিপি লইয়া কাশীর অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয় দিগের সহিত উল্লিখিত তত্তদ্গ্রন্থ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ঐ বিষয়ের ব্যবস্থা উঁহা-দিগের সম্মত ও স্বাক্ষরিত করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষীয় সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত সকল শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বৈষ্ণব স্মৃতি

শাস্ত্রীয় পুস্তক সকল সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, শ্রীসনাতন বৈষ্ণবদিগের পক্ষে, অরুণোদয় কালে সপ্তমীবেধে জন্মাষ্টমী ত্যাগ করিবার বিধি দিতেছেন। এবং নিরপেক্ষ প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের চিরন্তন সদাচারও, এই। শ্রীপাট্ অম্বিকা-নিবাসী বৈষ্ণবসভাসভাজিতচরণ মহানুভব শ্রীলশ্রীযুক্ত ভগবান্ দাস বাবাজী অপেক্ষা নিরপেক্ষ, শাস্ত্রসিদ্ধান্তবেত্তা, প্রাচীন, নিষ্কিঞ্চন সনাতন সদাচার পরায়ণ বৈষ্ণব, আর নাই। তাঁহার আচরিত ও অনুমত এই প্রাচীন ব্যবস্থাকে যাঁহারা নূতন বলিয়া মনে করেন ও কহেন, তাঁহাদিগের ঐ প্রবৃত্তির কারণ তাঁহারাই বলিতে পারেন। যাহাতে শ্রীকৃষ্ট চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুমোদিত শ্রীসনাতন বৈষ্ণবশাস্ত্রপ্রমাণ নাই, যাহার সদাচার নাই, সে বিষয়ে বৈষ্ণবের প্রবৃত্তির কারণ প্রকৃতিবৈলক্ষণ্য ব্যতিরেকে অন্য কিছু অনুমান করিয়া পাওয়া যায় না।

এক্ষণে তাঁহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, বিশিষ্ট শিষ্টাচার দর্শন করিয়া, শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনের জন্য, যথার্থ বুভুৎসুভাবে এবং ক্রোধ ও বিদ্বেষ বিহীন হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগের শরণাগত হউন এবং শ্রীসনাতন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত সদাচারের নিদর্শন, স্বরূপতঃ সদাচার পরায়ণ নিষ্কিঞ্চন মহানুভাবদিগের আচরণ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়া লইতেন।

অধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্টচৈতন্যমহাপ্রভু মতানুসারে সদাচার পরায়ণ শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায় শ্রেণীভুক্ত-দিগের মধ্যে যাঁহারা কিছু কিছু সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিয়া থাকেন বলিয়া পরিচয় দিয়া চলেন, তাঁহারা

শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের কতিপয় শ্লোক অভ্যাস করিয়া, বিষয়ী লোকের নিকট যে কোনওরূপ হউক ব্যাখ্যাদি করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহে তৎপর হইয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্মৃতিগ্রন্থের কি বলিব, ব্যবসায়ে জীবিকানির্ব্বাহের গ্রন্থেরই সম্যক্ আলোচনার অবকাশই পান না। ধর্ম্মশাস্ত্রের আদ্যোপান্ত সবিশেষ আলোচনা না করিলে, মীমাংসা, ও সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা দুরূহ। উহা বিশিষ্টরূপ পর্য্যালোচিত হইলে, আর, নিজ সম্প্রদায় ধর্ম্ম অনুরূপ মত প্রকাশ করা ও আচরণ আদি বিষয়ে প্রবৃত্তিভেদ লক্ষিত হইত না। যদিও, কাল সহকারে নিজ নিজ সম্প্রদায় ধর্ম্মের আচরণপ্রবৃত্তি বিরল হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু সামাজিক রীতি, নীতি ও পদ্ধতি অনুসারে উহার অনেক বাহ্য নিয়ম সকল অগত্যা পালন করিয়া চলিতে হইতেছে। উহাতে দ্বৈবিধ্য প্রদর্শিত হইলে সমাজের উপহাসই হয়। যথার্থশাস্ত্রীয়পক্ষ যাহা নানাশাস্ত্রবেত্তা অপক্ষপাতী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের পর্য্যালোচনা দ্বারা মীমাংসিত, উহা, অবলম্বন পূর্ব্বক বিশিষ্ট শিষ্টাচারের অনুসরণ করিলে প্রবৃত্তিভেদ থাকিবেক না, অপরের উপহাসাস্পদ হইতে হইবেক না, সুতরাং এই সুপরামর্শসিদ্ধ উক্ত কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞাপনস্থলে নিম্নলিখিত বিষয় যোজিত করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কোনও বিশিষ্ট কারণ বশতঃ কতিপয় আত্মীয় এবং মদীয় কতিপয় বঙ্গদেশীয় বিদ্যার্থিদিগের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া এই স্থলে কিছু বলিতে হইল। ঐ বিশিষ্ট কারণ নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। কেহ কেহ স্থলবিশেষে স্পষ্ট বাক্যে, কেহ কেহ স্থলবিশেষে

কৌশল ক্রমে, ব্যক্ত করিয়া থাকেন যে, "নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী ৫ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাবাচস্পতি ছিলেন এখন বিদ্যারত্ন হইয়াছেন এবং কিছু দিন পরে বিদ্যাসাগর হইবেন। উপাধি নিজের হস্তগত, যখন যাহা মনে করেন, তখন তাহাই ছাপাইয়া দেন ইত্যাদি।" এই সকল কথা শুনিয়া আমার কতিপয় আত্মীয় ও ছাত্রেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েন। এবং নিরতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে এই অনুরোধ করেন যে, "আমান্ননৈবেদ্যবিষয়ক, কি জন্মাষ্টমীবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক, যখন মুদ্রিত হইবেক, সেই সময়ে তোমার দুই উপাধি পাইবার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইবেক। তাহা হইলে সকলের সংশয়ের কারণ থাকিবে না। এবং পূর্ব্বে যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছ, তাহার সঙ্কলনকর্ত্তা অন্য এবং অধুনা প্রকাশিত পুস্তকের প্রণেতা অন্য এই প্রকার ভ্রমও হইবেক না"।

১৮৫২ সালে কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অলঙ্কারশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট, চাঁপাতলার তৎকালীন চতুষ্পাঠীতে যাইয়া, আমি কাব্যপ্রকাশ, কাব্যপ্রদীপ, কাব্যপ্রদীপোদ্যোত ও রসগঙ্গাধর প্রভৃতি কয়েক খান অলঙ্কার গ্রন্থ অধ্যয়ন করি। প্রায় দুই বৎসর আটমাস কাল তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করাতে, তিনি কৃপা ও স্নেহ করিয়া আমাকে বাচস্পতি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এবং পত্রে বিদ্যাবাচস্পতি বলিয়া লিখিতেন। ১৮৫৫ সালে উক্ত বিদ্যালয়ের ন্যায়শাস্ত্রের সুবিখ্যাত অধ্যাপক ৺ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট, নারিকেলডাঙ্গার চতুষ্পাঠীতে

ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করায়, তিনি স্নেহ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমার স্নেহের পাত্র কৃতবিদ্য ছাত্রের, রত্নোত্তর উপাধি হইয়া থাকে অতএব তোমাকে বিদ্যারত্ন বলিয়া আহ্বান করা যাইবেক।"

উল্লিখিত কারণবশতঃ আমার দুই উপাধি হয়, কিন্তু ১৮৫৭ সাল হইতে ৺ সর মহারাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, ও তৎকালে কাশীর রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপল জেম্‌স আর ব্যালেণ্টাইন সাহেব, এবং এডিম্বরার ১৬ নম্বর রিজেণ্ট্ টেরাস্-বাসী সংস্কৃত টেক্সট নামক পুস্তকের প্রণেতা মহামান্য জে, মিউর, ডি, সি, এল, ইত্যাদি উপাধি ভূষিত সাহেব এবং তৎকালে হালিভরি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধুনা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের বোডেন-অধ্যাপক, মনিয়র উইলিয়ম্‌স্ প্রভৃতি দেশীয় ও বিদেশীয় মহাশয়গণ, আমাকে বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী উপাধ্যায় সম্বোধন করিয়া পত্রাদি লেখেন। পরে উক্ত তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ১৮৬৭ সালে অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রযুক্ত, শঙ্করবিজয় শোধন-কার্য্য আমা দ্বারা হওয়া দুষ্কর বিবেচনায়, যখন ঐ বিষয়ক গ্রন্থ সকল এবং ঐ কার্য্যভার তাঁহাকে অর্পণ করি, সেই কালেই তিনি তাঁহার প্রদত্ত বিদ্যারত্ন উপাধি ঐ পুস্তকের সহিত প্রকাশ করিবেন বলিয়াছিলেন। সেই অনুসারে ঐ ৺ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাঙ্গালাদেশের এসিয়াটিকসোসাইটীর বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা নিউ সিরিজ ৪৬। ১৩৭। ১৩৮। সংখ্যাত পুস্তক যাহা ১৮৬৮ সালে এসিয়াটীক্ সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ শঙ্করবিজয় গ্রন্থের প্রথমে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন।

"পুরাসীৎ খড়্দহগ্রামে প্রসিদ্ধঃ সিদ্ধপুরুষঃ।
নিত্যানন্দপ্রভুর্নাম্না শিষ্যসঙ্ঘৈকতারকঃ॥
তদম্বয়ভবঃ শ্রীমান্ নবদ্বীপেতি নামকঃ।
বিদ্যারত্নোপনামা চ গোস্বামীতীর্য্যতে জনৈঃ॥
নানাশাস্ত্রাটবীখানপঞ্চাননসমঃ সুধীঃ। *
শঙ্করাচার্য্যবিজয়গ্রন্থস্য শোধনায় সঃ॥
প্রাপ্তবান্ আসিয়াসংসংসভ্যানুমতিমর্থিতাম্।
শোধিতস্তেন রামাখ্যিমিতপ্রকরণাবধি॥
মুদ্রিতোঽভূত্ততঃ সোঽপি নিজকার্য্যেষু তৎপরঃ
অত্যন্তানবকাশত্বাদশক্তঃ শোধনে স্বয়ং॥
জয়নারায়ণং নাম্না তর্কপঞ্চাননাভিধম্।
স্বীয়ন্যায়গুরুং ধীরং সমাগম্যেদমব্রবীৎ॥
মমাবকাশলেশোঽপি নাস্তীদানীমতঃ কথম্।
ইমং গ্রন্থং শোধয়ামি ভবতাতঃ প্রগৃহ্যতাম্॥
কৃপয়া মম ভারোঽয়ং গ্রন্থসংশোধনাত্মকঃ।
অধ্যাপকোঽসৌ কৃপয়া ততস্তামবহদ্ধরম্॥

উহার অনুবাদ।

পূর্ব্বে খড়্দহ নামক গ্রামে শিষ্য সমূহের একমাত্র ত্রাণ-কর্ত্তা নিত্যানন্দপ্রভু নামক এক জন প্রসিদ্ধ সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বংশে শ্রীমান্ নবদ্বীপচন্দ্র নামক এক জন, যাঁহার উপাধি (উপনাম) বিদ্যারত্ন এবং যাঁহাকে লোকে গোস্বামী বলিয়া কীর্ত্তন করে। যিনি নানাশাস্ত্ররূপ দুর্গম বনে প্রবেশ বিষয়ে সিংহতুল্য এবং সুবুদ্ধি, শঙ্করাচার্য্যবিজয় নামক গ্রন্থের সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিবার বিষয়ে, এসিয়াটিক সভাস্থ সভ্যগণের নিকট হইতে প্রার্থিত অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ৩৩ প্রকরণ পর্য্যন্ত সংশোধন করিয়াছিলেন, এবং উহা ঐ পর্য্যন্ত মুদ্রিতও হইয়াছিল। পরে তিনি স্বীয় কার্য্যে ব্যস্ত হওয়াতে অত্যন্ত অনবকাশ বশতঃ স্বয়ং ঐ শোধনকার্য্য করিতে অসক্ত হইয়া, স্বীয় ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক তর্ক-পঞ্চানন উপাধিক জয়নারায়ণ নামক পণ্ডিতের নিকট যাইয়া ইহা বলিয়াছিলেন যে, "আমার অবকাশমাত্র নাই, অতএব কিরূপে স্বয়ং ঐ গ্রন্থ শোধন করি, কৃপা করিয়া আমার গ্রন্থ সংশোধনরূপ ভার আপনি গ্রহণ করুন।" ইহাতে অধ্যাপক মহাশয় কৃপা করিয়া উক্ত ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন॥

ক্রমে উল্লিখিত এসিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত ঐ পুস্তক বহুল প্রচার হওয়াতে ১৮৭১ সাল হইতে মহারাজ ৺ কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রভৃতি দেশীয় এবং বিদেশীয় প্রায় সকল মহাশয়ই বিদ্যারত্ন গোস্বামী উপাখ্যায় আমাকে পত্রাদি লিখেন। সেই কারণে "আমান্ন নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না" এই প্রস্তাব বিষয়ক পুস্তক প্রভৃতিতে

বিদ্যারত্ন উপাহ্বান প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ কেহ ১৮৭২ সালের প্রকাশিত "বৈষ্ণবাবধূতের সংস্কারপদ্ধতির" হস্ত-লিখিত গ্রন্থে, বিদ্যাবাচস্পতি উপাধি দেখিয়া অন্য ব্যক্তির সংগৃহীত বলিয়া সন্দেহ বশতঃ আমাকে পত্রও লিখিয়াছেন। আমার, এই, দুইপ্রকার উপাধি লাভের কারণ সবিশেষ লিখিলাম সুতরাং কাহারও আর অন্যবিধ সংশয়ের কারণ রহিল না। এক্ষণে যাহাদিগের অনুরোধ বশতঃ বিজ্ঞাপন-স্থলে ঐ সকল বিষয় লিখিত হইল তাহাদিগের অসন্তোষ-কলুষিত চিত্ত প্রসন্ন হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হই ও নিস্তার পাই।

পরিশেষে পাঠকবর্গের প্রতি আমার বিনয়বচনে নিবেদন, ও প্রার্থনা এই যে, ১২৭১ সালের আমার লিখিত অরুণোদয় কালে সপ্তমীবেধে জন্মাষ্টমী ত্যাগের বিধি বিষয়ক ব্যবস্থাকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত, যে সকল যুক্তি উদ্ভাবন হইতে পারে ও যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া যাইতে পারে, প্রতিবাদী মহাশয়েরা সবিশেষ পরিশ্রম ও সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া স্ব স্ব পুস্তকে (মুদ্রিত এবং হস্ত-লিখিত) সে সমুদয়ই উদ্ধৃত করিয়াছেন। যখন প্রতিবাদী মহাশয়দিগের সংখ্যা অনুসারী প্রণালীতে যত দূর পারেন উহা খণ্ডন করিয়া স্বীয় স্বীয় মত রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া-ছেন। তখন অরুণোদয় কালে সপ্তমীবেধে জন্মাষ্টমীত্যাগের অযৌক্তিকতা ও অশাস্ত্রীয়তা পক্ষে, যত কিছু বলা যাইতে পারে, তাহার একপ্রকার চূড়ান্ত পর্য্যবসান হইয়াছে বলিতে হইবেক। এক্ষণে ঐ সকল আপত্তি প্রভৃতির খণ্ডনপূর্ব্বক মীমাংসা হইলেই, অরুণোদয় কালে পূর্ব্বতিথিবেধে শ্রীসনাতন

বৈষ্ণবদিগের শ্রীভগবদ্ব্রত উপবাস করা শাস্ত্রীয় কি না? তদ্বিষয়ে সকল সংশয়ই নিরাকৃত হইতে পারিবেক।

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের হস্তলিপি পুস্তক মুদ্রিত করাইয়া এই পুস্তকের সঙ্গে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ১২৭১ সালে মুদ্রিত আমার ঐ পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছিলাম। প্রতিবাদী মহাশয়েরা স্ব স্ব পুস্তকে নানাবিধ কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু সকল কথাই প্রকৃতবিষয়ের উপযোগিনী নহে। যে সকল কথা প্রকৃত বিষয়ের উপযোগিনী বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া সাধ্যানুসারে প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঐ সকলের প্রত্যুত্তর প্রদান ও শ্রীসনাতনবৈষ্ণবাচারসম্মত ব্যবস্থা রক্ষা বিষয়ে বিস্তর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি। যেন অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর অভিনিবেশ সহকারে এই পুস্তক, অন্ততঃ একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। তাহা হইলেই আমার সকল যত্ন ও সকল পরিশ্রম, সফল হইবেক এবং অভীষ্টসিদ্ধি হইবেক।

ব্যস্ততা ও অনবকাশবশতঃ আর আর অনেক প্রমাণ বচন লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না এবং ব্যস্ততাক্রমে অনবধান বশতঃ অনেক স্থানে সবিশেষ স্পষ্ট করিয়া লেখা হয় নাই ও অনেক স্থানে অক্ষরাদি পতিত হইয়াছে এবারে তাহাতে আরও কোনও রূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিলাম না, বারান্তরে অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিতে ত্রুটি হইবেক না। ইতি

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শর্ম্ম-গোস্বামী

সোণার গৌরাঙ্গের মন্দির
১৫ই ভাদ্র। ১৭৯৬ শক।
বেণেটোলা ষ্ট্রীট। কলিকাতা।

ব্যবস্থা সংখ্যা ১

নমঃ

শরণং

অরুণোদয়সপ্তমীবিদ্ধা কৃষ্ণজন্মাষ্টমী সঋক্ষাপি সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যেতি। যথোক্ত-লক্ষণং মহাদ্বাদশীব্রতন্তু বৈষ্ণবানামেকাদশীত্যাগেন বৈষ্ণবস্মৃতৌ বিহিতং কিন্তু মহাদ্বাদশীত্যাগেন কাপ্যেকাদশী নোপোষ্যেতি চ বিদুষাম্পরামর্শঃ।

অত্র স্বাক্ষরকারিণামপরেষাং বিদুষামভিপ্রায়ঃ।

পণ্ডিতবরেণ শ্রীমতা নবদ্বীপচন্দ্রবিদ্যারত্নগোস্বামিনা সুষ্ঠু পর্য্যালোচ্য হরি-ভক্তিবিলাসনামকবৈষ্ণবসংগ্রহমতানুসারেণ যদেতৎ সিদ্ধান্তিতং তৎ সমীচীনমিতি।

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মণাম্

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র শর্ম্মণাম্

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীযদুনাথ শর্ম্মণাম্

শ্রীহরিঃ শরণম্
শ্রীসূর্য্যকান্ত শর্ম্মণাম্
শ্রীকাশীনাথ শাস্ত্রিণাম্

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীক্ষেত্রনাথ শর্ম্মণাম্

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীপ্রসন্নকুমার শর্ম্মণাম্

শ্রীশ্রীরাধাবল্লভো জয়তি
শ্রীঅজিতনাথ শর্ম্মণাম্

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র শর্ম্মণাম্

শিবো জয়তি
শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মণাম্

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীহরিনাথ শর্ম্মণাম্

শ্রীশিবঃ শরণং
শ্রীকৃষ্ণকান্ত শর্ম্মণাম্

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মণাম্

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীলালমোহন শর্ম্মণাম্

শ্রীশিবঃ শরণং
শ্রীশিবনারায়ণ শর্ম্মণাম্

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মণাম্

শ্রীরামঃ শরণং
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ শর্ম্মণাম

নবদ্বীপনিবাসিনাং সর্ব্বেষাং বিদুষাং ব্যবস্থাপত্রমিদং

শ্রীঅজিতনাথ শর্ম্মণাম

## শ্রীনবদ্বীপসমাজের ব্যবস্থার অনুবাদ।

অরুণোদয়কালে সপ্তমীবিদ্ধা কৃষ্ণজন্মাষ্টমী রোহিণীনক্ষত্রযুক্তা হইলেও সর্ব্বথাই ত্যাজ্যা। এবং যথোক্তলক্ষণ অষ্টমহাদ্বাদশীব্রত বৈষ্ণবদিগের পক্ষে একাদশী পরিত্যাগ পুরঃসর বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্রে বিহিত আছে। কিন্তু মহাদ্বাদশী-ব্রত অনাদরপূর্ব্বক বিষ্ণুশৃঙ্খল প্রভৃতি কোন একাদশীই উপোষ্যা নহে ইহা বিদ্বান্ দিগের পরামর্শ।

পণ্ডিতবর শ্রীমান্ নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া হরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণবসংগ্রহ মতের অনুসারে যে ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন উহা সমীচীনই হইয়াছে।

শ্রীযুত শ্রীব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য সুপ্রসিদ্ধ প্রধান স্মার্ত্ত
,, শ্রীশ্রীনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য ঐ ঐ ঐ
,, শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন ঐ ঐ ঐ নৈয়ায়িক
,, শ্রীহরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ঐ ঐ ঐ ঐ
,, শ্রীযদুনাথ সার্ব্বভৌম ঐ ঐ ঐ ঐ
,, শ্রীকৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন ঐ ঐ ঐ স্মার্ত্ত
,, শ্রীসূর্য্যকান্ত বিদ্যালঙ্কার ঐ ঐ ঐ স্মার্ত্ত
,, শ্রীরাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন ঐ ঐ ঐ নৈয়ায়িক
,, শ্রীকাশীনাথ শাস্ত্রী ঐ ঐ পৌরাণিক ও স্মার্ত্ত
,, শ্রীলালমোহন বিদ্যাবাগীশ ঐ ঐ ঐ
,, শ্রীক্ষেত্রনাথ বিদ্যাভূষণ ঐ ঐ ঐ ঐ
,, শ্রীশিবনারায়ণ শিরোমণি ঐ ঐ ঐ ঐ
,, শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন ঐ ঐ ঐ ঐ
,, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ন্যায়রত্ন ঐ ঐ ঐ ঐ
,, শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন ঐ ঐ ঐ ঐ
,, শ্রীত্রৈলোক্যনাথশিরোমণিঐ
,, শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নবদ্বীপনিবাসী সমস্ত বিদ্বান্ মহাশয়-দিগের সম্মত ও স্বাক্ষরিত এই ব্যবস্থা পত্র ॥ ১৭৯৫ শকের মাঘ মাসে প্রাপ্ত।

ব্যবস্থা সংখ্যা ২।

# শ্রীশ্রী৺বিশ্বেশ্বরো জয়তি।

## ৺কাশীস্থবিদুষাং ব্যবস্থাপত্রং

### হরিভক্তিবিলাস-মতানুযায়িনা বৈষ্ণবেনারুণোদয়বিদ্ধা সঋক্ষাপি জন্মাষ্টমী নোপোষ্যেতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

প্রমাণানি যথা।

"ইত্থং শুদ্ধৈব লিখিতা যোগাদ্বহুবিধাষ্টমী। ত্যাজ্যা বিদ্ধা চ সপ্তম্যা সা বিদ্ধৈকাদশী যথা॥ পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা। তথাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥" ইত্যাদিহরিভক্তিবিলাসধৃতবচনে জন্মাষ্টম্যা একাদশীতুল্যত্বকথনাৎ যেন যেন বেধেনৈকাদশী নোপোষ্যা, তেন তেন বেধেন জন্মাষ্টম্যপি নোপোষ্যেতি সুতরাং প্রতিপন্নং, তস্মাৎ হরিভক্তিবিলাসে অথারুণোদয়বিদ্ধোপবাসদোষা ইতি প্রতিজ্ঞায় তৎপ্রকরণে, ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি-ব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ। বিদ্ধেষহঃসু কার্য্যাণি তাদৃগ্দোষগণাশ্রয়াদিতি বচনমপি সঙ্গচ্ছতে। ন চ প্রতিপৎপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ। সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসরবর্জ্জিতাঃ॥ ইতি স্কন্দপুরাণীয়বচনেন হরিবাসরভিন্নতিথীনাং রবেরেকোদয়াদপরোদয়পর্য্যন্তস্থায়িত্বে সম্পূর্ণত্বকথনাৎ তাদৃশসম্পূর্ণাষ্টম্যামেবোপবাসঃ কর্ত্তব্য ইতি বাচ্যং, পূর্ব্বোক্তবচনদ্বয়ে জন্মাষ্টম্যা হরিবাসরতুল্যত্বকথনেন, "যা তু কৃষ্ণাষ্টমী নাম বিশ্রুতা বৈষ্ণবী তিথিঃ। তস্যাঃ প্রভাবমাশ্রিত্য পূতাঃ সর্ব্বে কলৌ জনাঃ॥ শ্রাবণে মাসি বহুলা রোহিণীসহিতাষ্টমী। জয়ন্তীতি সমাখ্যাতা সর্ব্বাঘৌঘবিনাশিনী॥ তস্যাং বিষ্ণুতিথৌ কৈচিদ্ধন্যাঃ কলিযুগে জনাঃ॥" ইত্যাদি ব্রহ্মপুরাণীয়জন্মাষ্টমীমাহাত্ম্যলিখিতবচনেষু হরিবাসরতুল্যপর্য্যায়বিষ্ণুতিথিশব্দেন জন্মাষ্টম্যাঃ কীর্ত্তনেন চ তদ্বচনস্থহরিবাসরশব্দেনৈকাদশীজন্মাষ্টম্যুভ-

য়োরপি বোধনাৎ। এতেন "অত্র চ যথাশব্দবলাৎ কেচিদেবং মন্যন্তে অরুণোদয়ে দশম্যা বিদ্ধা যথৈকাদশী বর্জ্জিতা তথা অরুণোদয়ে সপ্তম্যা বিদ্ধা জন্মাষ্টম্যপি ত্যাজ্যা। অতো রোহিণীং বিনাপি নবম্যেবোপোষ্যা। অত-এবোক্তং স্কান্দে। "জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি। বিহায় শুদ্ধাং নবমীমুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ॥" ইত্যাদি। অনেনাভিপ্রায়েণৈব পাদ্মে স্কান্দাদৌচ নবমীযুতাপীতি অষ্টম্যুপবাসস্য প্রাশস্ত্যমুক্তং তচ্চ ন সুসঙ্গতং, একাদশীতরাহশেষ-তিথীনাং রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণত্বেনাহরুণোদয়বেধাহসিদ্ধেরিতি" যৎ হরিভক্তিবিলাসটীকালিখিতন্তদ্বিদ্বদ্ভিরনাদেয়মিতি সুধীভির্বিভাবনীয়মিতি॥

শ্রীহরিঃ শরণম্

ন্যায়ালঙ্কারোপাধিনাং
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণাম্
শ্রীনবীননারায়ণ শর্ম্মণাম্
শিরোমণ্যুপাধিক-
শ্রীরামধন দেবশর্ম্মণাম্
ন্যায়বাগীশোপাধিক-
শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণাম্
সার্ব্বভৌমোপাধিক-
শ্রীবেচারাম দেবশর্ম্মণাম্
বিদ্যারত্নোপাধিক-
শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মণাম্
বাচস্পত্যুপাধিক-
শ্রীকালীকুমার দেবশর্ম্মণাম্

বিদ্যালঙ্কারোপাধিক-
শ্রীমহেশচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্
চূড়ামণ্যুপাধিক-
শ্রীরাজচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্
ন্যায়পঞ্চাননোপনামক-
শ্রীঠাকুরদাস দেবশর্ম্মণাম্
বিদ্যাবাগীশোপনামক-
শ্রীভগবতীচরণ দেবশর্ম্মণাম্
শিরোমণ্যুপনামক-
শ্রীকালীপ্রসাদ দেবশর্ম্মণাম্
শিরোমণ্যুপনামক-
শ্রীকৈলাসচন্দ্র শর্ম্মণাম্
শ্রীহরির্জয়তি
শ্রীদুর্গাচরণ দেবশর্ম্মন্যায়রত্নানাং

ব্যবস্থা সংখ্যা ৩।

# শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং

## হরিভক্তিবিলাস-মতানুযায়িনা বৈষ্ণবেনারুণোদয়বিদ্ধা সপ্তম্যাপি জন্মাষ্টমী নোপোষ্যেতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

প্রমাণানি যথা।

ইত্থং শুদ্ধৈব লিখিতা যোগাদ্বহুবিধাঽষ্টমী। ত্যাজ্যা বিদ্ধা চ সপ্তম্যা সা বিদ্ধৈকাদশী যথা॥ পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা। তথাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাঞ্চ বিবর্জ্জয়েদিত্যাদিশ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃতবচনে জন্মাষ্টম্যা একাদশীতুল্যত্বকথনাৎ যেন যেন বেধেনৈকাদশী নোপোষ্যা, তেন তেন বেধেন জন্মাষ্টম্যপি নোপোষ্যেতি সুতরাং প্রতিপন্নং, তস্মাৎ হরিভক্তিবিলাসে অথারুণোদয়বিদ্ধোপবাসদোষা ইতি প্রতিজ্ঞায় তৎপ্রকরণে, "ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি-ব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ। বিদ্ধেষ্বহঃসু কার্য্যাণি তাদৃগ্দোষগণাশ্রয়াদিতি" বচনমপি সঙ্গচ্ছতে। ন চ "প্রতিপৎপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ। সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসরবর্জ্জিতাঃ॥" ইতি স্কন্দপুরাণীয়বচনে হরিবাসরভিন্নতিথীনাং রবেরেকোদয়াদপরোদয়পর্য্যন্তস্থায়িত্বে সম্পূর্ণত্বকথনাৎ তাদৃশসম্পূর্ণাষ্টম্যামেবোপবাসঃ কর্ত্তব্য ইতি বাচ্যং, পূর্ব্বোক্তবচনদ্বয়ে জন্মাষ্টম্যা হরিবাসরতুল্যত্বকথনেন, যা তু কৃষ্ণাঽষ্টমী নাম বিশ্রুতা বৈষ্ণবী তিথিঃ। তস্যাঃ প্রভাবমাশ্রিত্য পূতাঃ সর্ব্বে কলৌ জনাঃ॥ শ্রাবণে মাসি বহুলা রোহিণী-সহিতাষ্টমী। জয়ন্তীতি সমাখ্যাতা সর্ব্বাঘৌঘবিনাশিনী॥ তস্মাৎ বিষ্ণুতিথৌ কেচিদ্ধন্যাঃ কলিযুগে জনাঃ॥" ইত্যাদি ব্রহ্মপুরাণীয়জন্মাষ্টমীমাহাত্ম্যলিখিতবচনেষু হরিবাসরতুল্যপর্য্যায়বিষ্ণুতিথিশব্দেন জন্মাষ্টম্যাঃ কীর্ত্তনেন চ তদ্বচনস্থহরিবাসরশব্দেনৈকাদশীজন্মাষ্টম্যুভ-

য়োরপি বোধনাৎ। এতেন "অত্র চ যথাশব্দবলাৎ কেচিদেবং মন্যন্তে অরুণোদয়ে দশম্যা বিদ্ধা যথৈকাদশী বর্জ্জিতা তথা অরুণোদয়ে সপ্তম্যা বিদ্ধা জন্মাষ্টম্যপি ত্যাজ্যা। অতো রোহিণীং বিনাঽপি নবম্যেবোপোষ্যা। অত-এবোক্তং স্কান্দে। জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি। বিহায় শুদ্ধাং নবমীমুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ। ইত্যাদি। অনেনাভিপ্রায়েণৈব পাদ্মে স্কান্দাদৌ নবমীযুতাপীতি অষ্টম্যুপবাসস্য প্রাশস্ত্যমুক্তং তচ্চ ন সুসঙ্গতং, একাদশীতরাশেষ-তিথীনাং রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণত্বেনারুণোদয়বেধাঽসিদ্ধেরিতি" যৎ হরিভক্তিবিলাসটীকালিখিতং তদ্বিদ্বদ্ভিরনাদেয়মিতি সুধীভির্ব্বিভাবনীয়মিতি।

| | |
|---|---|
| গদাধরো জয়তি | শ্রীহরিঃ শরণাম্ |
| শ্রীহরমোহন শর্ম্মণাম্ | শ্রীরামেশ্বর শর্ম্মণাম্ |
| গদাধরো জয়তি | সাং রাজপুর |
| শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মণাম্ | শ্রীসীতানাথ শর্ম্মণাম্ |
| শিবো জয়তি | শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্ম্মণাম্ |
| শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মণাম্ | শ্রীসূর্য্যদাস শর্ম্মণাম |
| শ্রীপ্যারীকান্ত শর্ম্মণাম্ | শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মণাম্ |
| শ্রীকৈলাসনাথ শর্ম্মণাম্ | শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণাম্ |
| শ্রীরামশরণ শর্ম্মণাম্ | শ্রীগুরুচরণ শর্ম্মণাম্ |
| শ্রীঅমৃতনাথ শর্ম্মণাম্ | শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মণাম্ |
| শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মণাম্ | শ্রীদীননাথ শর্ম্মণাম্ |
| শ্রীপ্রসন্নকুমার শর্ম্মণাম্ | শ্রীরামচরণ শর্ম্মণাম্ |
| শ্রীবিশ্বম্ভর শর্ম্মণাম্ | শ্রীবলদেবচন্দ্র শর্ম্মণাম্ |

শ্রীমাধবচন্দ্র শর্ম্মণাম্

# শ্রীহরি

## শরণং

৺ নবদ্বীপধামের সুপ্রসিদ্ধ ও তৎসমাজের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতমহাশয়দিগের দ্বিতীয় সংখ্যাক ব্যবস্থা এবং নানা দেশ ও স্থানের ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ি অধুনা ৺ কাশীধাম বাসী এবং ৺ কাশীধামস্থ পণ্ডিতসমাজের তৃতীয় সংখ্যাক ব্যবস্থা, যাহা শ্রীনবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান স্মার্ত্ত শ্রীশ্রীনাথশিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্র বিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক নিজে রচনা করিয়া সকলের সুগোচর করিয়া দিয়াছেন। ঐ দুই ব্যবস্থাই একপ্রকার। সুতরাং এক অনুবাদেই উভয় ব্যবস্থার তাৎপর্য্যার্থ সকলে হৃদয়ঙ্গম করিয়া জানিতে পারিবেন।

## ২য় ৩য় ব্যবস্থার অনুবাদ।

হরিভক্তিবিলাসমতানুযায়ি বৈষ্ণবদিগের অরুণোদয়বিদ্ধা কৃষ্ণজন্মাষ্টমী রোহিণী নক্ষত্র যুক্তা হইলেও উপোষণীয়া নহে। ইহাই বিদ্যাবান্ দিগের পরামর্শ।

ইহাতে প্রমাণ সকল প্রদর্শিত হইতেছে যথা——

এই রূপ বহুবিধ যোগে বহুবিধ জন্মাষ্টমী যাহা লিখিত হইল সে সমুদয়ই শুদ্ধা হইলে গ্রাহ্য। দশমী বিদ্ধা একাদশীর ন্যায় উহা সপ্তমী বিদ্ধা হইলে ত্যাজ্য। যেমন দশমীবিদ্ধা একাদশী শ্রবণান্বিতা হইলেও ত্যাজ্য সেইরূপ সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী রোহিণীনক্ষত্র সহিতা হইলেও একবারেই বর্জ্জন করিবেক। ইত্যাদি হরিভক্তিবিলাসধৃত প্রমাণ বচনে জন্মাষ্টমীর একাদশীতুল্যত্ব কহাতে যে যে বেধে একাদশী উপোষণীয়া হয় না, সেই সেই বেধে জন্মাষ্টমীও উপবাসের যোগ্যা হয় না, ইহা সুতরাংই প্রতিপাদিত হইল। সেই নিমিত্তই হরিভক্তিবিলাসে "অথ অরুণোদয়বিদ্ধায় উপবাসে দোষ কহা যাইতেছে" এই প্রতিজ্ঞায় ঐ প্রকরণেই এইরূপ বিদ্ধ দিনে জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সকল ব্রত করা, বৈষ্ণবদিগের অকর্ত্তব্য। ঐরূপ বিদ্ধদিনে ব্রত করিলে তাদৃশ দোষ ঘটনা হয়। এই বচনও সঙ্গত হইতেছে।

হরিবাসরভিন্ন প্রতিপৎ প্রভৃতি সকল তিথিই রবির এক উদয় আরম্ভ করিয়া অপর উদয় পর্য্যন্ত স্থায়ি হইলে সম্পূর্ণা বলিয়া বিখ্যাত হয়। এই স্কন্দপুরাণীয় বচন দ্বারা হরিবাসর ভিন্ন তিথির, সূর্য্যের এক উদয় হইতে অপর উদয় পর্য্যন্ত স্থায়ি হইলে সম্পূর্ণত্ব কহা প্রযুক্ত তাদৃশ সম্পূর্ণ অষ্টমীতেই উপবাস করা কর্ত্তব্য ইহা বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত বচনদ্বয়ে জন্মাষ্টমীর হরিবাসরতুল্যত্ব কহাতে এবং কৃষ্ণাষ্টমী নামে বৈষ্ণবী তিথি শাস্ত্রে শ্রুত আছে। যে তাহার প্রভাবের আশ্রয়ে কলির সকল জনেই পবিত্র হইয়াছে। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় রোহিণী নক্ষত্র সহিত অষ্টমী জয়ন্তী বলিয়া সমাখ্যাত। যাহাতে সকলপাপসমূহ বিনাশ করে। কলিযুগে উহারাই ধন্য। যাহারা সেই বিষ্ণুতিথিতে ইত্যাদি ব্রহ্মপুরাণীয় জন্মাষ্টমীমাহাত্ম্যলিখিত প্রমাণবচনসকলে হরিবাসরতুল্যপর্য্যায়ক বিষ্ণুতিথি শব্দ দ্বারা কীর্ত্তন করাতে সেই বচনস্থ হরিবাসরশব্দদ্বারা একাদশী জন্মাষ্টমী দ্বিবিধ তিথিই বুঝাইতেছে। সুতরাং উহাই সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন হইল।

ইহাতে " এ স্থলে যথাশব্দের প্রয়োগ বলেতে কেহ কেহ এই মনে করিয়া থাকেন। যেমন অরুণোদয়ে দশমীতে বিদ্ধা একাদশী বর্জ্জিত আছে। সেইরূপ অরুণোদয়কালে সপ্তমী দ্বারা বিদ্ধা জন্মাষ্টমীও ত্যাজ্য। অতএব রোহিণী ব্যতিরেকেও নবমীই উপবাসের যোগ্য। এই নিমিত্ত স্কান্দবচনে উক্ত হইয়াছে যে পূর্ব্ববিদ্ধা জন্মাষ্টমী রোহিণীনক্ষত্রসহিতা ও সম্পূর্ণা হইলেও পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা নবমীতে উপবাস করিয়া ব্রত আচরণ করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি। এই অভিপ্রায়েই পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ প্রভৃতির বচনে নবমী যুক্ত অষ্টমীতে উপবাসের প্রাশস্ত্য উক্ত হইয়াছে তাহা সুন্দর রূপে সঙ্গত হয় না। যেহেতু একাদশী ভিন্ন সমুদয় তিথিরই রবির উদয় হইতে প্রবৃত্ত হওয়াতে সম্পূর্ণত্ব কহা প্রযুক্ত অরুণোদয়বেধের অসিদ্ধি হইয়াছে।" ইহা হরিভক্তিবিলাসের টীকায় যে লিখিত হইয়াছে উহা বিদ্বান দিগের গ্রাহ্য নহে, ইহা সুধীগণের বিবেচনীয়।

সুপ্রসিদ্ধ নানাশাস্ত্রবিশারদ শ্রীযুক্ত হরমোহনতর্কচূড়ামণি। নবদ্বীপনিবাসী
সুপ্রসিদ্ধ নানাশাস্ত্রবিশারদ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন। ঐ
সুপ্রসিদ্ধ প্রধান স্মার্ত্ত ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ শিরোমণি। ঐ
সুপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক ও বড়বাজারের শ্রীহরিসভার আচার্য্য এবং ৺ রাজকৃষ্ণ মিত্রের বাটীর সভাপণ্ডিত শ্রীযুত রামেশ্বর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। রাজপুরনিবাসী॥

| | | |
|---|---|---|
| জিলা বাখরগঞ্জ কোটালিপাড়ানিবাসী | শ্রীযুত সীতানাথ বিদ্যাভূষণ। | স্মার্ত্ত |
| ঐ পোঃ বাক্লা গৈলানিবাসী | শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন চূড়ামণি | ঐ |
| জিলা যশোহর মল্লিকপুর-নিবাসী | শ্রীযুত প্যারীকান্ত বিদ্যারত্ন | ঐ |
| ঐ ঘাটভোগ নিবাসী | শ্রীযুত কৈলাসনাথ তর্কচূড়ামণি | ঐ |
| জিলা চট্টগ্রাম সুলতানপুরনিবাসী | শ্রীযুত পীতাম্বর তর্কভূষণ | ঐ |
| জিলা বাখরগঞ্জ পোঃবাক্লা,নলূচিরানিবাসী | শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন | ঐ |
| ঐ ঐ কাটাদীয়া নিবাসী | শ্রীযুত দীননাথ বিদ্যারত্ন | ঐ |
| জিলা যশোহর খাজুরা নিবাসী | শ্রীযুত অমৃতনাথ ন্যায়রত্ন | ঐ |
| জিলা চট্টগ্রাম নয়াপাড়া নিবাসী | শ্রীযুত বিশ্বম্ভর স্মৃতিরত্ন | ঐ |
| জিলা ফরিদপুর দণ্ডপাড়া নিবাসী | শ্রীযুত শশিভূষণ বিদ্যাবাগীশ | ঐ |
| জিলা বাখরগঞ্জ বাটাজোড় নিবাসী | শ্রীযুত মহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন | ঐ |
| জিলা ঢাকা পোঃবিক্রমপুর ধানুকানিবাসী | শ্রীযুত প্রসন্নকুমার তর্করত্ন | ঐ |
| জিলা বাখরগঞ্জ ঘোড়াকাটী নিবাসী | শ্রীযুত গুরুচরণ শিরোমণি | ঐ |
| ঐ পোঃ বাক্লা গৈলা নিবাসী | শ্রীযুত রামচরণ শিরোরত্ন | ঐ |
| জিলা চট্টগ্রাম নয়াপাড়া নিবাসী | শ্রীযুত সূর্য্যদাস সিদ্ধান্তরত্ন | ঐ |
| জিলা নদীয়া আটাকী নিবাসী | শ্রীযুত রামশরণ বিদ্যাবাগীশ | ঐ |
| জিলা শ্রীহট্ট নিবাসী | শ্রীযুত বলদেব তর্কবাগীশ | ঐ |
| জিঃত্রিপুরা পোঃসরাইল কালীকচ্ছনিবাসী | শ্রীযুত মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি | ঐ |
| জিলা রাজসাহি পুটিয়া নিবাসী | শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র বিদ্যানিধি | ঐ |

## ৺ কাশীধামনিবাসী

### স্মার্ত্ত ও নানাশাস্ত্রবিশারদ

### পণ্ডিতগণের স্বাক্ষরিত নাম।

| | | | |
|---|---|---|---|
| শ্রীযুত বেচারাম সার্ব্বভৌম। | রাজকীয় সংস্কৃত | বিদ্যালয়ের | অধ্যাপক। |
| শ্রীযুত কালীপ্রসাদ শিরোমণি। | ঐ | ঐ | ঐ |
| শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি। | ঐ | ঐ | ঐ |

| | |
|---|---|
| শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার। | কাশী নিবাসী |
| শ্রীযুত ভগবতীচরণ বিদ্যাবাগীশ। | ঐ |
| শ্রীযুত রামধন শিরোমণি। | ঐ |
| শ্রীযুত মধুসূদন ন্যায়বাগীশ। | ঐ |
| শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন। | ঐ |
| শ্রীযুত কালীকুমার বাচস্পতি। | ঐ |
| শ্রীযুত রাজচন্দ্র চূড়ামণি। | ঐ |
| শ্রীযুত দুর্গাচরণ ন্যায়রত্ন। | ঐ |
| শ্রীযুত মহেশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। | ঐ |
| শ্রীযুত ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন। | ঐ |
| শ্রীযুত নবীন নারায়ণ ভট্টাচার্য্য। | ঐ |

---

সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই বিষয়ে মত ও ব্যবস্থা এই যে "অরুণোদয়ে সপ্তমীবিদ্ধা জন্মাষ্টমী রোহিণীনক্ষত্রযুতা হইলেও হরিভক্তিবিলাসমতানুযায়ি বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত বৈষ্ণবদিগের উপোষ্যা নহে। যদি ঐ দিনে জয়ন্তী যোগ না হয়, যে হেতু জয়ন্তী যোগ সর্বাপবাদক" ৫ই শ্রাবণ তারিখে আমি তাঁহাকে যে এক পত্র লিখি ঐ পত্রের একপার্শ্বে ঐ রূপ জয়ন্তী যোগ অরুণোদয়-বেধ প্রভৃতি দোষের অপবাদক বলিয়া ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন এইরূপ লেখাতে কোনও বিশেষ কারণবশতঃ সে ব্যবস্থা লওয়া হয় নাই ইতি। ২রা ভাদ্র ১৭৯৬ শক।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শর্ম্ম-গোস্বামী

কলিকাতা
বেণেটোলা ৫৬ নম্বর
সোণার গৌরাঙ্গের মন্দির

ব্যবস্থা সংখ্যা ৪

# শ্রীরামঃ

শরণং

ভট্টপল্লীনিবাসীনাং পণ্ডিতানাং ব্যবস্থাপত্রমেতৎ।

হরিভক্তিবিলাসমতানুযায়িনা বৈষ্ণবেনারুণোদয়বিদ্ধা সপ্তম্যপি জন্মাষ্টমী নোপোষ্যেতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

যথোক্তলক্ষণং মহাদ্বাদশীব্রতন্তু বৈষ্ণবানামেকাদশীত্যাগেন বৈষ্ণবস্মৃতৌ বিহিতং কিন্তু মহাদ্বাদশীত্যাগেন কাপ্যেকাদশী নোপোষ্যেতি বিদুষাং পরামর্শঃ (তণ্ডুলনৈবেদ্যেন সর্ব্ববর্ণৈরপি বিষ্ণুপূজনং ন কর্ত্তব্যমিতি চ সতাং মতং॥

অত্র প্রমাণং নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরম্। ন দূর্ব্বয়া যজেদ্দুর্গাং ন তুলস্যা বিনায়কম্॥ ইত্যাহ্নিকতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যধৃতজ্ঞানমালা-বচনং। স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে। গোবিন্দস্যার্চ্চনে সর্ব্বং দগ্ধং কাষ্ঠং উদারধীঃ॥ ইতি পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডীয়ৈকসপ্ততিতমাধ্যায়ীয়বচনঞ্চ। তথাচামান্ননৈবেদ্যং বর্জ্জয়েদ্ধরিপূজনে॥ ইত্যপি পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডীয়দ্বিসপ্ত-তিতমাধ্যায়বচনং। অস্মৎপূর্ব্বপুরুষপারম্পর্য্যক্রমাগতাচার এবায়ম্।)

শ্রীরামঃ শরণং। ন্যায়রত্নোপাধিকশ্রীরাখালচন্দ্র দেবশর্ম্মণাং

শ্রীরামঃ শরণং। বিদ্যারত্নোপাধিকশ্রীচন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণাং

শ্রীরামঃ শরণং। শিরোমণ্যুপাধিকশ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেবশর্ম্মণাং

শ্রীরামঃ শরণং। স্মৃতিরত্নোপাধিকশ্রীমধুসূদন দেবশর্ম্মণাম্

শ্রীরামঃ শরণং। বিদ্যারত্নোপাধিকশ্রীকৈলাসচন্দ্র দেবশর্ম্মণাং

শ্রীরামঃ শরণং। শিরোমণ্যুপাধিকশ্রীআনন্দচন্দ্র দেবশর্ম্মণাং

শ্রীরামঃ শরণং। বিদ্যারত্নোপাধিকশ্রীঅভয়াচরণ দেবশর্ম্মণাং

শ্রীরামঃ শরণং। তর্করত্নোপাধিকশ্রীযাদবচন্দ্র দেবশর্ম্মণাং

শ্রীরামঃ শরণং। সার্ব্বভৌমোপাধিকশ্রীশিবচন্দ্র দেবশর্ম্মণাং

শ্রীরামঃ শরণং। ন্যায়ভূষণোপাধিকশ্রীজয়রাম দেবশর্ম্মণাং

শ্রীরামঃ শরণং। তর্কসিদ্ধান্তোপাধিকশ্রীদিগম্বর দেবশর্ম্মণাং

শ্রীরামঃ শরণং। বিদ্যাভূষণোপাধিকশ্রীরঘুমণি দেবশর্ম্মণাং

শ্রীরামঃ শরণং। চূড়ামণ্যুপাধিকশ্রীচন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণাং

শ্রীরামঃ শরণং। তর্কপঞ্চাননোপাধিকশ্রীপীতাম্বর দেবশর্ম্মণাং

১৭৯৬ শকে ২৭শে শ্রাবণে প্রাপ্ত।

## অনুবাদ।

ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতদিগের এই ব্যবস্থাপত্র।

হরিভক্তিবিলাসমতানুযায়ী বৈষ্ণবদিগের অরুণোদয়কালে সপ্তমীবিদ্ধ জন্মাষ্টমীতে নক্ষত্রযোগ থাকিলেও উপবাস করা কর্ত্তব্য নহে। এবং যথোক্ত লক্ষণ মহাদ্বাদশীব্রত একাদশী পরিত্যাগ করিয়াও করা কর্ত্তব্য কিন্তু মহাদ্বাদশী পরিত্যাগ করিয়া কোনও বার নক্ষত্র কি সংক্রান্তি জন্য বিশেষ মাহাত্ম্যসূচক একাদশীতে (অর্থাৎ বিষ্ণুশৃঙ্খল প্রভৃতি স্থলেও) উপবাস করা বৈষ্ণবস্মৃতিতে বিহিত নাই। ইহা বিদ্বান্দিগের পরামর্শ॥

(আমতণ্ডুলনৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজন কর্ত্তব্য নহে এতদ্বিষয়ক ব্যবস্থাও ঐ সঙ্গে একত্রে লিখিয়া স্বাক্ষরিত করিয়া দিয়াছেন এই জন্য ঐ সমুদয়ই একত্রে প্রকাশ করা হইল।)

## ব্যবস্থা সংখ্যা ৫।

গোস্বামীমালপাড়ানিবাসী সুবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর ৺জগদানন্দ গোস্বামিভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থা।, তাহার পৌত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকাঙ্গালি ভাগবতভূষণ গোস্বামিভট্টাচার্য্য দ্বারা যাহা ২৮ শ্রাবণে প্রাপ্ত।

# শ্রীহরিঃ

## শরণং

স্বমতে। যথা নন্দা তথাঽষ্টমীতি। যথাশব্দবলাৎ জন্মাষ্টম্যাদিব্রতান্যেকাদশীবৎ কর্ত্তব্যানীতি॥ কৈশ্চিদেবং মন্যতে "সম্পূর্ণা হরিবাসরবর্জ্জিতা ইত্যাদের্জন্মাষ্টম্যাং সূর্য্যোদয়-বেধঃ ধর্ত্তব্যঃ, ন ত্বেকাদশীব্রতবৎ, একাদশীতরত্র অরুণোদয়বেধাসিদ্ধেরিতি তন্ন সুসঙ্গতম্"॥ হরিবাসরবর্জ্জিতা ইত্যত্র একাদশীধর্ম্মাতিদিষ্ট-জন্মাষ্টম্যাদীতরত্র তিথ্যাদৌ অন্যকর্ম্মণি বা সূর্য্যোদয়বেধসিদ্ধিরিতি অতএব ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদিব্রতান্যপীতি পূর্ব্বত্র স্বয়মেবোক্তনিকৃষ্টার্থত্বাৎ॥

### ৫ম সংখ্যা ব্যবস্থার অনুবাদ

নিজমতে, যেই রূপ একাদশী সেই রূপ জন্মাষ্টমী, এই বচনে যথা শব্দ প্রয়োগ থাকাতে জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত একাদশীব্রতের ন্যায় কর্ত্তব্য, ইহাই সুসিদ্ধান্ত॥ ইহাতে কেহ কেহ "একাদশী ব্যতিরিক্তস্থলে অরুণোদয়বেধের অসিদ্ধিহেতুক উহা একাদশীব্রতের তুল্য নহে। জন্মাষ্টমীতে সূর্য্যোদয়বেধই ধর্ত্তব্য। এই বিষয়ে সম্পূর্ণা হরিবাসর-বর্জ্জিতা এই বচনমাত্র প্রমাণস্বরূপে বিন্যাস করিয়া উক্ত স্বমত-সিদ্ধান্তকে সুসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না"। এই রূপ বিবেচনা কোনওমতে ন্যায়ানুগত ও বিচারসঙ্গত হইতে পারে না। হরি-বাসরবর্জ্জিতা বচনে একাদশীধর্ম্মাতিদিষ্ট জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্যতিরিক্ত তিথি প্রভৃতিতে কি তদ্ভিন্ন কর্ম্মেতে সূর্য্যোদয়বেধ সিদ্ধ রহিতেছে। অতএব হরিভক্তিবিলাসকার নিজে অরুণোদয়বিদ্ধায় উপবাসে দোষ-নিরূপণস্থলে "এই রূপ বিদ্ধদিনে জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্য নহে" ইহা নিজে নিষ্কর্ষ করিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন॥ ইতি॥

গোসাঞি মালপাড়া নিবাসী মহামহোপাধ্যায় উক্ত জগদানন্দ গোস্বামি মহাশয় ১৭৩২ শকে লোকান্তর গমন করেন। তিনি ঐরূপ ব্যবস্থা সকল বৈষ্ণবকে দিতেন। প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের প্রমুখাৎ শুনিয়া তাহার পৌত্র উক্ত

কৃষ্ণকাঙ্গালি ভাগবতভূষণ গোস্বামীর নিকট ঐ বিষয় অনুসন্ধান করাতে তিনি তাঁহার পিতামহ গোস্বামী মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত ঐ ব্যবস্থাপত্র তাহার গ্রন্থে আছে বলাতে আমি বিশেষ নির্ব্বন্ধ সহকারে প্রার্থনা করায় উহা ডাকযোগে ২৭শে শ্রাবণ আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন ইতি।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শর্ম্ম-গোস্বামী।

২রা ভাদ্র।

১৭৮১ শক।

ব্যবস্থা সংখ্যা ৬।

## শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরৌ জয়তি।

### অরুণোদয়ের নিয়ামকবচনে ঘটিকা ও নাড়ীপদে ষষ্টিপলপরিমিত দণ্ডকেই প্রতীতি করাইবেক যামার্দ্ধ নহে এতদ্বিষয়ক বিচার।

মুহূর্ত্তঃ অস্ত্রীলিঙ্গঃ দ্বাদশক্ষণপরিমিতকাল ইত্যমরঃ। ঘটিকাদ্বয়মিতি রাজনির্ঘণ্টঃ॥ দিনপঞ্চদশভাগৈকভাগঃ। যথা, প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু। মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাদপরাহ্নস্ততঃ পরম্॥ সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাৎ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ। রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু॥ ইতি তিথ্যাদিতত্ত্বধৃতবচনম্॥ কর্ম্মবিশেষে তস্য পরিমাণং যথা, ননু "ব্রতোপবাসস্নানাদৌ ঘটিকৈকাপি যা ভবেদি" ত্যত্র ঘটিকাপদং দণ্ডপরং মুহূর্ত্তপরং বা, স্মৃত্যাচারধৃতচতুর্দ্দণ্ডাত্মকারুণোদয়জ্ঞাপকে, "চতস্রো ঘটিকাঃ প্রাতররুণোদয় উচ্যতে" ইত্যাদৌ "প্রভাতে ঘটিকাযুগ্মং প্রদোষে ঘটিকাদ্বয়ম্। দিনবৎ সর্ব্বকার্য্যাণি কারয়েন্ন বিচারয়ে" দিতিহলায়ুধধৃতলিখিষ্যমাণত্রিযামামিতি-বচনয়োরেকমূলয়োশ্চ উভয়ত্র প্রয়োগদর্শনাদিতি সংশয়ঃ। অত্রোচ্যতে। শ্রাদ্ধাদাবস্তগামিনীতি ঘটিকানিয়ামকবচনচতুর্থচরণে পার্ব্বণযোগ্যতয়া ঘটিকায়া মুহূর্ত্তাত্মকত্বস্যাবশ্যমঙ্গীকারাৎ তাৎপর্য্যলাঘবেন ব্রতাদাবপি তথাত্বম্। "ঘটিকৈকাহপ্যমাবাস্যা প্রতিপৎসু ন চেদ্ যদা। সর্ব্বং তদাসুরং দানং দৈবে কর্ম্মণি

চোদিতম্ ॥” ইতি ঘটিকান্যূনে নিন্দামভিধায় ঘটিকালাভে কর্ম্মার্হ্যেতি বক্তব্যে “মুহূর্ত্তমপ্যমাবাস্যা প্রতিপৎসু ভবেদ্ যদা। তদ্দানমুত্তমং জ্ঞেয়ং শেষং পূর্ব্বং হি পূর্ব্ববদি” ত্যনেন মুহূর্ত্তলাভে কর্ম্মার্হ্যত্বজ্ঞাপনাচ্চ ॥ তত্রাপি মুহূর্ত্তঃ কিং তত্তদ্দিবারাত্রিপঞ্চদশাংশ উত দণ্ডদ্বয়ম্। নাদ্যঃ, প্রতিদিনদিবারাত্র্যোহ্র্াসবৃদ্ধিভ্যাং তদ্ভাগানামপি ন্যূনাধিক্যাদ্বিধিভেদাপত্তেঃ। নাপি দ্বিতীয়ঃ, দণ্ডদ্বয়স্য ত্রিংশদ্দণ্ডাত্মকদিবারাত্রিপঞ্চদশাংশস্য মুহূর্ত্তত্বে দণ্ডদ্বয়াধিকন্যূনকালানামপি ত্রিংশদ্দণ্ডাধিকন্যূনদিবারাত্রিপঞ্চদশাংশানাং মুহূর্ত্তত্ব-প্রতিপাদনেন বিনিগমনাবিরহাৎ কিন্ত্বন্তরঙ্গতয়া কর্ম্মাঙ্গদিবারাত্র্যন্যতর পঞ্চদশাংশস্য গ্রহণপ্রসক্তৌ অয়নাংশক্রমেণোত্তরায়ণপূর্ব্বাহ্নদিনমান-সপাদ-ষড়্‌বিংশতিদণ্ডানাং পঞ্চদশাংশস্য পাদোনদণ্ডদ্বয়স্য মুহূর্ত্তত্বাত্তদ্দিনবিহিত ক্রিয়ায়াং তাবন্ন্যূনকালস্যাপি গ্রহণাৎ সর্ব্বত্র ন্যূনকালব্যবচ্ছেদে আবশ্যকতয়া তস্যৈব পাদোনদণ্ডদ্বয়াত্মকস্য মুহূর্ত্তস্য গ্রহণং লাঘবাৎ। যদা চতুর্দ্দশী-যামং তুরীয়মনুপূরয়েৎ। “অমাবস্যা ক্ষীয়মাণা তদৈব শ্রাদ্ধমিষ্যত” ইতি কাত্যায়নোক্তস্য চতুর্দ্দশীসম্বন্ধিদিনচতুর্থযামমাত্রব্যাপ্যমাবাস্যায়াং শ্রাদ্ধবিধানস্য মৎস্যপুরাণোক্তমুখ্যাপরাহ্ণীয়মুহূর্ত্তাবাধেন বিষয়লাভায় পাদোনদণ্ডদ্বয়াত্মকমুহূর্ত্ত-গ্রহণস্যাবশ্যকত্বাচ্চ। তাদৃশামাবস্যায়াং তদধিকমুখ্যাপরাহ্ণাসম্ভবাৎ তত্র চ মুখ্যাপরাহ্ণীয়পাদোনদণ্ডদ্বয়াত্মকদর্শলাভস্য চত্বারিংশৎপলাধিকত্রয়স্ত্রিংশদ্দণ্ডা-ত্মকদিবস এব। অতএব স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যৈরপি যদা চতুর্দ্দশীযামমিত্যস্য ব্যাখ্যানে তিথ্যাদিতত্ত্বে তথা লিখিতম্। ন চ নিরূঢ়লক্ষণাতো রূঢ়শক্তের্ব্বলবত্ত্বাৎ “তাস্তু ত্রিংশৎক্ষণস্তে তু মুহূর্ত্তো দ্বাদশস্ত্রিয়াং, তে তু ত্রিংশদহোরাত্র” ইত্যমরোক্তো দ্বাদশক্ষণাত্মকঃ অহোরাত্রত্রিংশাংশো দণ্ডদ্বয়রূপমুহূর্ত্তো লাঘবতঃ সর্ব্বত্রানুগত-তয়া ন্যূনকালব্যবচ্ছেদকো বক্তব্য ইতি বাচ্যং, নিরূঢ়লক্ষণাপি শক্তিতুল্যেতি শাব্দিকস্মরণাৎ স্মার্ত্তত্বেনান্তরঙ্গেতি সন্নিহিতে বুদ্ধিরন্তরঙ্গেতি ন্যায়াচ্চ নিরূঢ়-লক্ষণায়া এব বলবত্ত্বাৎ। দক্ষিণঃ সপবিত্রক ইত্যত্র পবিত্রপদস্য কুশগত-কোষোক্তরূঢ়িশক্ত্যপেক্ষয়া বিশিষ্টকুশপত্রদ্বয়গতকাত্যায়নোক্তনিরূঢ়লক্ষণায়া ইব। নিরূঢ়লক্ষণায়াঃ শক্তিতুল্যত্বন্তু রূঢ়শক্তেরিব শক্যার্থবাধজ্ঞানং শক্যসম্বন্ধজ্ঞানঞ্চ বিনা পদতাৎপর্য্যজ্ঞানানুপদমেব পদার্থোপস্থাপকত্বাৎ। সা চ নিরূঢ়লক্ষণা ক্বচিত্তাৎপর্য্যবোধকশাস্ত্রাৎ ক্বচিচ্ছাস্ত্রপ্রয়োগতোঽনুমানাদপি নির্ণীয়তে। বস্তু-তস্তু দ্ব্যনিশোঃ পঞ্চদশাংশাশ্রিতস্মৃত্যুক্তনিরূঢ়মুহূর্ত্তপদলক্ষণাবিনিগমনাবিরহগৌর-বাভ্যামেব কুণ্ঠিতা অতোঽত্যন্তন্যূনপাদোনদণ্ডদ্বয়াত্মকমুহূর্ত্তগ্রহণমশক্যমেব।

অথাত্যন্তন্যূনতয়া সর্ব্বানুগমায় তদ্গ্রহণমিতি চেৎ অত্যন্তাধিকতয়া সপাদদণ্ড-দ্বয়াত্মকমুহূর্ত্তস্যৈব কুতো ন গ্রহণং স্যাৎ। তস্মাৎ প্রভাতে ঘটিকাযুগ্মং প্রদোষে ঘটিকাদ্বয়ং। দিনবৎ সর্ব্বকার্য্যাণি কারয়েন্ন বিচারয়েদিতি লঘুহারীতবচন, ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্ত্যক্ত্বাদ্যন্তচতুষ্টয়ং। নাড়ীনান্তদুভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্ত-সংজ্ঞিত ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তবচনয়োরেকবাক্যতয়া দণ্ডদ্বয়াত্মককালে ঘটিকাপদ-নিরূঢ়লক্ষণাসিদ্ধৌ তয়া পর্য্যায়দ্বারা কোষোক্তরূঢ়্যা চ সমঞ্জসতঃ পার্ব্বণযোগ্য-দণ্ডদ্বয়াত্মককাল এব ঘটিকাপদাত্তূপস্থাপ্যতে। অতঃ সর্ব্বসাধারণ্যেন ন্যূনকাল-ব্যবচ্ছেদায় সৈব গ্রাহ্যালাঘবাৎ। অতএব যদা চতুর্দ্দশীযামং তুরীয়মনুপূরয়ে-দিত্যত্র যদা যত্র দিনে অমাবস্যামুখ্যাপরাহ্ণীয়দণ্ডদ্বয়ান্যূনকালব্যাপনং যথা স্যাত্তথৈব চতুর্দ্দশীযামং তদ্যুক্ততৃতীয়যামমনুলক্ষ্যীকৃত্য তত্র প্রবৃত্য চতুর্থযামং পূরয়েৎ বাপ্নোতীত্যন্বয়ঃ। অন্যথা চতুর্দ্দশমুহূর্ত্তাধিকপূরণাভিধানং ব্যর্থং স্যাৎ। এতেনৈব দর্শশ্রাদ্ধেঽপি মুখ্যাপরাহ্ণাদরঃ কার্য্যঃ। প্রাতঃকালাদিপঞ্চধাবিভাগে কুতপাদিসংজ্ঞায়াঞ্চ দিনমানপঞ্চদশাংশমুহূর্ত্তস্যৈব গ্রহণম্। তদ্বোধকশাস্ত্র-সম্বাদাৎ। অত একোদ্দিষ্টে দিনমানপঞ্চদশাংশমুহূর্ত্তো যোগ্যতয়া চ ন্যূনকাল-ব্যবচ্ছেদকো গ্রাহ্যঃ। কুতপরোহিণ্যন্যতরমাত্রগ্রাহকযুক্তেঃ। এবংবিশেষা-ভিধানাৎ সুখরাত্রৌ দণ্ডমাত্রং জন্মাষ্টম্যেকাদশীদ্বাদশীষু চ কলাকাষ্ঠারূপোঽপি প্রতিষ্ঠাদৌ তুল্যযুক্ত্যা স্বযোগ্যকাল এব ন্যূনকালব্যবচ্ছেদকো গ্রাহ্যঃ। ততশ্চ বিশেষকালপ্রাপ্তকর্ম্মেতরকর্ম্মণঃ প্রশস্তাদিকালে স্বযোগ্যদণ্ডদ্বয়ান্যূনাধিকতিথি-রেব গ্রাহ্যেত্যনুগতবিধিঃ সামঞ্জস্যাদিতি তত্ত্বং॥ চন্দ্রশেখরবাচস্পতিকৃতদ্বৈত-নির্ণয়ে চ এতদেব নির্ণীতং। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শর্ম্ম-গোস্বামিনাম্

## উহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ও সার মর্ম্ম।

অতএব। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারিদণ্ড (অর্থাৎ ২৪০ পল ইংরাজি ১ ঘণ্টা ছত্রিশ মিনিট কাল পরিমিতি) অরুণোদয় কাল বলিয়া শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। দিনমান ও রাত্রিমান অনুসারে মুহূর্ত্তের ন্যূনাধিক্য অনুসারে উহার ন্যূনাধিক্য ঘটিবেক না। ইহাই শাস্ত্রকারদিগের এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রামাণিক প্রাচীন স্মার্ত্তদিগের মীমাংসিত সিদ্ধান্ত॥

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শর্ম্ম-গোস্বামী

অরুণোদয়কালের ব্যাখান বিষয়ে শ্রীধাম নবদ্বীপসমাজের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান স্মার্ত্ত শ্রীব্রজনাথ বিদ্যারত্নভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ অনুরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। যথা—

ব্যবস্থা সংখ্যা ৭।

## শ্রীহরিঃ

শরণং

চতস্রো ঘটিকাঃ প্রাতররিতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয়বচনে ঘটিকাপদং দণ্ডপরং ন তু যামার্দ্ধ-পরমিতি বিদুষাং পরামর্শঃ॥

শ্রীহরিঃ শরণম্
শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মণাম্

ব্যবস্থা সংখ্যা ৮।

## শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরো

জয়তি।

৺কাশীস্থবিদুষাং ব্যবস্থাপত্রং

হরিভক্তিবিলাসমতানুযায়িনা বৈষ্ণবেনারুণোদয়বিদ্ধা সঋক্ষাপি জন্মাষ্টমী নোপোষ্যেতি বিদাম্মতম্॥ অত্র প্রমাণানি।

ইত্থং শুদ্ধৈব লিখিতা যোগাদ্বহুবিধাষ্টমী। ত্যাজ্যা বিদ্ধা চ সপ্তম্যা সা বিদ্ধৈকাদশী যথা॥ পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা। তথাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাঞ্চ বিবর্জ্জয়েদিত্যাদি হরিভক্তিবিলাসধৃতপুরাণবচনে জন্মাষ্টম্যা একাদশীতুল্যত্বকথনম্॥ তথা হরিভক্তিবিলাসে। অথারুণোদয়বিদ্ধোপবাস-দোষা ইতি প্রতিজ্ঞায় তৎপ্রকরণে। ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদিব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ। বিদ্ধেষহঃসু কার্য্যাণি তাদৃগ্দোষগণাশ্রয়াদিতি বচনম্॥ তথা তত্রৈব। জন্মা-ষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি। বিহায় শুদ্ধাং নবমীমুপোষ্য ব্রতমাচরে-দিতি স্কন্দপুরাণবচনম্॥ তথা। অরুণোদয়বেলায়াং বিদ্ধা কাচিদুপোষিতা। তস্যাঃ পুত্রশতং নষ্টং তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েদিতি কৌর্ম্মবচনঞ্চেতি দিক্॥

| | |
|---|---|
| সম্মতিরত্র ভট্ট সখারাম শর্ম্মণঃ। | মহারাষ্ট্রদেশীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য |
| সম্মতিরেতদর্থে কার্লেকরোপাখ্য রাজারাম শাস্ত্রিণঃ | কাশীস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান অধ্যাপক। |
| রানড়োপাখ্য বালশাস্ত্রিণশ্চ | ঐ ঐ ঐ |
| বাপূদেব শাস্ত্রিণোঽপি | ঐ ঐ ঐ |
| সম্মতিরত্রার্থেঽনন্তরাম ভট্টস্য | মহারাষ্ট্রীয় প্রধান অধ্যাপক। |
| বামনাচার্য্যাণামপি। | কাশীস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। |
| সম্মতিরত্রার্থে দক্ককর গঙ্গাধর শাস্ত্রিণঃ | মহারাষ্ট্রীয় প্রধান অধ্যাপক। |
| কৃতসম্মতিকোঽত্র দ্বিবেদ পণ্ডিত বস্তীরাম শর্ম্মা | কাশীস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক |
| কৃতা সম্মতিরত্র পণ্ডিত বেচনরাম শর্ম্মণা | ঐ ঐ ঐ |
| দেবকৃষ্ণ শর্ম্মণা চ | ঐ ঐ ঐ |
| সম্মতিরত্র ত্রিপাঠি শীতলাপ্রসাদ শর্ম্মণঃ। | ঐ ঐ ঐ |
| এষোঽর্থঃ সম্মতো বিদ্বচ্চন্দ্রশেখর শর্ম্মণঃ। সর্ব্বত্যাগিনি শাস্ত্রোক্তে বৈষ্ণবেন গৃহস্থিতে | পঞ্চগৌড়দেশীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য |
| সম্মতিরত্র পণ্ডিত বিভবরাম শর্ম্মণঃ | ঐ |
| তথৈব ব্যাস হরিকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ | ঐ |
| সম্মতিরত্র যাগেশ্বর শর্ম্মণঃ | ঐ |
| কৃতসম্মতিকো রামমিশ্র শাস্ত্রী | ঐ |
| সম্মতিরত্রার্থেঽম্বিকাদত্ত শর্ম্মণঃ | ঐ |
| কৃতসম্মতিকোঽত্রে শ্যামাচরণ শর্ম্মা | ঐ |
| সম্মতিরত্রার্থে প্রয়াগদত্ত পণ্ডিতস্য | ঐ |
| সম্মতিরত্র শেষোপাহ্ব ভিকুপন্ত শর্ম্মণঃ। | মহারাষ্ট্রদেশীয় প্রধান অধ্যাপক। |
| হরিপ্রসাদ দ্বিবেদ শর্ম্মণো পৌরাণিকস্য চ। | পঞ্চগৌড়দেশীয় অধ্যাপক। |
| মহারাজমানসিংহবাহাদুরমান্যেন দ্বারকানাথ শর্ম্ম পণ্ডিতেনাত্রার্থে সম্মতিঃ কৃতা | মহারাজা মানসিংহের সভাপণ্ডিত। |
| সম্মতিরত্র শ্রীতারাচরণ শর্ম্মণঃ | বঙ্গদেশীয় ভট্টপল্লীর প্রধান পণ্ডিত। |
| চূড়ামণ্যুপাধিক শ্রীরামকুমার দেবশর্ম্মণাম্ | বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত। |
| অত্র সম্মতিঃ শিরোমণ্যুপনামক শ্রীমদনমোহন শর্ম্মণঃ | ঐ ঐ |

| | |
|---|---|
| শ্রীশ্রীরামচন্দ্র জ্যোতিষ শিরোমণি ভট্টাচার্য্যাণাং | বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত। |
| ন্যায়রত্নোপাধিক শ্রীক্ষেত্রনাথ শর্ম্মণঃ | ঐ ঐ |
| বাচস্পত্যুপাধিক শ্রীদেবনারায়ণ শর্ম্মণাম্ | ঐ ঐ |

## কাশীস্থ সর্ব্ব প্রধান পণ্ডিতগণের স্বাক্ষরিত ৮ সংখ্যক ব্যবস্থার অনুবাদ।

অরুণোদয়কালে সপ্তমীবিদ্ধ জন্মাষ্টমীতে রোহিণীনক্ষত্র যোগ থাকিলেও হরিভক্তিবিলাসমতানুযায়ি বৈষ্ণবদিগের উপবাস করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা তদ্বিষয়ের তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা॥ ইহাতে প্রমাণ সকল যথা॥

এইরূপে যোগবিশেষে যে বহু প্রকার অষ্টমী লিখিত হইল সে সমুদয়ই শুদ্ধা অর্থাৎ বেধহীন হইলে গ্রাহ্য। যেরূপে বিদ্ধা একাদশী ত্যাজ্য সেইরূপে সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী ত্যাজ্য। যেইরূপে দশমীবিদ্ধ একাদশী শ্রবণান্বিতা হইলেও ত্যাজ্য। সেইরূপে সপ্তমীবিদ্ধ অষ্টমী রোহিণী সহিত হইলেও ত্যাজ্য॥ ইত্যাদি হরিভক্তিবিলাস ও তাহাতে উদ্ধৃত পুরাণবচনে জন্মাষ্টমীর একাদশীতুল্যত্ব কথন। এবং হরিভক্তিবিলাসে "অনন্তর অরুণোদয় বিদ্ধার উপবাসে দোষের নিরূপণ করা যাইতেছে" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ঐ প্রকরণে। ঐ ঐ প্রকারে সপ্তমীবিদ্ধদিনে বৈষ্ণবদিগের জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত করা কর্ত্তব্য নহে। করিলে তাদৃশ দোষগণেরই আশ্রয় হয়॥ এই বচন এবং ঐ গ্রন্থেই। সপ্তমীবিদ্ধা জন্মাষ্টমী নক্ষত্রসহিতা এবং সম্পূর্ণা হইলেও পরিত্যাগ করিয়া নক্ষত্রবিহীন কেবল নবমীতে উপবাস করিয়া ব্রত আচরণ করিবেক। এই স্কন্দপুরাণবচন এবং অরুণোদয় বেলায় বিদ্ধ কোন তিথি উপবাস করায় তাহার শত পুত্র নষ্ট হইয়াছে। অতএব অরুণোদয় বিদ্ধা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেক। এই কৌৎসবচন দিগ্দর্শন করা হইল।

শ্রীচন্দ্রশেখর পণ্ডিত। † শ্রীবস্তীরামদ্বিবেদ পণ্ডিত। *

☞ পঞ্চগৌড়দেশীয় পণ্ডিতের অগ্রগণ্য।

† ইনি এই ব্যবস্থা সর্ব্বত্যাগি শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণবের পক্ষে বলেন। গৃহস্থের পক্ষে নহে॥ এই বিষয়ের মীমাংসা করা যথাসাধ্য হইয়াছে।

* রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

| | | | |
|---|---|---|---|
| শ্রীবেচনরাম পণ্ডিত। | * | শ্রীসখারাম ভট্ট। | [] |
| শ্রীদেবকৃষ্ণ পণ্ডিত। | * | শ্রীরাজারাম শাস্ত্রী। | * |
| শ্রীশীতলাপ্রসাদ ত্রিপাঠী। | * | শ্রীবালশাস্ত্রী। | * |
| শ্রীরামমিশ্র শাস্ত্রী। | † | শ্রীঅনন্তরাম ভট্ট। | [] |
| শ্রীযাগেশ্বর পণ্ডিত। | † | শ্রীবাপূদেব শাস্ত্রী। | * |
| ⁂ শ্রীবিভবরাম পণ্ডিত | † | শ্রীবামনাচার্য্য। | * |
| ⁂ শ্রীহরিকৃষ্ণব্যাস। | † | শ্রীগঙ্গাধর শাস্ত্রী। | [] |
| শ্রীঅম্বিকাদত্ত পণ্ডিত | † | শ্রীভিকুপন্ত শেষ। | [] |
| শ্রীশ্যামাচরণ পণ্ডিত | † | শ্রীদ্বারকানাথ পণ্ডিত। | ¶ |
| শ্রীহরিপ্রসাদদ্বিবেদশর্ম্মা। | † | শ্রীতারাচরণ তর্করত্ন। | § |
| শ্রীপ্রয়াগদত্ত পণ্ডিত। | † | শ্রীরামকুমার চূড়ামণি। | ‡ |
| শ্রীদেবনারাণ বাচস্পতি। | ‡ | শ্রীমদনমোহন শিরোমণি। | ‡ |
| শ্রীশ্রীরামচন্দ্র জ্যোতিষ-শিরোমণি ভট্টাচার্য্য। | ‡ | শ্রীক্ষেত্রনাথ ন্যায়রত্ন। | ‡ |

* রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান অধ্যাপক।

† পঞ্চগৌড়দেশীয় প্রধান পণ্ডিত।

⁂ ইহারা দুই জনে কাশীর প্রধান পণ্ডিতদিগের মতে সর্ব্বত্যাগি বৈষ্ণবের পক্ষ উল্লেখে ব্যবস্থাপত্রে সম্মতি দিয়াছেন॥ কিন্তু পণ্ডিতের পক্ষে সবিশেষ মর্ম্ম না বুঝিয়া ব্যবস্থা দেওয়া অবৈধ দোষাবহ বলিতে হইবেক।

‡ বঙ্গদেশীয় প্রধান পণ্ডিত।

[] মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতের অগ্রগণ্য।

¶ মহারাজ মানসিংহের সভাপণ্ডিত।

§ ভট্টপল্লীর প্রধান পণ্ডিত অধুনা কাশীস্থ

ব্যবস্থা সংখ্যা ৯

নং

শরণং

জিলা বৰ্দ্ধমান, অংশ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত মাড়গ্রামনিবাসী গোস্বামীরা ও পতিতপাবনাবতার-শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু এবং শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীগঙ্গাসন্তান গোস্বামী বংশোদ্ভব-গোস্বামীদিগের শাস্ত্রার্থ বিচারপূর্ব্বক মীমাংসা সহকারে উহা শ্রীমান্ রামচরণ দাস পণ্ডিত বাবাজীর প্রার্থনা অনুসারে স্বাক্ষরিতাবস্থায় বৈষ্ণবধর্ম্ম-রক্ষণ জন্য প্রদত্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদ্বৈতনিত্যানন্দপ্রভুর্জয়তিতমাম্।

"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ" ॥ ইতি। "বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্। যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাঽপি নিরূপ্যতে" ॥ ইতি। "ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি" ॥ ইতি চ ॥ শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ গোস্বামী ॥ "তথাঽপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্" ॥ ইতি ॥ শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজকৃত শ্লোকার্দ্ধ ॥ "অভিন্ন-চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত ॥ শ্রীনিত্যানন্দ বন্দো রোহিণীর সুত ॥" শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ॥

শকাব্দা ১৮১০। সন ১২৯৫ সালের ১৪ই ভাদ্র ॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস, শ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্মত বলিয়া পঞ্জিকাকার গণকদৈবজ্ঞ, হিন্দুপ্রেসে মুদ্রিত পঞ্জিকাতে স্বমতের সংস্থাপন করিয়াছেন এবং অন্যান্য বিজ্ঞম্মন্য পঞ্জিকা-কারগণ সংশাস্ত্রার্থের বিচার-মীমাংসা, না জানিয়া না শুনিয়া এবং কোনও তদন্ত না করিয়াই, অনভিজ্ঞতা বশতঃ অদূরদর্শীভাবে তন্মতানুসারী হইয়া স্বস্ব-প্রকাশিত পঞ্জিকাতেও "সর্ব্বসম্মত" বলিয়া মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ॥ কিন্তু উহা শ্রীসনাতনবৈষ্ণবধর্ম্মাচারি বৈষ্ণবগণের অরুচিকর, এবং ঐ মতানুযায়ী সদাচারপরায়ণ বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মলোপকারি চাতুরী। এই নিমিত্ত আমরা উক্ত বৈষ্ণবধর্ম্মশাস্ত্রার্থলোপের কূট কারণ তাদৃশবিসদৃশবৈষ্ণবেতর কুমত অব্যবস্থা

নিবারণার্থে মাড়গ্রাম নিবাসী সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীলশ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ গোস্বামী প্রভুর (ক) অনুমতি অনুসারে শ্রীসনাতনবৈষ্ণবধর্ম্মসংস্থাপন নামক সদ্ব্যবস্থা প্রকাশ করিতেছি ইহা সনাতনবৈষ্ণবসমাজের আদরণীয় ও বহু সম্মাননীয় জানিবেক।

ওঁ নমো গুরুভ্যঃ॥ সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ। শ্রীবল্লভোনুজঃ সো হসৌ শ্রীরূপো জীব-সদ্গতিঃ॥ অতঃ শ্রীসনাতনেন শ্রীকৃষ্ণেন সমঃ শ্রীসনাতনগোস্বামী তেন প্রকাশিতঃ শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ, সর্ব্বতঃ সর্ব্বথা বৈষ্ণব-সর্ব্বসমারাধ্যো নাত্র দোষস্যাবকাশঃ"॥ বিজ্ঞগণের প্রতি প্রাকৃতভাষাতে উক্ত হরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে, যে, আপনারা নিজে স্মৃতিশাস্ত্র বিচারের প্রণালী পদ্ধতি অনুসারে উক্ত বিষয়ে যথা রীতি শাস্ত্রার্থ পর্য্যালোচনা না করিয়া, কিম্বা উক্ত শাস্ত্রব্যবসায়ী বিজ্ঞপণ্ডিতের নিকট না জানিয়া শুনিয়া এই লেখা অনাদর করিবেন না, যেহেতু পঞ্জিকাতে (১৮১০ শকে সন ১২৯৫ সালে মুদ্রিত) লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন যে, "১৪ই ভাদ্র" শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতং সর্ব্বসম্মতং অর্দ্ধরাত্রে পূজা বসুধারা চ জয়ন্তীযোগঃ বুধবারে ফলাধিক্যং প্রমাণং যথা॥ "প্রতিপৎ-প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ। সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসরবর্জ্জিতাঃ॥" ইতি ব্যবস্থাপিতং হিন্দুপ্রেস পঞ্জিকাকারেণ॥ এস্থলে উহা খণ্ডন পূর্ব্বক মীমাংসিতব্যবস্থা অগ্রে প্রকাশ করা যাইতেছে, যথা, হরিভক্তিবিলাসীয় ১২শ

---

(ক) মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত পোষ্ট খড়গ্রাম মাড় নিবাসী ৺সনাতনগোস্বামির শাখা সন্তান বংশোদ্ভব সুবিখ্যাতনামা শ্রীমদ্ভাগবত ও গোস্বামিশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। ঐ বর্ষে কাঁদির ৺লালাবাবুর সম্পর্কীয় রাজবাটীর ৺রাধাবল্লভজীর দেবালয়ে ৺রাণী কাত্যায়নী প্রদত্ত কার্ত্তিকীনিয়মসেবা উপলক্ষে চারি প্রস্থ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠনায় উপস্থিত পণ্ডিতগোস্বামীদিগের সভায় একত্র সমবেত পণ্ডিত সমাজীয় সাধারণের অনুমতিক্রমে উক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী সভাপতি হইয়াছিলেন এবং শ্রীপাট শান্তিপুর নিবাসী শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু-বংশোদ্ভব ৺শ্রীরাম গোস্বামী ও শ্রীপাট জিরাট বলাগড় নিবাসি ৺জগদানন্দ গোস্বামী এই উভয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোস্বামী দুইজনে সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন, ঐ সভায় উক্ত বিষয়ের প্রস্তাবনায় বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্র সকল বিচার পূর্ব্বক মীমাংসা করিয়া উল্লিখিত ব্যবস্থার সিদ্ধান্তনির্ণয় করা হইয়াছিল॥ অরুণোদয়বেধে জন্মাষ্টমী ত্যাগ বিষয়ে প্রতিবাদিদিগের মত খণ্ডন পূর্ব্বক উক্ত পুস্তক সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হইবার অনেকদিন পরে, উহা পাওয়াতেই ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ করা হয় নাই। প্রকাশক।

বিলাসে "অথোপবাসদিননির্ণয়ঃ। একাদশীচ সম্পূর্ণা বিদ্ধেতি দ্বিবিধা স্মৃতা। বিদ্ধা চ বিবিধা তত্র ত্যাজ্যা বিদ্ধা তু পূর্ব্বজা॥ তথাচ পৈঠিনসিঃ। নাগবিদ্ধা চ যা ষষ্ঠী শিববিদ্ধা চ সপ্তমী। দশম্যেকাদশী বিদ্ধা তত্র নোপবসেদ্বুধঃ॥ শারদা-পুরাণে॥ একাদশী তথা ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী চতুর্দ্দশী। তৃতীয়া চ চতুর্থী চ অমাবস্যাঽষ্টমী তথা। উপোষ্যা পরসংযুক্তা নোপোষ্যা পূর্ব্বসংযুতা।" ইতি॥ এই সকল তিথি হরিবাসর হওয়ায় ব্রত উপবাস করিতে হইলে, ঐ সকল হরির সম্বন্ধি তিথিতে কি বাসরেতে, তৎপরবর্ত্তী তিথির সংযোগ থাকিলে, ঐ দিনে বা ঐ তিথিতে হরি সম্বন্ধীয় ব্রত উপবাস করা কর্ত্তব্য, ও বিধেয়। অরুণোদয়-কালে পূর্ব্বতিথিসংযুক্তা তিথির দিবসে, উক্ত ব্রতোপবাস করা, বিধেয় ও কর্ত্তব্য নহে। অতএব শ্রীহরিভক্তিবিলাসগ্রন্থকে নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত অনাদর বা অমান্য করিয়া, অরুণোদয়বিদ্ধাতে উপবাস করিতে কোনও বৈষ্ণবই পারিবেন না, যেহেতু সর্ব্ব বিধায়েই জন্মাষ্টমীকে সর্ব্বতোভাব একাদশীতুল্য বোধে মানিয়া ব্রতোপ-বাস আদির বিধান গ্রন্থকার সুস্পষ্ট লিখিয়াছেন যথা॥ "পাদ্মে। মুহূর্ত্তেনাঽপি সংযুক্তা সম্পূর্ণা চাষ্টমী ভবেৎ। কিং পুনর্নবমীযুক্তা কুলকোট্যাস্তু মুক্তিদা॥ ইত্থং শুদ্ধৈব লিখিতা যোগাদ্বিবিধাঽষ্টমী। ত্যাজ্যা বিদ্ধা চ সপ্তম্যা সা বিদ্ধৈ-কাদশী যথা॥ অথ সপ্তমী বিদ্ধা-জন্মাষ্টমী-নিষেধঃ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে॥ বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমীসহিতাঽষ্টমী॥ সঋক্ষাঽপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমীসংযুতা হষ্টমী॥ পাদ্মে। পঞ্চগব্যং যথা শুদ্ধং ন গ্রাহ্যং মদ্যসংযুতম্। রবিবিদ্ধা তথা ত্যাজ্যা রোহিণীসহিতা যদি॥ পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা। তথাঽষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমীসংযুতাঽষ্টমী। বিনা ঋক্ষেণ কর্ত্তব্যা নবমীসংযুতাঽষ্টমী॥ অবিদ্ধায়াং সঋক্ষায়াং জাতো দেবকী-নন্দনঃ॥ কৃষ্ণজন্মদিনে যস্তু ভুঙ্‌ক্তে স তু নরাধমঃ। নিবসেন্নরকে ঘোরে যাবদাহূত-সংপ্লবম্। অষ্টমী নবমীবিদ্ধা উমামাহেশ্বরী তিথিঃ। সৈবোপোষ্যা সদা পুণ্যাকাঙ্ক্ষিভী রোহিণীং বিনা। পরে হ্নি পারণং কুর্য্যাৎ তিথ্যন্তে বাঽথ ঋক্ষতঃ। যদৃক্ষস্থা তিথির্ব্বাঽপি রাত্রিং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা। দিবসে পারণং কুর্য্যাদন্যথা পতনং ভবেৎ॥ উমামাহেশ্বরী তিথিরিতি তৎসংজ্ঞেত্যর্থঃ। অত্র কারণঞ্চোক্তং ভোজরাজীয়ে॥ অষ্টম্যাং পূজয়েচ্ছম্ভুং নবম্যাং শক্তিরীজ্যতে। তয়োর্যোগে তু সংপ্রাপ্তে দ্বয়োঃ পূজা মহাফলা॥" ইতি "পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা" এই প্রমাণবচনে টীকাকারক যাহা কেচিৎমতে লিখিয়াছেন তাহা বিষয়ভেদ-ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ দ্বারায় পরিহার করিয়াছেন॥ যথা "যচ্চ বহ্নিপুরাণাদৌ প্রোক্তং

বিদ্ধাষ্টমীব্রতম্। অবৈষ্ণবপরং তচ্চ কৃতং তদ্দেবমায়য়া॥" অতএব সর্ব্বত্র একাদশী শ্রীরামনবমী শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী প্রভৃতি সকল হরিদিনই অরুণোদয়কালে পূর্ব্ববিদ্ধা হইলে বৈষ্ণবগণের অবশ্যই পরিবর্জ্জনীয় হয়॥ "বৈষ্ণবাহবৈষ্ণববৈধাদ্ ব্যবস্থৈব তদর্হতি॥ দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকে হস্মিন্ দৈব আসুর এবচ। বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥" অরুণোদয়বিদ্ধা-দোষ, কেবল একাদশীতেই ত্যাজ্য, এই ব্যবস্থা বৈষ্ণবপক্ষে কোনও বিধায়েই নহে, যেহেতু ত্রিযামা শব্দ প্রয়োগ করিয়া পূজ্যপাদ গোস্বামীরা অরুণোদয়বিদ্ধায় কোনও উপবাস ব্রতআদি করিলে বৈষ্ণবদিগের মহান্ দোষ হয়, ইহাই তৎপ্রকরণে নিয়ম নির্দ্ধারি করিয়াছেন। সুতরাং ঐ অরুণোদয়কালে বেধ নিষেধের নিয়ম বিধান একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সকল হরিদিনেই বৈষ্ণবের গ্রাহ্য॥ যথা॥ "চতস্রো ঘটিকা প্রাতররুণোদয় উচ্যতে। যতীনাং স্নানকালো হয়ং গঙ্গাম্ভঃসদৃশঃ স্মৃতঃ॥ ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্ত্যক্ত্বাদ্যন্তচতুষ্টয়ং। নাড়ীনাং তে উভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্তসংজ্ঞিতে॥ যথা কৌৎসঃ। অরুণোদয়বেলায়াং বিদ্ধা কাচিদুপোষিতা। তস্যাঃ পুত্রশতং নষ্টং তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ অরুণোদয়কালে তু বেধং দৃষ্ট্বা চতুর্ব্বিধং। মদ্দিনং যে প্রকুর্ব্বন্তি যাবদাহুতনারকাঃ॥ কৃতে তু মদ্দিনে তত্র সন্তানস্যাপি সংক্ষয়ঃ। সপ্তজন্মসু নশ্যন্তি ধর্ম্মানি চ ধনানি চ॥" অরুণোদয়বিদ্ধাত্যাগ প্রকরণে চৈতৎপ্রসঙ্গে হপ্যুক্তদিগ্‌দর্শনং যথা, "ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি ব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ॥ বিদ্ধেষহঃসু কার্য্যাণি তাদৃগ্দোষগণাশ্রয়াৎ"॥ এইরূপ ব্যবস্থা প্রমেয়রত্নাবলীগ্রন্থে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় উভয় শ্লোক দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু প্রথম শ্লোকটীই পঞ্জিকাকার ধৃত করিয়াছেন, তাহার পরের শ্লোকটী গ্রহণ করেন নাই, আমরা উভয় শ্লোকই সংগ্রহ করিয়া অর্থ প্রকাশ করিতেছি। "অরুণোদয়বিদ্ধস্তু সংত্যাজ্যো হরিবাসরঃ। জন্মাষ্টম্যাদিকং সূর্য্যোদয়বিদ্ধং পরিত্যজেৎ॥ ১॥ লোকসংগ্রহমন্বিচ্ছন্ নিত্যনৈমিত্তকং বুধঃ। প্রতিষ্ঠিতশ্চরেৎ কর্ম্ম ভক্তিপ্রাধান্যমত্যজন্"॥ ২॥ দ্বিতীয় শ্লোকস্য টীকা যথা॥ "স্বনিষ্ঠঃ পরিনিষ্ঠিতো নিরপেক্ষশ্চেতি ত্রিবিধো ভক্ত্যধিকারী। তত্র, স্বনিষ্ঠঃ স্বাশ্রমঃ স্ববিহিতান্যহিংসাদীনি কর্ম্মাণি আফলোদয়ং নিষ্কামঃ সন্ কুর্য্যাদেব। নিরপেক্ষো হরিনিরতঃ। তেন মানসিকান্যেব হর্য্যর্চ্চনানুষ্ঠেয়ানি ইতি নিরাশ্রমস্য তস্য স্বরূপেণ কর্ম্মত্যাগঃ। পরিনিষ্ঠিতস্তু আশ্রমস্থঃ প্রতিষ্ঠিতো লব্ধমহাসনশ্চেত্তানি লোকসংগ্রহায় কুর্য্যাৎ গৌণকালে ভক্তিস্তু তাৎপর্য্যেণানুতিষ্ঠেদিতি॥ সুস্পষ্টঞ্চ গীতাভূষণভাষ্যে চ বিবৃতং॥ ভক্তি-

সন্দর্ভেঽপি এবমেব বিস্তৃতং দ্রষ্টব্যং ॥" বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গভীর অভিপ্রায় যে কি, তাহা পরম পণ্ডিত ভিন্ন কেহই জানিতে সমর্থ হয়েন না। ত্রিবিধ বিধির দ্বারায় তাঁহার কৃত যাবতীয় শাস্ত্রের বর্ণন, এস্থানেও পরিসংখ্যা দ্বারা বিধির শেষ করিলেন ॥ ত্রিবিধ বিধি যথা। "বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র সংপ্রাপ্তৌ পরিসংখ্যা বিধীয়তে" ॥ তত্র বিধির্যথা। অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত ইতি, ইদং খলু সর্ব্বথৈব ন প্রাপ্তমিত্যয়মেবাপূর্ব্ববিধিরুচ্যতে। নিয়মবিধিঃ। দ্বাদশ্যাং পারণার্থং কিঞ্চিৎ ভুঞ্জীত তত্র দ্বাদশ্যাং রাগপ্রাপ্তভোজনত্বরাত্যর্থমভোজনরূপ-পক্ষদ্বয়ে কিঞ্চিৎ ভোজনং নিয়ম্যতে। পরিসংখ্যা বিধির্যথা। পঞ্চ পঞ্চনখাভক্ষ্যা ইত্যত্র পঞ্চনখী ভক্ষণরূপস্য স্বার্থস্য ত্যাগঃ তথান্যনিবৃত্তরূপস্য কল্পনং। ততশ্চ প্রাপ্তপঞ্চনখী-ভক্ষণরূপস্য বাধঃ স্যাৎ। তথাচ। "শ্রুতার্থস্য পরিত্যাগো হ্যপ্য শ্রুতার্থস্য কল্পনা। শ্রুতপ্রাপ্তস্য বাধশ্চ পরিসংখ্যা ত্রিদোষিকা।" ইতিস্মৃতেঃ। অত্র-তন্ত্রবার্ত্তিকপ্রমাণং যথা। "অপ্রাপ্ত বিধিরেবায়মতো মন্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ। পরিসংখ্যাফলেনোক্তা নো বিশেষঃ পুনঃ শ্রুতেঃ ॥" অতএব শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই অভিপ্রায় যে, পূর্ব্ব-বিদ্ধা-দোষ যাঁহারা মানেন না তাঁহাদের মত গ্রহণ না করিয়া সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা-দোষ যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মতানুগত হইয়া অরুণোদয়-বিদ্ধা দোষকে তাৎপর্য্যের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন, গ্রন্থের যে তাৎপর্য্যার্থ, তাহার নাম পরিসংখ্যা ॥ পরিসংখ্যাতে যাহা ত্রিদোষ পূর্ব্বে কহিয়াছি তাহা এস্থানে সমস্তই হইয়াছে। পূর্ব্ববিদ্ধা-দোষ যাঁহারা না বলেন, তাঁহারা ভবিষ্যপুরাণাদির মত-সম্মত। যথা। "মাসি ভাদ্রপদেঽষ্টম্যাং নিশীথে কৃষ্ণপক্ষকে। শশাঙ্কে বৃষরাশিস্থে প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতে ॥ উপোষিতো ঽর্চ্চয়েৎ কৃষ্ণং যশোদাং দেবকীং তথা ॥" অতএব পূর্ব্ববিদ্ধাতে যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নহে, ইহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যথা "যচ্চ বহ্নিপুরাণাদাবিত্যাদি" ॥ এস্থানে পরিসংখ্যা-বিধি মতে শ্রুতার্থের পরিত্যাগ হইল। "পূর্ব্ব-বিদ্ধা যথা নন্দা" এই সকল প্রমাণের দ্বারা অরুণোদয়বিদ্ধা-পরিত্যাগে অশ্রুতার্থের কল্পনা হইল। "বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমী"-ত্যাদি বিধির দ্বারা "জন্মাষ্টম্যাদিকং সূর্য্যোদয়-বিদ্ধং পরিত্যজেদি" ত্যাদি প্রাপ্তের নিষেধ হইল। পূর্ব্ববিদ্ধাকে অরুণোদয়বিদ্ধা বলা যায় অতএব বিদ্ধাসামান্যেরই পরিত্যাগ-বিধি, তাৎপর্য্যার্থের দ্বারা প্রাপ্ত হইল যথা। পরিসংখ্যা ফলেনোক্তা নো বিশেষঃ পুনঃ-শ্রুতেঃ" ॥ পুনরুক্তিদোষ হেতু [পরি]সংখ্যা বিধি ফলের দ্বারায় কথিত হয় বাক্যের দ্বারা হয় না। শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-

শাস্ত্রমতে শ্রীশ্রীবৈষ্ণবগণের পরিসংখ্যাবিধি গ্রাহ্য, ইহা শ্রীযুক্তবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বকৃত টীকাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি॥ হরিবাসর শব্দে হরিরদিন মাত্রকেই কহা যায় ইহা পূজ্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন। যথা। "অদ্ভূতা বহবঃ সন্তু ভগবৎপর্ব্ববাসরাঃ। আমোদয়তি মাং ধন্যা কৃষ্ণভাদ্র পদাঽষ্টমী"॥ ফলশ্রুতিঃ স্কান্দে। "কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং ত্যক্ত্বা যোঽন্যব্রতমুপাসতে। নাপ্নোতি সুকৃতং কিঞ্চিদ্দৃষ্টং শ্রুতমথাপি বা"॥ অতএব বিশেষ বিচার করিতে হইলে বহু বিস্তার হয়, সংক্ষেপরূপে কথিত হইল বিদ্ধাসামান্যই পরিত্যাগ করা বিধেয়, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে মধ্যখণ্ডে চতুর্বিংশতিপরিচ্ছেদে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা-প্রদান করিয়াছেন। যথা। "একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী। শ্রীরামনবমী, আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী। এই সবের বিদ্ধা-ত্যাগ অবিদ্ধা-করণ। অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তি আলম্বন॥ সামান্য সদাচার আর বৈষ্ণব আচার। কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য আর স্মার্ত্ত ব্যবহার॥" এইরূপ মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে পূজ্যপাদ গোস্বামী প্রভু হরিভক্তিবিলাস নামক গ্রন্থে ঐ সমস্তই পুরাণবচনের দ্বারা সমর্থিত করতঃ ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, উক্ত গোস্বামী প্রভুর আজ্ঞানুশাসন শিরোধার্য্য পূর্ব্বক ১৫ই ভাদ্রে বেধাদিদোষরহিতা-শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাসের ব্যবস্থা করিলাম॥ অলমতিবিস্তারেণ॥ ইতি—

পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগের হস্তলিপি এই ব্যবস্থা পত্র ধর্ম্ম-রক্ষাকারী বিজ্ঞগণ !!! বৈষ্ণব সমাজে প্রচার করিয়া জানাইবেন ইতি—

| | |
|---|---|
| শ্রীকানাইলাল গোস্বামী | শ্রীললিতালাল গোস্বামী |
| শ্রীবিনোদবিহারি ভক্তিভূষণঃ | শ্রীমহানন্দ গোস্বামী |
| শ্রীআনন্দলাল বাচস্পতিঃ | শ্রীব্রজবিহারী গোস্বামী |

সর্ব্ব নিবাস মাড়গ্রাম।

## ৯ সংখ্যক ব্যবস্থার বিধি বিবরণ ব্যাখ্যা।

পাণিনীয় ব্যাকরণ মুগ্ধবোধ প্রভৃতি ব্যাকরণ ও ফণিভাষ্য হইতে দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য টীকাকার পর্য্যন্ত, বৈয়াকরণিকেরা এবং শব্দেন্দুশেখর, মনোরমা ও মঞ্জুষা এবং শব্দশক্তিপ্রকাশিকা প্রভৃতি শব্দকাণ্ডীয় শাস্ত্রে, আর মীমাংসা-দর্শন শাস্ত্রে ও তদনুগত মিতাক্ষরাপ্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রে ষড়বিধ বিধির

অন্তর্গত পরিসংখ্যা-বিধি সমুদয়েরই সংক্ষিপ্ত সারাংশ বিবরণ, শাস্ত্রার্থবেত্তা সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ পাঠকদিগের সুখবোধজন্য প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,

* অপ্রাপ্তপ্রাপকোবিধিঃ। স তু দ্বিবিধঃ। উৎপাদনরূপোঽভাবরূপশ্চ। অভাবরূপো দ্বিবিধঃ নাশো নিষেধশ্চ। সামান্যপ্রাপ্তস্য বিশেষাবধারণং নিয়মঃ। অন্যধর্মস্যাঽন্যত্রারোপণমতিদেশঃ। এবঞ্চ "বহিরঙ্গবিধিভ্যঃ স্যাদন্তরঙ্গ-বিধির্ব্বলী। প্রত্যয়াশ্রিতকার্য্যন্তু বহিরঙ্গমুদাহৃতম্। সাবকাশ বিধিভ্যঃ স্যাদ্বলী নিরবকাশকঃ। কস্যচিৎ ভিন্নকার্য্যস্য প্রথমে পরতস্তথা। সম্ভবে-দ্বিষয়ো যস্য স বিধিঃ সাবকাশকঃ। আদৌ হি বিষয়ো যস্য পরতো ন হি সম্ভবেৎ। স পণ্ডিতগণৈরুক্তো বিধির্নিরবকাশকঃ। তথা সামান্যকার্য্যেভ্যো বিশেষকবিধির্ব্বলী। বহবো বিষয়া যস্য স সামান্যবিধির্ভবেৎ। অল্পঃ স্যাদ্বিষয়ো যস্য স বিশেষবিধির্ম্মতঃ। আগমাদেশয়োর্মধ্যে বলীয়ানাগমো বিধিঃ। প্রকৃতেঃ প্রত্যয়স্যাপি সম্বন্ধে যো ভবেদপি। তয়োরনুপঘাতী স্যাদাগমঃ স বুধৈর্ম্মতঃ। আদেশ উপঘাতী যঃ প্রকৃতেঃ প্রত্যয়স্য বা। সকলেভ্যো বিধিভ্যঃ স্যাদ্বলী লোপবিধিস্তথা। লোপস্বরাদেশয়োস্তু স্বরাদেশ-বিধির্ব্বলী"। বিধিশ্চ "বিনিয়োগরূপতয়া" শব্দশক্তিপ্রকাশিকায়াং শ্রীজগদীশতর্কালঙ্কারেণ নিরূপিতা যথা "নেহ কৃত্যাত্মকং বিধানম্। আখ্যাতমাত্রস্য তদ্বোধসমর্থত্বাৎ কিন্তু প্রবর্ত্তকচিকীর্ষায়াং যৎপ্রকারকজ্ঞানস্য হেতুত্বং ন তথা, তাদৃশঞ্চ কৃতিসাধ্যত্ব-মিষ্টসাধ্যত্বমিষ্টসাধনত্বম্ বলবদনিষ্টানুবন্ধিত্বঞ্চ প্রত্যেকমেব, যাগপাকাদি-ধর্ম্মিকতন্নিশ্চয়াদেব যাগাদিধর্ম্মিকচিকীর্ষোৎপত্ত্যা তত্র প্রবৃত্তেঃ। এবঞ্চ যজেতেত্যাদৌ যাগকৃতিসাধ্যঃ ইষ্টসাধনং বলবদনিষ্টাননুবন্ধিচেত্যাকারক-বোধঃ" অধিকং তত্র দৃশ্যম্॥ মীমাংসকমতে বিধি-ভেদ-লক্ষণস্বরূপ-ভেদাদিকং লৌগাক্ষিভাস্করেণ দর্শিতং যথা "বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে"॥ ইতি—অস্যার্থঃ। প্রমা-ণান্তরেণাঽপ্রাপ্তস্য প্রাপকো বিধিরপূর্ব্ববিধিঃ। যজেত স্বর্গকাম ইত্যাদি স্বর্গার্থকযাগস্য প্রমাণান্তরেণাপ্রাপ্তস্যাঽনেন বিধানাৎ। পক্ষে অপ্রাপ্তস্য প্রাপকো বিধিঃ নিয়মবিধিঃ। যথা ব্রীহীনবহন্তীত্যাদিঃ। কথমস্য পক্ষেঽ-প্রাপ্তেঃ প্রাপকত্বমিতিচেৎ, ইত্থম্ অনেনহি অবঘাতস্য বৈতুষ্যার্থত্বং ন প্রতিপাদ্যতে অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধাৎ, কিন্তু নিয়মঃ, স চাপ্রাপ্তাংশপূরণং বৈতুষ্যস্য হি নানোপায়সাধ্যত্বাদবঘাতং পরিত্যজ্যোপায়ান্তরং যদা গ্রহীতুমারভ্যতে তদাবঘাতস্যাঽপ্রাপ্তত্বেন তদ্বিধাননামকমপ্রাপ্তাংশপূরণমেবানেন বিধিনা ক্রিয়তে।

অতশ্চ নিয়মবিধাবপ্রাপ্তাংশপূরণাত্মকো নিয়ম এব বাক্যার্থপক্ষেঽপ্রাপ্তাঽবঘাত-বিধানমিতি যাবৎ। বিধিভেদরসায়নে চ বিধিভেদোঽন্যথা দর্শিতঃ। তত্তদ-পি তত্তদ্গ্রন্থে দৃশ্যম্॥ মিতাক্ষরোক্তং বিশেষোদাহরণাদিকঞ্চ তত্রৈব দৃশ্যম্॥ নিয়মেচ ইতরসম্বলনে ন দোষঃ। পরিসংখ্যায়াং দোষ ইতি ভেদঃ। পাক্ষিকে সতীত্যাদিকারিকাং ব্যাখ্যায় উদাহরণং পরিসংখ্যাতো ভেদশ্চ বিধিরূপগ্রন্থে দর্শিতঃ। তত্রৈবাঽপি চ দ্রষ্টব্যঃ সবিশেষবিস্তারঃ। ইতি। বাহুল্যভিয়া সর্ব্বমেতৎ নোদ্ধৃতম্॥

নবম সংখ্যক ব্যবস্থার তাৎপর্য্যার্থ বিষয়ে প্রকাশকের সবিনয়ে নিবেদন, এই যে, ফলেও যদি একই সিদ্ধান্তে পর্য্যবসান হইতেছে, কিন্তু আমা-দিগের মতে শ্রীহরিবাসরপদবাচ্য একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সমস্ত ভগবদ্দিন ভগবদ্ব্রত ও ভগবত্তিথিই অরুণোদয়বিদ্ধ হইলেই সম্যক প্রকারে ত্যাগ করা অতীব আবশ্যক। ইহা বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষিত বৈষ্ণবজনমাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্য বিধান। আর যাঁহারা জন্মাষ্টমী জয়ন্তীব্রত এবং শ্রীরাধাষ্টমী দূর্ব্বাষ্টমীব্রত আদি কাম্যকর্ম্মবোধে কামনা করিয়া উপবাসাদি করিয়া থাকেন অথচ সূর্য্যোদয় বেধের ত্যাগ স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের জন্য নিষ্কর্ষ অর্থ লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে জন্মাষ্টম্যাদিক ব্রত উপবাসের বিষয়ে সূর্য্যোদয়বেধের পরিত্যাগ, কাযে কাযেই প্রাপ্তকাল হইয়া অরুদোয়বেধের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া অনুমত হইতেছে। ব্যাকরণে ও "সন্ত্যাজ্যঃ" এই পদ আবশ্যক অর্থে ত্যজ ধাতুর উত্তর ঘ্যণ প্রত্যয় করিয়া সাধিত হইয়াছে। গ্রন্থপ্রণেতা পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয় এবং ব্যবস্থায় স্বাক্ষরকারী সকলেই বেদ দর্শন পুরাণ এবং স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে পর্য্যালোচনা সহকারে মীমাংসা করিয়া সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন, আমি উক্ত দর্শনাদি শাস্ত্র কিছুই জানিনা ও বুঝিনা, কিঞ্চিৎমাত্র ব্যাকরণ জানা আছে, ঐ ব্যাকরণদ্বারা বুৎপন্ন শব্দ জ্ঞানের অধীন অন্য সমুদয় শাস্ত্রের জ্ঞান। এবং ঐ শাস্ত্রান্তর জ্ঞানের অধীন বৈদিক পৌরাণিক তান্ত্রিক এবং স্মার্ত্ত ক্রিয়ার জ্ঞান ও অনুষ্ঠান আদি নির্ভর করে। সুতরাং আমার একমাত্র সম্বল সেই মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, যাহা কি বৃহৎ কি লঘু হরিভক্তি বিলাসের টীকাকারের প্রামাণিক প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়া সম্মানিত শ্রীবোপদেব গোস্বামী আচার্য্য প্রণীত, উহাই নির্ভর করিয়া লিখিলাম, তত্ত্বজ্ঞ মহাশয়েরা ভাল মন্দ বিবেচনা করিবেন।

"সন্ত্যাজ্যঃ" ও "পরিত্যজেৎ" এই দুই পদে এই দুইটি সূত্র অবলম্বনে অর্থ বুঝা যাইবেক। যথা—

"নাবশ্যকে ত্যজ যজ প্রবচাঞ্চ ঘ্যণি। বিধিনিমন্ত্রণামন্ত্রণাধ্যেষণ সংপ্রশ্ন প্রার্থনা প্রেষ্য প্রাপ্তকালাদৌ।"

## প্রথমবারের বিজ্ঞাপনের পরিশিষ্ট এবং বর্তমানের অবশিষ্ট।

প্রদর্শিত ঐ সকল ব্যবস্থায় স্বাক্ষরকারীদিগের নাম ও ধাম প্রভৃতির পাঠে পরিচয় পাওয়াতেই সবিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ধর্ম্মজ্ঞ বা ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানকারী কিম্বা সংস্কৃত-বিদ্যামোদী বা সংস্কৃত-বিদ্যানুরাগী ভদ্রসমাজভুক্ত মনুষ্যমাত্রেরই উহা বেদতুল্য গণ্য ও মান্য। বলিতে কি এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতীয় আর্য্যাবর্ত্তের ও বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশীয়, (অনাচারী দুরাচারী নিষিদ্ধাচারী ও অত্যাচারী বৈষ্ণব-ধর্ম্মধ্বজী ও শ্রীগৌরাঙ্গভক্তভানকারী, যবনাচারপরায়ণ লোক ব্যতিরেকে), সামাজিক জাতীয় সকলজনগণেরই পক্ষে, উহা যে, বেদতুল্য মাননীয়, ইহা স্বরূপতঃ অনুরূপ বাক্য, তাহাতে আর সংশয় নাই। যেহেতু শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুবংশীয়, শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুবংশীয়, শ্রীমদ্গঙ্গাগোস্বামীবংশীয় এবং শ্রীসনাতনগোস্বামীর, শাখাসন্তানগোস্বামীবংশীয় মহাবিখ্যাতনামা গোস্বামীর গ্রন্থ ও শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণপ্রভৃতি শাস্ত্রের পাঠ ও পাঠনাকারী পরম পণ্ডিত প্রবরেরা এবং ৺কাশীধাম ৺শ্রীধাম নবদ্বীপ এবং ভট্টপল্লী সমাজ হইতে, যে তাঁহারা, ব্রতোপবাসে বিহিত তিথি অরুণোদয়কালে পূর্ব্বতিথিবিদ্ধা হইলে উহা পরিত্যাগ করতঃ তত্তৎ পরতিথিতে তত্তৎ ব্রত উপবাস করা বিহিত, এই ব্যবস্থা কেবল বৈষ্ণবদিগের পক্ষে মাননীয় এতাদৃশ মীমাংসা, তাঁহারা বৈষ্ণবস্মৃতি-শাস্ত্র সকল আদ্যোপান্ত সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়াই এবং অরুণোদয়কালে পূর্ব্বতিথিস্পৃষ্ট জন্মাষ্টমী ও নৃসিংহচতুর্দ্দশী প্রভৃতি হরিবাসর পদবাচ্য সকল তিথিতে কিম্বা দিনেতে জন্মাষ্টমী প্রভৃতি শ্রীভগবদ্ব্রতোপবাস করা বৈষ্ণবদিগের সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ ও অবিহিত, সুতরাং কোনও বিষয়েই কর্ত্তব্য নহে; কেবল শ্রীরামনবমী-ব্রতোপবাস স্থলে, পরদিনে দশমীতে পারণ করার ব্যাঘাত ঘটিবার স্থল বিশেষে এবং গোবর্দ্ধনযাত্রা স্থলে, ঐ বিধান নহে। এই পর্য্যুদস্তেতর ও অনপোদিত স্থল ব্যতিরিক্ত সর্ব্বত্রই শ্রীভগবদ্ব্রতোপবাসাদি স্থলে অরুণোদয়াদি সর্ব্ব প্রকার বেধই সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণবদিগের পরিবর্জ্জনীয়, ইহা বৈষ্ণবস্মৃতি শাস্ত্রের অনুমত বিচারসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত এবং যুক্তিযুক্ত, এইরূপ সংস্কার জন্মিলে এবং উল্লিখিত ঐ বিষয়, শাস্ত্র-ব্যবসায়বিহীন ধার্ম্মিক লোককে জানাইবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হওয়াতেই, স্ব স্ব নাম ধাম স্বাক্ষরিত করিয়া উক্ত ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়াছেন।

নতুবা যে আমার কি অন্য লোকের অনুরোধে বা ভদ্রলোকের অবাচ্য অন্যবিধ কোনও কারণ বশতঃ অস্মদীয়মতের আনুকূল্য-সমর্থক ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া অনুমোদন করিয়াছেন, একথা অতি অর্ব্বাচীন ভণ্ড পাষণ্ড কোলের তুল্য, অপরূপ অদ্ভুত কথা। যাহা হউক অপক্ষপাতিভাবে সরলহৃদয়স্বভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া স্ব স্ব সম্প্রদায়ীর ধর্ম্মের মর্ম্মে কোনও মতে আঘাত না পাইয়া অবিহত থাকে, ইহাই ধর্ম্মনাশক-কলিযুগে মহৎ-সাধু উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি বলিতে হইবেক। ইহাতে কেহ কেহ সংস্কৃত-ভাষানভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন ধর্ম্মধ্বজী এবং বৈষ্ণবতার মৌখিকভানকারী কোনও ব্যক্তি "বৈষ্ণবস্মৃতি" এই শিরোনামার পতাকা বিগত বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগের বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে "বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের লিখিত বহু পত্রাদি পাইয়াছি। ইহার মধ্যে সকল বৈষ্ণব পণ্ডিতেই স্বাক্ষর করিয়াছেন।" পতাকাধ্বজা-দণ্ডে উড়াইয়া দিয়াছেন। উহাতেই বিজ্ঞ সাধারণে তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধিকৌশল জানাইবার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখ যাহা কোনওমতেই বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হইতে পারেনা তাহাকেই ঐ যোগ বলিতেছে। ও সর্ব্ববাদিসম্মত বিজয়া মহাদ্বাদশী ব্রত গোস্বামী মতে ভ্রম বুঝাইয়া পরিত্যাগ করার ব্যবস্থার চেষ্টা করিতেছেন। উহার ভ্রম জানাইতে ঐ সময়ে একাদশী এবং দ্বাদশী উভয় দিনেরই দিন পঞ্জিকা উদ্ধৃত করা গেল, যথা ২৮শে ভাদ্র তারিখে (এই সালে শক ১৮২৪ সন ১৩০৯ সাল শনিবার) "বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগে স্বাক্ষর করিয়াছেন" ইত্যাদি (ঐ দিন পঞ্জিকা যথা শনিবার একাদশী ৪০ দং। ৫৬ পল। ১৮ বিপল। ইং ১০।১০।৫৪ সেঃ। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র ৪৫ দং। ২১ পল। ৬ বিপল। ইং ১১। ৫৬।৪৯ সেঃ। পরে উহার পর দিন, রবিবার দিনপঞ্জিকা যথা দ্বাদশী ৪৪ দং। ১০ পল। ১৮ বিপল। ইং ১১।২৮।৫৩ সেঃ। শ্রবণানক্ষত্র ৫০ দং। ১ পল। ৫৬ বিপল। ইং রাত্রি ১।৪৯।২০ সেকেণ্ড। এইপ্রকার স্থলে বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হইয়াছে, এই ভ্রমে, তৎপর দিন শ্রবণা-মহাদ্বাদশীকে (বিজয়াকে) ন্যক্কার করতঃ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বদিবসে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগসম্বন্ধে মাহাত্ম্যবিশেষের অনু-রোধে পূর্ব্বদিবসেই, কেবল উপবাসের ব্যবস্থা দিতে ও প্রকাশ করিতে সাহস করিয়াছেন। এবং আমার প্রতি শ্লেষে সোৎপ্রাস বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন "যে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগে উপবাস করিলেই শ্রবণদ্বাদশী ব্রতোপবাস সিদ্ধ হয়, ইহা শাস্ত্রাচারসম্মত সাধু বৈষ্ণবগণের অভিপ্রায়। কিন্তু তথাপি শাস্ত্র-মীমাংসা বিরোধী স্বকপোল প্রকল্পন, দাম্ভিকতা অসত্য ও অশাস্ত্রিকতার প্রসার বৃদ্ধি

করিতে উদ্‌গ্রীব। স্বকপোল কল্পনের স্বভাবই এইরূপ। শাস্ত্রের বচন কণ্ঠস্থ করা যত সহজ, উহার মর্ম্মোদ্ঘাটন ও সৎসিদ্ধান্তের উপলম্ভন তত সহজ নহে। এই জন্য পণ্ডিত সমাজেও মত বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, পূজ্যপাদ বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ ও আচার্য্য সন্তানগণের মধ্যে খ্যাতনামা সকলেই এই বিষয়ে একমতাবলম্বী হইয়া প্রকৃত সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, শাস্ত্রে কোন গোলযোগ নাই কিন্তু সৎসিদ্ধান্তোপলম্ভিনী ধীশক্তির অভাবেই এই সকল বিষয়ে কেহ কেহ ভ্রান্তি বুদ্ধিতে গোলযোগ উপস্থিত করিয়া থাকেন। এক প্রকরণের বিষয় অন্য প্রকরণে লইয়া, এক বিষয়ের ব্যবস্থা অন্য বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া, এক সম্প্রদায়ের বিষয় অন্য সম্প্রদায়ের ব্যবস্থার সহিত মিশাইয়া, অনেক সময় এই সকল গোলো-যোগের সৃষ্টি করা হয়। কখন অনবধানতা, কখন বা দাম্ভিকতা কখন বা স্বমতাভিমানতা এবং কখন বা অজ্ঞতা, এইরূপ বিড়ম্বনা ও বাদ-বিসম্বাদের কারণ হইয়া উঠে। অবশেষে তাহা লইয়াই বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। নিষ্ঠাবান্ অথচ অশাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণবদের ইহাতে অত্যন্ত ক্লেশের কারণ হইয়া উঠে” ইত্যাদি যাহা যাহা লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন, সত্যই তাঁহাদের পক্ষে ন্যাবা রোগীর তুল্য রোগেই ঐ সমুদয় বৈষ্ণবমতের সৎব্যবস্থাকে অন্যমতীয় এবং অন্যপ্রকরণীয় বলিয়া মতিচ্ছন্ন ঘটাইতেছে॥ ঐ ভ্রমের ভূমিকায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের “কৃপাসুধাসরিদযস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি। নীচগৈব সদা ভাতি তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে॥” এই শ্লোকটী নিজকৃতের ন্যায় প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু; “চেৎকৃপানিম্নগা নিত্যা,—নন্দেচ্ছাব্ধি-সুসঙ্গতা। তদন্যথা গৌরকৃপা ভবেৎ মৃগতৃষাসমা॥” ইহাতে দৃষ্টান্ত মাধাই ও চপল গোপাল প্রভৃতি মহাপাতকী ও অপরাধী• নীচ শ্রেণীতে, এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীতেও, শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীচরণে শরণাগতি ব্যতিরেকে, নিষ্কৃতিলাভ সহকারে কোনও ফলোদয়ই হয় নাই। ইহাই বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত সদাচারী সনাতন বৈষ্ণব ব্যতিরেকে জানিতে পারিবেই বা কেমনে বা কি সাধনে, তাহা বলা যায় না। আক্ষেপের বিষয় এই, যে উল্লিখিত সমাজের বিজ্ঞ সদাচারী বৈষ্ণবের নিকট ঐ সকল বিষয় না জানিয়া শুনিয়া অননুভূত প্রকরণের স্মৃতিসম্পর্কে লেখনীকে কালীমুখী করিয়াছেন, ইহা বিড়ম্বনা মাত্র॥ সে যাহা হউক প্রতিবাদীর ছলে ও কৌশলে কপট ব্যাজোক্তি আমাকে “অমৃতং বালভাষিতং” বলিয়াই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তাহার জানা

উচিত এবং আবশ্যক ছিল যে, "অনভ্যাসে বিষং বিদ্যা" যেমন, তেমনিও "অনধীতে বিষং বিদ্যা" অর্থাৎ যে শাস্ত্রের অধ্যয়ন না করা হয় ঐ শাস্ত্রে এবং যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পর্য্যালোচনা সহকারে আবৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা অভ্যাস না করা হয়। উহার চর্চ্চায় বিষতুল্য ফল জন্মাইয়া দেয়, এবং উহার সংক্রামক দোষে তাহার সহযোগী সংসর্গী কিম্বা আলাপকারী লোককেও মতিচ্ছন্ন ঘটাইয়া ভ্রষ্ট ও নষ্ট করিয়া অধঃপাতিত করে। এ বিষয়ে পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত মুনি বচনে প্রমাণিত করিয়া বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ সকলে ভূরি ভূরি ব্যবস্থা বচন আছে তন্মধ্যে কতিপয়মাত্র উদ্ধৃত করা গেল যথা হরিভক্তিবিলাসীয় ১২ বিলাসে ১০৫ অঙ্ক শ্লোক উদ্ধৃত বচন যথা। কৌর্ম্মে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চ শ্রীসূত-শৌনক সম্বাদে। যেত্তু মিথ্যাহভিধানেন মোহয়ন্তি নরা ভুবি। বিমূঢ়াঃ পাপিনস্তেষাং রৌরবং শরণং চিরম। অধ্যাপয়ন্ত্যহ বিজ্ঞেয়ং পণ্ডিতম্মন্যবুদ্ধয়ঃ॥ ইত্যাদ্যনন্তরং। "বরাকাঃ কিমুজানন্তি প্রাণিনঃ কার্য্য নিশ্চয়ম॥" ইত্যাদি।

অস্যটীকা। অধুনা বিদ্ধোপবাসোপদেশকান্নিন্দতি যেত্বিতি, সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। অবিজ্ঞেয়ং স্বয়ং জ্ঞাতুমশক্যমপ্যজ্ঞানধ্যাপয়ন্তীতি॥ ১০৫॥

আরও কূর্ম্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীব্যাসসূতসম্বাদে উক্ত আছে যে, যে সকল নরাকৃতি অতিমূঢ় পাপিগণ মতিচ্ছন্ন ভাবে বিথ্যাবচনবিন্যাসে ভূমণ্ডলের সাধক ব্যক্তিদিগকে মোহিত করিয়া ভ্রান্ত করিয়া দেয়, ঐ সকল নরাকৃতি মহাপাপীদিগকে রৌরবনামক নরকেই চিরনির্ব্বাসিত হইয়া থাকিতে হয়। আর দেখ যাহারা কিছুই জানেনা এবং জানিয়া শুনিয়া বুঝিবারও সামর্থ নাই, অথচ নিজে পণ্ডিত, ইহা মনে ভাবিয়া যথেচ্ছভাবে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনের পরিচয় দেয় এবং তদনুরূপ ছল ও কৌশল আদি অবলম্বনে ছাত্র সকলকে পড়ায় ও অজ্ঞলোকদিগকে বিদ্ধাব্রত উপবাস করায় বা করে, তাহারা অতি অর্ব্বাচীন কাণ্ডাকাণ্ডবোধবিহীন ভণ্ড ও শঠ, উহারা জীবের ইতি কর্ত্তব্য নিশ্চয় কি করেই বা অবধারণ করিবেক॥ উহাদিগের মুখ দর্শন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়॥ যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায় ও আদেশ মত শ্রীসনাতনগোস্বামীর লিখিত বৃহৎ শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ও শ্রীগোপালভট্টগোস্বামী বিলিখিত লঘুশ্রীহরিভক্তিবিলাসের মূলে অরুণোদয়বিদ্ধোপবাসদোষপ্রসঙ্গে নিজকৃতকারিকায় সকল ব্রতের ও উপবাসের দিনই একাদশীর দিনের তুল্য, অরুণোদয়কালে পূর্ব্ববিদ্ধ তিথি হইলেই পরিবর্জ্জনীয়, এই মীমাংসিত সিদ্ধান্তে উপসংহার করিয়া বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রতি-পালনের হেতু দেখাইয়াছেন. যে. রাত্রি ত্রিযামা. উহার আদি চারিদণ্ড. দিবসের

অস্ত এবং ঐ রাত্রির অন্তের চারিদণ্ড, দিবসের আদি, ইহা সর্ব্বস্মার্ত্তসম্মত এবং আবহমান অবিসম্বাদে শ্রৌতাদি সকল ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যবহার প্রচলিত আছে সুতরাং ঐ অরুণোদয়কালে যে বেধ, উহাই সূর্য্যোদয় বেধবোধে গণ্য স্বতঃসিদ্ধ হইতেছে। আবার জন্মাষ্টমীপ্রকরণেও ঐমত নিজকারিকায় একাদশীতুল্য অরুণোদয়বিদ্ধা পরিত্যাগের সুস্পষ্ট বিধান নির্ণয় করিয়া এবং পুরাণাদি শাস্ত্রীয় মুনি বচনে এবং নৃসিংহপরিচর্য্যা-গ্রন্থকর্ত্তা প্রাচীন আচার্য্যের লিখিত উক্তমত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা সমর্থিত করিয়াছেন। অথচ এদিগে সমস্তশাস্ত্রপারদর্শী যাবতীয় মহামহোপাধ্যায় ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতমণ্ডলই প্রায় একমতে একবাক্যে বৈষ্ণবস্মৃতিসম্মত ঐ ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়া বৈষ্ণবমাত্রেরই ব্রত উপবাস আদির-স্থলে তাদৃশ অরুণোদয়বিদ্ধা তিথি ব্যবহারের স্পষ্ট নিষেধ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়া-ছেন। তখন আবার তদ্বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব্ব এক অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড করিয়া ইষ্টসিদ্ধি করা কোনওক্রমে সম্ভব বলিয়া বিবেচনা হয় না। ফল কথা এই, রাজস-ভাস-দ প্রতিবাদী মহাশয়েরা শ্রীভাগবত ও শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মূলের ও টীকার ঐ সকল বচনের উদ্দেশ্য কি তাহা জানেন না, ভবিষ্যপুরাণীয় স্কন্দপুরাণীয় ও অন্যান্য নানাপুরাণশাস্ত্রীয় বচনসকলের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, তাহাও জানেন না, এজন্যই এরূপ অসঙ্গত ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবস্থা অরুণোদয়বিদ্ধা বিচার লিখিয়া সম্বাদপত্রে প্রচার করিয়াছেন। যাঁহাদের যে শাস্ত্রে বোধ বা অধিকার না থাকে নিতান্ত অর্ব্বাচীন না হইলে তাঁহারা সাহস করিয়া সে শাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করেন না। রাজস-ভাস-দ ভক্তভানী বৈষ্ণবমহাশয় ধার্ম্মিক ও বহুদর্শী হইয়া কি বিবেচনায়, অনধীত ও অননুশীলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিলেন, বুঝিতে পারা যায় না।* যাহাহউক প্রতিবাদী মহাশয়-দিগের বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ও বঙ্গবাসী পত্রিকায় প্রমাণস্থলে উদ্ধৃত শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বচন সকল এবং অন্যান্য তন্ত্র পুরাণে ও নির্ণয়সিন্ধুতে ও কালমাধবীয়ের ঐরূপ অন্যানা বিষয়ক বচন নির্ভর করিয়া যে, অদ্ভুত ব্যবস্থা প্রচার করিয়া দিয়াছেন। ঐ অদ্ভুত ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে একটী সামান্য উপাখ্যান স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল তাহা এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না।

## যার যে শাস্ত্র কিঞ্চিন্মাত্রও অধীত বা জ্ঞাত নয়, সে শাস্ত্রেতে তাহার উপদেশ গ্রাহ্য করিবে না ইহার কথা।

এক রাজার নিকটে বিপ্রাভাষ নামে এক বৈদ্য থাকে, সে চিকিৎসাতে উত্তম, তাহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইলে পর, ঐ রাজা, রামকুমার নামে তাহার পুত্রকে, তাহার পিতৃপদে স্থাপিত করিয়াছিল। ঐ ভিষকপুত্র রামকুমার ব্যাকরণ সাহিত্য কিঞ্চিৎ পড়িয়া উহাতে কিঞ্চিৎ বুৎপন্ন ছিল, কিন্তু বৈদ্যকাদি শাস্ত্র তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও পঠিত ছিল না।

রাজার অনুগ্রহে স্বপিতৃপদাভিষিক্ত হওয়াতে রোগীরা চিকিৎসার্থে তাহার সন্নিধানে যাওয়া আসা করিতে লাগিল। পরে এক দিবস এক নেত্ররোগী ঐ রামকুমার নামক বৈদ্যপুত্রের নিকটে আসিয়া কহিল, হে বৈদ্যপুত্র! অক্ষিপীড়ায় অতিশয় পীড়িত আছি, দেখ, আমাকে এমন কোন ঔষধ দাও যাহাতে আমার নয়নব্যাধি শীঘ্র উপশম পায়। রুগ্ননেত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ চিকিৎসকসুত অতি বড় এক পুস্তক আনিয়া খুলিয়া একবচনার্দ্ধ দেখিতে পাইল, সে বচনার্দ্ধ এই—"নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌ ছিত্ত্বা কটিং দহেৎ" ইহার অর্থ নেত্ররোগ হইলে নেত্ররোগীর কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া লৌহ তপ্ত করিয়া তাহার কটিতে দাগ দিবে। এই বচনার্দ্ধ পাইয়া ঐ ভিষক্‌নন্দন নেত্ররোগীকে কহিল, হে রুগ্নাক্ষ! এই প্রতীকারে তোমার ব্যাধি শীঘ্র শান্তি হইবে, যেহেতুক গ্রন্থ মুকুলিত করামাত্রেই এ ব্যাধির ঔষধের প্রমাণ পাওয়া গেল, এ বড় সুলক্ষণ। রোগী কহিল সে কি ঔষধ, ভিষক্‌সন্তান কহিল, তুমি শীঘ্র বাটী গিয়া এই প্রয়োগ কর তীক্ষ্ণধার শাণিত এক ক্ষুর আনিয়া স্বকীয় দুই কর্ণ কাটিয়া সন্তপ্ত লৌহেতে দুই পাছাতে দুই দাগ দিও; তবে তোমার চক্ষুঃপীড়া আশু শান্ত হইবে। ইহা শুনিয়া ঐ লোচনরোগী আর্ত্ততা প্রযুক্ত কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাই করিল।

অনন্তর রোগী এক-পীড়োপশমনার্থ চেষ্টাতে অধিক পীড়াদ্বয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ঐ বৈদ্যের নিকটে পুনর্ব্বার গেল ও তাহাকে কহিল, হে বৈদ্যপুত্র! নেত্রের জ্বালা যেমন তেমনি, পোঁদের জ্বালায় মরি। বৈদ্যপুত্র কহিল ভাই কি করিবে, রোগ হইলে সহিষ্ণুতা করিতে হয়, আমি শাস্ত্রানুসারে তোমাকে ঔষধ দিয়াছি, আতুর হইলে কি হইবে "নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে"। এইরূপে রোগী ও বৈদ্যেতে কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে

অত্যুত্তম এক চিকিৎসক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ যমসহোদর রামকুমার নামে মুর্খ বৈদ্যতনয়ের পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্য প্রযুক্ত সাহসের বিষয় বিশেষ অবগত হইয়া কহিল ওরে বেল্লিক সর্ব্বনাশ করিয়াছিস, এ রোগীটাকে খুন করিলি, এ বচনার্দ্ধ অশ্ব চিকিৎসার, মনুষ্যপর নয়। দেশ কাল পাত্র অবস্থা ভেদে চিকিৎসার বিশেষ আছে। তোর প্রকরণ জ্ঞান নাই, এ শাস্ত্র তোর পড়া নয়, কুব্যুৎপত্তিমাত্র-বলে অপঠিতশাস্ত্রের ব্যবস্থা দিস্। যা! যা! উত্তম গুরুর স্থানে বৈদ্যকশাস্ত্রের অধ্যয়ন কর। "সঙ্কেতবিদ্যা গুরুবক্তুগম্যা" ইহা কি তুই কখন শুনিস্ নাই। এইরূপে ঐ চিকিৎসকবৎসকে পবিত্র ভৎর্সনা করিয়া ঐ ক্লিন্নাঙ্ক রোগীকে যথাশাস্ত্র ঔষধ প্রদান করিয়া নীরোগ করিল॥" এই উপাখ্যানটি প্রবোধচন্দ্রিকা দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় কুসুম হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

একদিকে শ্রীযুক্ত রামকুমার কবিরাজের মনুষ্যের নেত্ররোগ চিকিৎসা বিষয়ে কর্ণচ্ছেদ পূর্ব্বক কটিদাহ ব্যবস্থা, এবং এদিকে প্রতিবাদী ভণ্ডবৈষ্ণব গোরারসের রসিকের, কোনও নিজকারণে হউক, দুই পাঁচখানি সংস্কৃতগ্রন্থ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কি পরম্পরা সম্বন্ধে স্বত্ব অধিকার ও সম্পর্ক থাকাতেই নির্ণয় সিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া হরিভক্তির মত তন্ন তন্ন করিয়া একবারে খণ্ডন করতঃ উল্লিখিত পঞ্জিকাগণনায় নির্দ্ধারিত দিবসে যে বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হইয়াছে এই ভ্রমে, পরদিন বিজয়ামহাদ্বাদশী উপবাস কর্ত্তব্য নহে, এই ব্যবস্থা এবং শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী বিষয়ে ভারতবর্ষের পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও গোস্বামী প্রভৃতির মত খণ্ডন পূর্ব্বক অরুণোদয়কালে সপ্তমীবিদ্ধা হইলেও উপবাস ব্রত কবিবার এবং মহাদ্বাদশী বিজয়া পরিত্যাগের ব্যবস্থা, এ উভয়ের অনেক অংশে সৌসাদৃশ্য আছে কিনা সকলে অনুধাবন করিয়া দেখিবেন।

এতাদৃশবিসদৃশ বালস্বভাবসুলভ বৃথা ঔদ্ধত্যের অধীন হইয়া, চপলতাবশতঃ ঐ সকল ধর্ম্মধ্বংসকারী অজ্ঞলোকেরা অনধিকার চর্চ্চা করাতেই উহাদের সংক্রামক রোগে সকল ধার্ম্মিকলোককেও সংশয়াপন্ন করিয়া ফেলিতেছে। এবং কেহ কেহ এই অনুমানে হৃদয়ের ভ্রমে অধঃপাতে যাইতেছেন। সে অনুমানের হেতু এই, যে, যখন ঐ সকল বৈষ্ণবভণ্ডেরা গোরারসে উন্মত্ত, তখন অবশ্যই উহারা মহাভক্ত। উহাদের ব্যবহারাদি সম্বন্ধে কোনও বিচার না করিয়া উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য, উহারা যাহা আদেশ করেন তাহা কর্ত্তব্য, এই বলিয়া যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তজ্জন্য কিছু জানাইতে হইল।

এস্থলে ইহাই বক্তব্য যে, "গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ" এই সংস্কৃত বচন অনুসারে দুই পাঁচখান সংস্কৃত পুস্তক হস্তে স্পর্শ করিয়া ও যথা কথঞ্চিৎ পাঁচ সাতটা সংস্কৃত শ্লোক শুকাদিপক্ষীর তুল্য কণ্ঠস্থ অভ্যাস করিয়া আবৃত্তি করতঃ তাদৃশ অজ্ঞলোকের তাদৃশ সমাজে আপনাকে পণ্ডিতম্মন্য বোধের, এবং আমি পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইয়াছি, এই প্রচ্ছন্নভাবে মতিভ্রমের, বশবর্ত্তী হইয়া পরম পবিত্র সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারপূর্ব্বক মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছেন, বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার!! তবে যদি মনে করিয়া থাকেন যে, পুরাণাদিপাঠ ব্যবসায়ী এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে পাঠোপজীবী খ্যাতনামা কয়েকজন গোস্বামী ও সেইরূপ শিরোমণি, বিদ্যাবাগীশ এবং ডাক্তার প্রভৃতি ককেয়জন মহাশয়কে সহযোগীপৃষ্ঠপুরুষবোধে সহানুভূতি সহকারে সাহায্যকারী পাইয়াছি, সুতরাং আর শাস্ত্রের সমালোচন বিষয়ে ভয় নাই আর ভাবনাও নাই। অতএব কিম্ভুতকিমাকারই হউক, আর বিষম অদ্ভুত হউক, যাদৃচ্ছিকভাবে, বাউলবৈষ্ণব প্রভৃতির মত বিশ্বজনীন বৈষ্ণবতা সহজভাবে সম্পাদনে চরিতার্থ হইব, এই বাসনায় ব্যবস্থাপিত "বৈষ্ণবস্মৃতি" লিখিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! উঁহাদের অদ্ভুত অসীম সাহস ও প্রবৃত্তি। ইতঃপূর্ব্বে প্রায় ত্রিশ-বৎসর অতীত হইল ১৭৯৬ শকে ১৯৩১ সম্বতে ১৫ই ভাদ্রমাসে কলিকাতার সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত "বৈষ্ণব ব্রতদিন নির্ণয়" নামক জন্মাষ্টমী উপলক্ষ করিয়া বৈষ্ণবের ব্রতোপবাস কর্ত্তব্যদিনের নির্ণয়করণে প্রতিবাদ খণ্ডন পুস্তকে, তাঁহার পৃষ্ঠপুরুষের মধ্যে অন্যতর দুইজন শ্রীমান্ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এবং শ্রীমান্ সত্যানন্দ গোস্বামী। শ্রীমান্ অতুলকৃষ্ণের পিতা শ্রীমান্ মহেন্দ্র নাথ গোস্বামী মহাশয়, তিনিও তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যাপক ৺গঙ্গাধর তর্ক-বাগীশের সহযোগে "জন্মাষ্টমী ভ্রমখণ্ডন" নামক একখানি পুস্তক, যাহা জন্মাষ্টমী বিষয়ক প্রথম প্রকাশিত অস্মদীয় ব্যবস্থা পুস্তকের প্রতিবাদ পুস্তক, আর শ্রীমান্ সত্যানন্দের পিতা সুবোধ শ্রীমান্ গোকুলচন্দ্র গোস্বামীও, তৎতৎ-কালে একখানি প্রতিবাদ পুস্তক, মুদ্রিত করতঃ প্রচার করিয়াছিলেন। সে সমুদয় আপত্তি ও বিতণ্ডা এবং অযথা ব্যাখ্যান তন্ন তন্ন করিয়া যথা শাস্ত্র প্রমাণে সমর্থিত করতঃ সাধ্যানুসারে বিচার পূর্ব্বক মীমাংসা করা হইয়াছে, এবং ভারতবর্ষীয় প্রায় সমস্তই মহামহোপাধ্যায় অশেষশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত মণ্ডলীর স্বাক্ষরিত দ্বারা অনুমোদনে সমর্থিত করা রহিয়াছে, ঐ পুস্তক দেখাইয়া দিলে বা পূর্ব্ব বিচারে মীমাংসার ব্যবস্থা আদ্যোপান্ত শুনাইলে, বোধ

হয়, সুবোধ পুত্রেরা, ধীরস্বভাব মান্য জনকের বাক্য বুদ্ধিগম্য করিতে পারিতেন। তাঁহার পৃষ্ঠ পুরুষের মধ্যে অন্য আর একজন মহাপ্রধান শ্রীমান্ মদনগোপাল গোস্বামী ইনি শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুবংশীয়সন্তান পুরাণ পাঠাদি ব্যবসায়ী। ইনিই, শ্রীমান্ শ্যামলাল গোস্বামী, শ্রীমান্ বলাইচাঁদ গোস্বামী এবং শ্রীমান্ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভৃতি পুরাণপুস্তকের অধ্যাপক। শ্রীমান্ মদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীমদ্ভাগবত ও অনেকগুলি তাদৃশ ব্যবসায়ের উপযোগী কয়েকখানি গোস্বামীগ্রন্থ পাঠকতা ব্যবসায় নির্ব্বাহ কারণ, শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী মৃত জগদানন্দপণ্ডিতবাওয়াজীর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে তথায় মৃত চরণদাস, মৃত রামদাস, মৃত বংশীদাস, মৃত আনন্দদাসও ঐ গোস্বামীর সতীর্থ হইয়া ঐ ব্যবসায়ের উপযোগীগ্রন্থ সকলও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই, একাদশীতর তিথিতে সূর্য্যোদয়বেধবাদী ছিলেন, কিন্তু বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগেও মহাদ্বাদশীকে সর্ব্বযোগাপবাদিকা এবং নিত্যবিধিশ্রেণীভুক্ত জ্ঞানে মানিতেন, সুতরাং মহাদ্বাদশীতে ব্রত উপবাস পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুশৃঙ্খলাদি কোনও যোগেই ব্রত উপবাস, বিহিত ও কর্ত্তব্য নহে,এই ব্যবস্থাতে এবং আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থাতেই আমার মতানুগত ছিলেন। তাহা তাঁহার স্বাক্ষরিত পত্রে প্রকাশ আছে। আমতণ্ডুলনৈবেদ্যদান নিষেধের ব্যবস্থা পত্রে শ্রীরাধারমণ দেবালয়ের দেবসেবাধিকারী মদনমোহন গোস্বামির পুত্র গোপীলাল গোস্বামী ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর সখালাল গোস্বামী এবং শ্রীমদদ্বৈতবংশীয় নীলমণি গোস্বামী গোবিন্দনাথ গোস্বামী ও কেশবলাল গোস্বামী প্রভৃতির স্বাক্ষরের নিম্নে "সম্মতিরত্র গৌরদাস শর্ম্মণঃ এই আকারে গৌরশিরোমণির নামের পরেই,"শ্রীজগদানন্দ দাসস্যাপি" এই প্রকারে নাম স্বাক্ষরিত এবং তন্নিম্নে বৈষ্ণবচরণ দাস হরিদাস প্রভৃতি পণ্ডিত বাওয়াজীদিগের নাম স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র পাঠাইয়া দেন, উহা ইং১৮৭৭ সালে সংস্কৃতযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত আমতণ্ডুলনৈবেদ্যবিচারপুস্তকে ৪র্থ সংখ্যক ব্যবস্থায় বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। আবার কিছুদিনপরেই বিহারিলাল ভট্টাচার্য্যের সহযোগে, জন্মাষ্টমীতে অরুণোদয়বেধত্যাগের অপ্রামাণ্য এবং বিজয়া মহাদ্বাদশী, বিষ্ণুশৃঙ্খল প্রভৃতি সকল মহান্ যোগেরই অপবাদিকা বলিয়া এই ব্যবস্থানুযায়ী একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং শ্রীরাধাষ্টমীতে ব্রত উপবাস করা বৈষ্ণবদিগের পক্ষে অবৈধ বলিয়া উল্লেখ করেন। জনশ্রুতিতেও অবগত হইয়াছি যে, ঐ জগদানন্দ দাস পণ্ডিত বাওয়াজীদিগের মতে,

সর্ব্বশক্তিময়ী শ্রীরাধার জন্মাষ্টমীতে ব্রত উপবাস করিলে বৈষ্ণবব্যক্তিও শাক্ত হইয়া যায়, এবং শ্রীমদ্ভাগবতে কিম্বা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীরাধিকাজন্মসম্বন্ধি অষ্টমী তিথিতে ব্রতোপবাস বিধানের কথা দূরে থাকুক নাম পর্য্যন্তও উল্লেখ নাই।" ইত্যাদি। আরও অদ্ভুত কাহিনী, বৈষ্ণব সমাজে প্রায় সকলেরই জানা আছে যে, ঐ জগদানন্দ পণ্ডিত বাবাজীর দলভুক্ত, ছাত্র-গোস্বামী, বাবাজীরা বলিতেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোনও মন্ত্রাদি শাস্ত্রে নাই, সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর ভজন-সাধন শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রব্যতিরেকে পৃথকরূপে সম্পাদিত এবং সুসিদ্ধ হইতে পারে না। "সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি" ইত্যাদি মহাজনের গ্রন্থীয় বচনের প্রমাণ প্রয়োগে স্থির সিদ্ধান্ত করিতেন। শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী পণ্ডিত বৈষ্ণব মহাশয় অদ্ভুত স্বীয় মত উদ্ভাবনে ব্যগ্র হইয়া উচিতানুচিত বিবেচনায় এককালে জলাঞ্জলি দিয়াছেন ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামির লেখা এবং সনাতনরূপ জীব গোস্বামীদিগের প্রচারিত গ্রন্থের বিপরীতমতে যে পর্য্যবসান করেন, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। তাঁহাদিগের, ঈদৃশ বিসদৃশ ভাব অগ্রে জানিলে, আমতণ্ডুলনৈবেদ্যবিচার পুস্তকে স্বাক্ষরিত ব্যবস্থা আদৌ গ্রাহ্য-বোধে প্রকাশিত হইত না। দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত নৈবেদ্যবিচার পুস্তক প্রকাশের অনেকদিন পরে, মদীয় সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত জন্মাষ্টমী ব্যবস্থার খণ্ডনসহ রাধাষ্টমীব্রত-বিদ্বেষবোধক উল্লিখিত পত্র প্রাপ্তে তাদৃশ বিসদৃশ ভাব অবগত হইয়াছি, এই ঘটনাসঙ্কটে বক্তব্য এই যে, "চৈতন্যেরদাস্যে যার নাহি অবধান। হউক সে সেব্য বস্তু তৃণের সমান॥" "হেন কৃপাময় প্রভু না ভজে যে জন। সর্ব্বোত্তম হইলে সেও অসুরে গণন॥" শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনা অন্যেরে ঈশ্বর। যে পাপিষ্ঠ বলে সে ছার শোচ্যতর॥" "নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি যতেক প্রধান। সবেই গায়েন শ্রীচৈতন্য ভগবান॥ এই সব ঈশ্বরের বচন লঙ্ঘিয়া। অন্যেরে বলয়ে কৃষ্ণ সেই অভাগিয়া॥" "সার্ব্বভৌম হইলেন প্রভুর ভক্ত একতান। মহাপ্রভুর সেবা বিনা অন্য নহে মন॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীসুত গুণধাম। এবার এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম॥" "পূর্ব্বে যৈছে জরাসিন্ধু আদি রাজগণ। বেদ বিধি অনুসারে করে বিষ্ণুর পূজন॥ কৃষ্ণ নাহি মানয়ে তারে দৈত্য করি মানি। চৈতন্য না মানিলে তৈছে অসুরেতে গণি॥" "যার মন্ত্রে সকল মূর্ত্তিতে বৈশে প্রাণ। সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র নাম॥" ইত্যাদি শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের এবং শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর লেখনীদ্বারা প্রচারিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই দুই গ্রন্থমহারাজে বাঙ্গালা ভাষায় অতিশয় বিশদভাবে প্রকাশমান সিদ্ধান্তবচনেরও, যাঁহারা বৈষ্ণব দলমধ্যে অধিনায়ক হইয়াও, অবহেলা করিয়াছেন। অথচ পাণ্ডিত্যাভিমানে মত্ত হইয়াও যাঁহারা স্মার্ত্ত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রের অনেক স্থলে উদ্ধৃত বরাহপুরাণীয় ও যোগিযাজ্ঞবল্কীয় বচনের বিধানে, প্রণবাদি নমোহন্ত প্রয়োগেই সকল দেবতার নাম মন্ত্রস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাই শ্রাদ্ধবিবেক ও তদ্বিবৃতিটীকা-তেও মীমাংসিত রহিয়াছে, তাহাও কোনও স্মার্ত্ত পণ্ডিতের নিকট জানিতেও, ইচ্ছা করেন নাই। সুতরাং তাদৃশ বৈষ্ণবও একপ্রকার পাষণ্ডমধ্যে পরিগণিত। যেহেতু "যাহা হইতে উৎপত্তি সম্মান হয়। তাহারে নাশিতে চেষ্টা কথাই করয়।" গোসাঞিগিরির ও বাওয়াজিগিরির সম্মান গৌরব, যে গ্রন্থে সমর্থিত, সেই গ্রন্থের প্রণালী পদ্ধতির অযথারীতি কিস্তুত কিমাকার অদ্ভুত তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত না হইয়া ব্যগ্র হইয়াছেন। তবে যে তাহাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করার প্রথা আমাদিগের দেশে প্রচলিত আছে, যেমন নিম্নলিখিত অনাচারী-নিষিদ্ধাচারী-ভ্রষ্ট-পাষণ্ড-শ্রেণীভুক্ত, বাউল, ন্যাড়া, দরবেশ, সাঞি, আউল, সাধ্বিনীপন্থী, সহজিয়া, খুসিবিশ্বাসী, রাধাশ্যামী, রামসাধনীয়া, জগবন্ধু-ভজনিয়া, দাদুপন্থী, রয়দাসী (অর্থাৎ রৈদাসী,) সেনপন্থী, রামসনেহী, মীরাবাই, বিথলভক্ত, কর্ত্তাভজা, স্পষ্টদায়িক বা রূপ-কবিরাজী, রামবল্লভী, সাহেবধনী, বলরামী, হজরতী, গোবরাই, পাগলনাথী, তিলকদাসী, দর্পনারায়ণী, বড়ি, অতিবড়ি, রাধাবল্লভী, সখিভাবুকী, চরণদাসী, হরিশ্চন্দী, সধ্রপন্থী, ও মাধবী, চুহড়পন্থী, কুড়াপন্থী, বৈরাগী, নাগা, আখড়া, দুয়ারা, কামধেন্বী, মটুকধারী, সংযোগী, বার সম্প্রদায়কা ভাঁট, অর্থাৎ বৈষ্ণব ভাঁড়, মহাপুরুষীয়ধর্ম্মসম্প্রদায়ী, জগমোহনী সম্প্রদায়ী, হরিবোলা, রাতভিখারী, উৎকলীনানাবৈষ্ণব, বিন্দুধারী, অনন্তকুলী, সৎকুলী, যোগী, গিরি ও গুরুদাসী বৈষ্ণব, খণ্ডেৎবৈষ্ণব, করণ-বৈষ্ণব, গোপ বৈষ্ণব, নিহঙ্গবৈষ্ণব, কালিন্দীবৈষ্ণব, চামারবৈষ্ণব, হরিব্যাসী, রামপ্রসাদী, বড়গল, নস্করী, চতুর্ভুজী, ফারারী, বাণশয়ী, পঞ্চধুনী, বৈষ্ণব-তপস্বী, আগরী, মার্গী, পল্টুদাসী, আপাপন্থী, সৎনামী, দরিয়াদাসী, বুনিয়াদ-দাসী, অমহদ্‌পন্থী, ও বীজমার্গী, অবধূতী, তিঙ্গল, নিরঞ্জনীসাধু, মানভাবী, কিশোরীভজনী, কুলিগায়েন, টহলিয়া বা নেমোবৈষ্ণব, জোগী, শাস্মী, নরেশ-পন্থী, দশামার্গী, পাঙ্গুল, কেউড়দাসী, ফকিরদাসী, কুম্ভপাতিয়া, খোজা, গৌর-বাদী, (অর্থাৎ নিষিদ্ধাচারী, দুরাচারী, মৎস্য মাংসাদি অভক্ষ্যাহারী, অথচ

"নিতাই চৈতন্য নামে নাই ওসব বিচার" এই বলিয়া গৌর নামের বাদ করে) ও বামেকৌপীনে, কপীন্দ্রপরিবার, কৌপীনছাড়া, চূড়াধারী, কবীরপন্থী, খাকী, মুলুকদাসী প্রভৃতি সদাচারভ্রষ্টদিগকেও বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেওয়ার প্রথা এতদ্দেশে লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত আছে।

এইরূপ অনাচারে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত প্রথায় বৈষ্ণবদিগের আচার্য্য বলিয়া গণ্যমান্য এবং নিজে পণ্ডিতম্মন্য লোকেরা উল্লিখিত ঐ সকল ব্যবস্থায় স্থূলরূপে নিজের নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ইহার প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত এই বৈষ্ণবব্রতদিন নির্ণয় নামক পুস্তকে একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সকল তিথিতেই অরুণোদয়কালে পূর্ব্বতিথি বিদ্ধা হইলে পরিত্যাগ করিবার বিধির বিচারপূর্ব্বক মীমাংসা দেখিয়া ও শুনিয়া বৈষ্ণবদিগের পক্ষে উহাই স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল, যেহেতু অখণ্ডনীয় শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বনে উহা লিখিত বলিয়া বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই এতাবৎকাল বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমার শরীর জরাজীর্ণ ও রুগ্ন এই অবস্থায়, আমি উহাতে আর হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না, এই অনুমানে তাঁহারা নিজ নিগূঢ়ভাব চাতুরীতে বিশুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার ব্যবহার এবং ব্রতোপবাস প্রভৃতি ক্রিয়া কলাপের সদনুষ্ঠান বিষয়ক মূল উৎপাটন করিতে সচেষ্ট হওতঃ তাদৃশ ভাবের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন। বলিতে কি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমময় মূর্ত্তী সন্ন্যাসীর কোনও কোনও রসিকভক্ত আমাকে সাক্ষাতে বলিয়াছেন যে, "এ সকল শাস্ত্রীয় বাদবিবাদে আপনকার অনাবশ্যক বৃথা সময় অপব্যয় করা উচিত নয়, আপনি এখন ভগবন্নামের শ্রবণকীর্ত্তন ও সাধন ভজন করিতেছেন, এখন যে যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক, আপনি বাদ অনুবাদে বৃথা কেন সময় নষ্ট করিবেন, ইত্যাদি॥" যদিও সনাতন বৈষ্ণব শ্রেণীতে ষোল আনার মধ্যে অনুমানে বোধ হয় একপাইমাত্র নির্জ্জল উপবাস ও ব্রত আদি করিয়া থাকেন, এবং বৈষ্ণবশাস্ত্র মতানুসারে ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের জন্য গড্ডলিকা প্রবাহ তুল্য চালিত বৈষ্ণবাচারের পরিবর্ত্তে সনাতন বৈষ্ণবস্মৃতি সম্মত আচার প্রচার করিতে, এবং উহার বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া লিখিতে, কয়েকজন সদাচারী বৈষ্ণববন্ধুদিগের সবিশেষ অনুরোধ বশতঃ হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্তি হওয়ায়, পরমপ্রীতিপাত্র মদীয়সুযোগ্যপুত্র শ্রীমান প্রতাপচন্দ্র গোস্বামী বাবাজীবনকে মৎপ্রদর্শিত দিশাঅনুসারে আদিষ্ট, রীতিপ্রণালী পদ্ধতি অনুক্রমে লিখিয়া প্রচার করিতে অনুমতি দিলাম। এক্ষণে বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীমন্মহা-

প্রভু স্বীয় ভক্তগণসহ করুণা করিয়া ঐ সঙ্কল্প সুসিদ্ধভাবে সফল করিলে কৃতার্থ হই ও বন্ধুদিগের নিকট নিস্তার পাই। স্থলবিশেষে কেহ কেহ নবদ্বীপের নূতন নূতন মত বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন, এবং উপবাসের দিবস অনিবেদিত অন্নাদিদ্বারা শ্রাদ্ধাদি করিয়া ও করাইয়া থাকেন, এবং কৌলিক মতের দোহাই দিয়া দেবীপূজায় ছাগাদি পশুহিংসায় বলিদানাদি করিয়া থাকেন, এবং সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন ও মৎসাদি আহার করিয়া থাকেন, এতাদৃশ বিষদৃশ প্রকাশ্য আচার ব্যবহারে বৈষ্ণবতার কোনও হানি নাই, এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া মনের উল্লাসে সাহসে নির্ভর করিয়া পূর্ব্বকার দলবদ্ধ প্রতিবাদী মহাশয়েরা নিজে পৃষ্ঠপুরুষ হইয়া দণ্ডায়মান হওতঃ তাঁহাদিগের তাদৃশ বন্ধু মিত্রবর্গ ও ছাত্র পুত্র বর্গ দ্বারা স্বাক্ষরিত ব্যবস্থা পত্র লিখিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ও সবিশেষ অবগত হইয়া হাসিও পায় ও দুঃখও ধরে। হায়! কি আক্ষেপের বিষয় !! যথেচ্ছাচার, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শাসন কর্ত্তা ; যথেচ্ছাচারই বর্ত্তমান বৈষ্ণবতার পরম গুরু, যথেচ্ছাচারিরই শাসনই প্রধান শাসন! যথেচ্ছাচারিরই উপদেশই প্রধান উপদেশ ! ধন্যরে বর্ত্তমান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যথেচ্ছাচার ! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ক্রীতদাস ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে একাধিক্ ক্রমে বদ্ধ রাখিয়া, কি অদ্বিতীয় আধিপত্য করিতেছিস্। তুই ক্রমে ক্রমে আপন অদ্বিতীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া সনাতন বৈষ্ণবস্মৃতি শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্ ! সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস্ ! সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মকর্ম্মঅনুষ্ঠানবিষয়ক বিধি বিধানে হিতাহিত বোধের গতিরোধ করিয়াছিস্ ! ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস্ ! তোর প্রভাবে শাস্ত্রীয়ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রীয়ও শাস্ত্রীয় বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত, অনাচারী নিষিদ্ধাচারী দুরাচারেরাও যথেচ্ছাচারী হইয়া তোর অনুগত থাকাতে কেবল চাটুকারিতা লৌকিকানুগত্য এবং বিনয়াদিগুণে অনায়াসে বিনাক্লেশে বৈষ্ণবতার রসের সাধন ভজন উপদেশ আদি প্রদানে সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া, আচার্য্য ভাগবত পণ্ডিত বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় এবং সম্মাননীয় হইতেছে! আর সনাতন বৈষ্ণব শাস্ত্রানুমত সদাচারের অনুষ্ঠানে দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত পণ্ডিত সাধু পুরুষেরাও তোর অনুগত না থাকিয়া, কেবল বর্ত্তমান বৈষ্ণবলৌকিক বিষদৃশভাব রক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক সনাতন বৈষ্ণব শাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ করাতেই, সর্ব্বত্র ঐ সমাজে দাম্ভিকের শেষ, অধার্ম্মিকের চূড়ামণি, সকল দোষে দোষীর শিরোমণি

বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছে। তোর অধিকারে, যাহারা, সতত জাতিভ্রংশকর, সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম লোপকর ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কালাতিপাত করিয়া থাকে, কিন্তু লৌকিক মর্য্যাদা মার্গের সহজভাবে রক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদান আদি করিলে বৈষ্ণবধর্ম্ম কিছুতেই লোপ হয় না বরঞ্চ সে-থাকে, বৈষ্ণব বলিয়া আহার ব্যবহারে ও আদান প্রদানের, সম্মান গৌরবের, স্নেহভক্তির প্রথা, থাকে থাকে থাকে !!! কিন্তু যদি কেহ, প্রায় সতত সনাতন বৈষ্ণব শাস্ত্রানুমোদিত সদাচারে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, কেবল বর্ত্তমান লৌকিক বৈষ্ণবতারক্ষায় তাদৃশ সহযোগে যত্নবান না হয় তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদান আদি দূরে থাকুক, দর্শন ও সম্ভাষণ মাত্র করিলেও, এককালে সকল ধর্ম্ম লোপ হইয়া যায়, এবং মতিচ্ছন্ন হইয়াছে, এবং ভ্রম হইয়াছে বলিয়া বাক্যপ্রয়োগের পাত্র হইয়া দাঁড়ায়॥ হা বৈষ্ণবধর্ম্ম ! তোমার মর্ম্ম বুঝা ভার ! কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তাহা তুমিই জান॥ হা সনাতন বৈষ্ণব শাস্ত্র ! তোমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে ! তুমি যে সকল ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম্ম লোপকর, বৈষ্ণবতা ভ্রংশকর, ভণ্ডপাষণ্ডত্ব প্রতিপাদনকর, বলিয়া ভূয়ো ভূয়ো নির্দ্দেশ করিতেছ, যাহারাও সেই সকল বিগর্হিত নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া, কালাতিপাত করিতেছে, তাহারাও সর্ব্বত্র সাধু ও বৈষ্ণবধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া সমাদরণীয় হইতেছে ; আর তুমি যে কর্ম্মকে বৈষ্ণবধর্ম্মে বিহিতধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ দিতেছ, আচরণ অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, তাহার কথা উত্থাপন করিলেই অধার্ম্মিকের শেষ পাষণ্ডের শিরোমণি ও অর্ব্বাচীনের চূড়ামণি, হইয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ, তন্মধ্যে মহাপুণ্য ভূমি আর্য্যাবর্ত্ত, তন্মধ্যে পরমপবিত্র অতি মহাপুণ্যভূমি গৌরমণ্ডল যে বহুবিধ দুর্নিবার বৈষ্ণবতা নামে প্রছন্ন পাপ প্রবাহে ও মহাপাতক মহাপরাধের বিষম বন্যায় উচ্ছলিত হইতেছে, তাহার মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে তোমার প্রতি অনাদর ও অশ্রদ্ধা করা পুরঃসর যথেচ্ছাচরণ করিয়া লৌকিকে সহজভাবে ধর্ম্ম রক্ষাকরার ভাব প্রদর্শনে একান্ত যত্ন ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না॥

হা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ! হা মহাপুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত ! (অর্থাৎ "আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যং বিন্ধ্যহিমাগয়োঃ" রিত্যমরঃ) হা মহামহাপুণ্যভূমি ব্রজমণ্ডল ! হা অতি মহামহা পুণ্যতম ভূমি গৌড়মণ্ডল ! তোমরা কি হতভাগ্য ! তোমরা তোমাদের স্থানে স্থানে অবতীর্ণ বা লব্ধজন্মা পূর্ব্বতন মহানুভব সন্তানগণের

সনাতন, বৈষ্ণবাচারগুণে তাদৃশপুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে, বিশেষতঃ গৌড়মণ্ডলভূমি! তোমাকে চিন্তামণি বলিয়া জানিলে, গৌরাঙ্গগণকে নিত্যসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া, তাঁহাদিগের নিকট গৌরাঙ্গের মধুর লীলা শ্রুতি-গোচর করিলে, হৃদয়ের নির্ম্মলভাব, গৌরাঙ্গগুণ শ্রবণ কীর্ত্তনে রুচি, ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। সুতরাংই ব্রজমণ্ডলভূমিতে বাসে, রাধা ব্রজেন্দ্রনন্দনের সমীপ-সেবাধিকার লাভ করতঃ রাধামাধবের অন্তরঙ্গভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইত, এই সিদ্ধান্ত, নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহার নিজকৃত ভক্তিতত্ত্বসার ও প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা প্রার্থনা প্রভৃতি পুস্তকে অনেক স্থানে প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন। (ক) এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি নিজ প্রণীত চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে (১৫৩৭ শকে প্রকাশিত) অনেক স্থানে বিশেষতঃ মধ্যখণ্ডের শেষভাগে (২৫শ পরিচ্ছেদের সর্ব্ব শেষভাগে) যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন এবং আদিখণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে গ্রন্থ বিবরণ প্রসঙ্গে যে সিদ্ধান্তিত ব্যবস্থা

(ক) বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥

কৃষ্ণ ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমো ধর্ম্ম॥ যাহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ। তমো নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ॥ তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তি প্রেমরূপ। নাম সঙ্কীর্ত্তন সব আনন্দ স্বরূপ॥ সূর্য্যচন্দ্র বাহিরের তম সে বিনাশে। বহির্বস্তু ঘট পট আদি সে প্রকাশে॥ দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার। দুই ভাগবত সঙ্গে করায় সাক্ষাৎকার॥ এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র। আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র॥ দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস। তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ॥ এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ। আর অদ্ভুত চিত্তগুহার তম করে নাশ॥ এই চন্দ্র সূর্য্য দুই পরম সদয়। জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয়॥ সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥

গৌরাঙ্গের দুটিপদ, যার ধন সম্পদ, সে জানে ভকতি রস সার। গৌরাঙ্গ মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥ যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, তারে মুই যাঁও বলিহারি। গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে, সে জন ভকতি অধিকারী॥ গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ। গৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস॥ গৌর প্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ। গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বোলে ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥

সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। মহাপুরুষদিগের নির্ণীত বচন প্রমাণে ইহাই নির্ণীতমতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, হা চিন্তামণি স্থল গৌড়মণ্ডলভূমি! ইহার ৩০০ তিনশত বৎসর পূর্ব্বে, পুরুষোত্তমক্ষেত্র দ্বারকাধাম

জয় রে জয় রে জয় ঠাকুর নরোত্তম প্রেম ভকতি মহারাজ। মন্ত্রী যাঁ কর অভিন্ন কলেবর রামচন্দ্র কবিরাজ॥ প্রেম মুকুটমণি ভূষণ ভাবাবলি অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ। নৃপ আসন খেতুরে মহাবৈঠত সঙ্গহি ভকত সমাজ॥ সনাতন রূপ কৃত গ্রন্থ ভাগবত অনুদিন করত বিচার। রাধামাধব যুগল-উজ্জল-রস পরমানন্দ সুখ সার॥ শ্রীসংকীর্ত্তন বিষয়-রসে উনমত ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মান। যোগ-দান-ব্রত-আদি ভয়ে ভাগত রোয়ত করম গেয়ান॥ ভাগবত শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতি ধন, তা কর গৌরব দাপ। সাংখ্য-মীমাংসক-তর্ক-আদি-যত কম্পিত দেখি পরতাপ॥ অভকত চৌর দূরহি ভাগীরহুঁ নিয়ড়ে নাহি পরকাশ॥ দীনহীন জনে দেই ভকতি ধনে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥ (গোরাগুণে আছিলা ঠাকুর শ্রীনিবাস। নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দদাস॥) রাধাকৃষ্ণ রসময় কলেবর। জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু দয়ার সাগর॥ ওহে প্রভু দয়াময় দয়া কর মোরে। কাতর হইয়া ডাকি পাই বড় ডরে॥ মোর মন অনিবার সেবিয়া বিষয়। যত পাপে ডুবাইল কহিলে না হয়॥ তোমার সম্বন্ধ মতে এইত বিচার। কৃপা করি কর প্রভু আমার উদ্ধার॥ জয় জয় দীনবন্ধু পতিতপাবন। জয় জয় প্রেমদাতা দেহ প্রেমধন॥ এই নিবেদন করোঁ চরণে তোমার। এ রাধা-মোহনের এবার করহ উদ্ধার॥

জয় রে জয় রে শ্রীনিবাস। নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দদাস॥ জয় গোবিন্দগতি, অগতি জনার গতি, প্রেম মুরতি পরকাশ। শ্রীদাস গোকুলানন্দ, চক্রবর্ত্তী শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরামচরণ শ্রীনিবাস॥ শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী, কবিরাজ নৃসিংহ খ্যাতি, কর্ণপুর শ্রীবল্লবী দাস। শ্রীগোপীরমণ নাম, ভগবান গোকুলা-খ্যান, ভক্তিগ্রন্থ কৈল পরকাশ॥ প্রভুর প্রেয়সী রাম, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়া নাম, জাজীগ্রাম সতত বিলাস। শ্রীমতী দ্রৌপদী আর, ঈশ্বরী বিখ্যাত যার, গৌর প্রেমভক্তিরসে ভাষ॥ প্রভুরকন্যা হেমলতা, সর্ব্বলোকে যশখ্যাতা, স্মরণ মনন রসোল্লাস॥ রামকৃষ্ণ মুকুন্দাখ্যা, চট্টরাজ যার ব্যাখ্যা, শুদ্ধ ভক্তিমত বিনির্য্যাস। রাঢ়দেশে সুধানিধি, মণ্ডলে ঠাকুরখ্যাতি, প্রভুপদে সুদৃঢ় বিশ্বাস॥ ঘটক শ্রীরূপ নাম, রসবতী রাই শ্যাম, লীলার ঘটনা রসে ভাস। শ্রীবীর হাম্বির নাম, বিষ্ণুপুর রাজধাম, যেহো আদি শাখা প্রভু পাশ॥ চট্টরাজ কূলোদ্ভব, গোপীজন বল্লভ, সদা প্রেম সেবা অভিলাষ। শ্রীঠাকুর মহাশয়, তাঁর যত শাখা হয়, মুখ্য কিছু করিয়ে প্রকাশ॥ রামকৃষ্ণ আচার্য্য খ্যাতি, গঙ্গানারায়ন, চক্রবর্ত্তী, ভক্তিমূর্ত্তি মাগিলা নিবাস। রূপ রাধুরায় নাম, গোকুল শ্রীভগবান, ভক্তিমান শ্রীউদ্ধব দাস॥ শ্রীল রাধাবল্লভ, চাঁদুরায় প্রেমার্ণব, চৌধুরি শ্রীখেতরি নিবাস। শ্রীরাধামোহন পদ, যার ধন সম্পদ, নাম গায় এ উদ্ধবদাস॥

মথুরামণ্ডল ব্রজমণ্ডলআদি কৃষ্ণের নিত্যবসতিস্থলমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষায় শিরঃস্থানীয় সার হইয়া পরিগণিত পরিচিত ও সবিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলে; কিন্তু তোমার প্রাদুর্ভূত ইদানীন্তন অদ্ভুতসন্তানেরা, বিশ্বরূপী বিরাট্ বৈষ্ণবভানে স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া, অতিসহজভাবে বিশ্বরূপী বৈষ্ণব হইয়া মহাগৌরবান্বিত বলিয়া পরিচিত ও সম্মানিত হইবার বাসনায়, তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা সহৃদয়তাসহকারে স্বচ্ছন্দমত ভাবিয়া দেখিলে, সকল শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কতকালে তোমার এই দুরবস্থা দূরীকৃত হইবেক, তাহা, কুটীনাটী জীবহিংসনকারী, লাভ ও পূজা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির প্রত্যাশী ও নানাবিধ নিষিদ্ধাচারী বিভ্রাট ভক্তভানকারী, কেবলশ্রীগৌরাঙ্গনামকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য মৌখিক আলাপকারী গৌড়মণ্ডলীয় উক্ত মানবমণ্ডলীর বর্ত্তমান বিসদৃশ আচার ও ব্যবস্থার অবস্থা দেখিয়া, শুনিয়া, ভাবিয়া স্থির করা যায় না॥

পাছে কেহ বর্ত্তমান অসদাচারী তাদৃশ বিসদৃশ বিশ্বরূপীবিরাট্ বৈষ্ণবনাম-ধারী ব্যক্তি ব্যূহের তাদৃশ বিসদৃশ অবৈধ আচরণের অনুসরণ করিয়া, আপনাকে আরও অধঃপাতিত করে, তজ্জন্য ত্রিকালদর্শী সাধুরা সর্ব্বসাধারণলোককে সতর্কে সাবধান করিয়া দিবারজন্য বৈষ্ণবের আচার বিধান করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পরম উপাদেয় সনাতনবৈষ্ণবীয়-স্মৃতিগ্রন্থের নাম হরিভক্তিবিলাস। কি বৃহৎ কি লঘু ঐ উভয় গ্রন্থেই ১২শ বিলাসে বৈষ্ণবদিগের উপবাস সামান্যের দিননির্ণয় প্রকরণে, একাদশী চতুর্দ্দশী, পুর্ণিমা, অমাবস্যা, তৃতীয়া, চতুর্থী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী প্রভৃতি তিথিতে উপবাসের, (অর্থাৎ অনুকল্পে, নক্তব্রতে, একভক্তে, বা অযাচিত-ভাবে বৃত্তিবিধানের, কিম্বা স্বরূপতঃ ভোজনচতুষ্টয়ের অভাবে, নির্জ্জল ব্রত উপবাসের) বিধান দেখিবেক, তথায় ঐবিহিত তিথি পূর্ব্বতিথিবিদ্ধা হইলে উহাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎপরদিনবর্ত্তি তিথিতে, উপবাস ও তাহার অনুকল্পচতুষ্টয়েরও

---

আরে ভাই বড়ই বিষম কলিকাল। গরলে কলস ভরি, মুখে তার দুগ্ধ পুরি, তৈছে দেখ সকলি বিটাল। ভকতের ভেক ধরে, সাধু পথ নিন্দা করে, গুরুদ্রোহি সে বড় পাপিষ্ঠ● গুরুপদে যার মতি, খাট করায় রতি, অপরাধি নহে গুরুনিষ্ঠ॥ প্রাচীন প্রবীণ পথ, তাহা দোষে অবিরত, করে দুষ্ট কথার সঞ্চার। গঙ্গাজল যেন নিন্দে, কুপজল যেন বন্দে, সেই পাপী অধম সবার॥ যার মন নির্ম্মল, তারে করে টলমল, অবিশ্বাসি ভকত-পাষণ্ড। হেতু সে খলের সঙ্গ, মূঢ়মতি করে অঙ্গ, তার মুণ্ডে পড়ে যমদণ্ড॥ কাল ক্রিয়া লেখা ছিল, এবে পর ভেক ভেল, অধমের শ্রদ্ধা বাঢে তায়। নরোত্তম দাস কহে, এজনার ভাল নহে, এরূপে বলিল বিহি তায়॥

বিধান জানিবেক। একাদশী তিথিকে সর্ব্বসম্মত উপবাস দিনবোধে, স্মার্ত্তমাত্রেই প্রায় একাদশী প্রকরণে, শুদ্ধা পূর্ণা অধিকা আদি তিথির এবং নানাবিধবিদ্ধা তিথির লক্ষণ করিয়াছেন। মুদ্রিত হইয়া সাধারণের বিদিত লঘু হরিভক্তিবিলাস উল্লেখ করিয়াই বলিতেছি ও বলিব॥ সম্প্রতি ৪ চারিপক্ষ উপস্থিত। ১ম, যাহারা ৪১ দণ্ডের পর দশমী থাকিলেই ব্যালমুখী বিদ্ধা বলিয়া, একাদশী ত্যাগ করিয়া থাকেন, এই মতে ৪২ দণ্ডে মহাব্যালা নাম, ৪৩ দণ্ডে ভয়া, ৪৪ দণ্ডে পূর্ণা, কিন্তু উহাকে কেহ কেহ মহাভয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইত্যাদি অনেক মুনিবচন প্রমাণ দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদীয় প্রমাণে আরও একপ্রকার নিরূপিত আছে। ঐমতে, ৫২দণ্ডে বিদ্ধাকে ছায়া, ৫৩দণ্ডে পূর্ণা,এবং উহাই গ্রস্তা, ৫৪দণ্ডে অতিবিদ্ধা, ৫৫দণ্ডে মহাবিদ্ধা, ৫৬দণ্ডে প্রলয়া, ৫৭দণ্ডে মহাপ্রলয়া, ৫৮ দণ্ডে ঘোরা, ৫৯ দণ্ডে মহাঘোরা; যাহা সম্পূর্ণা, ৬০ দণ্ডে উহা রাক্ষসী নামে সংজ্ঞিত হয়। (খ) এইরূপে নানাবিধ বেধের লক্ষণ নির্দ্দেশ করতঃ সনক-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবশ্রেণীর অন্তর্গত নিম্বার্ক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ীরা সকল বিষ্ণুর তিথি কি বাসর, অর্দ্ধরাত্রকালে পূর্ব্বতিথি সংস্পৃষ্ট হইলে ঐ বিদ্ধা-তিথিকে পরিত্যাগ করতঃ, তৎপরবর্ত্তি তিথিতে উক্ত কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এইমত অর্দ্ধরাত্রবেধ বাদী ১ম পক্ষ। অরুণোদয়কালে বেধবাদী ২য় পক্ষ। সূর্য্যোদয় বেধবাদী ৩য় পক্ষ। এবং নক্ষত্র প্রভৃতিযোগ সর্ব্বাপবাদক বলিয়া বেধ আদি কিছুই বাধা না মানিয়া জয়ন্তী প্রভৃতি যোগের সম্মাননায় বেধমাত্রকেই গ্রাহ্য করেন না, এইমাত্র মৌখিক কথা সার, এই ৪র্থ পক্ষ॥ শ্রীসনকসম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবশ্রেণীভুক্ত শ্রীনিম্বাদিত্যস্বামী-মতানুগামি ও শ্রীসম্প্রদায়ী শ্রীরামানুজস্বামীর দলভুক্ত শ্রীরামানন্দিমতানুসারি কোনও কোনও শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণবদলে, উক্ত অর্দ্ধরাত্র সময় হইতে পূর্ব্বতিথিবিদ্ধা হইলেই কৃষ্ণজন্মাষ্টমী

(খ) ইহা গোপালভট্টগোস্বামি লিখিত লঘু হরিভক্তিবিলাসের দ্বাদশ বিলাসে ৭৩ অঙ্কিত শ্লোকে এবং ১৪৪ হইতে ১৪৭ পর্য্যন্ত শ্লোক এবং তত্তৎ শ্লোকের টীকাসহ পাঠে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেক, যে, মূলে কূর্ম্ম পুরাণীয় ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় প্রভৃতি পুরাণীয় মুনিবচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া অর্দ্ধরাত্রবেধ সমাধান করিয়া "আমাদিগের মতে ঐ সকল ধর্ত্তব্য বেধমধ্যে গণ্য করি না" এই উক্তিতে মীমাংসা করিয়াছেন। আর টীকায় উদ্ধৃত তদ্রূপ অন্যান্য অনেক বচন, "কোনও সঙ্গ্রহকারের উদ্ধৃত নহে বলিয়া অমূলক" বোধে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এইরূপের মীমাংসাভাবেই মূলকার ও তট্টীকাকারের দুইপ্রকার ভাব সুস্পষ্ট প্রকাশ হয়।

প্রভৃতি হরিবাসর-পদবাচ্য সকল তিথি পরিত্যাগ করিয়া তত্তৎপর তিথিতেই ব্রত উপবাস আদি করিয়া থাকেন। (গ) তাঁহাদিগের মতে স্মৃতি গ্রন্থও অনেকগুলি প্রচারিত আছে। উহাতে নানাপুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি হইতে প্রমাণ বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া বিচার দ্বারা মীমাংসা পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন। এই প্রথম-পক্ষীয় বৈষ্ণবমত।১। দ্বিতীয় শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট শ্রীমন্মাধ্ব্যাচার্য্যীয়-মতানুগত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়-ভুক্ত সনাতনবৈষ্ণবেরা অর্দ্ধরাত্রাদিকালে বেধ ধার্য্যমধ্যে গণ্য করেন না, তাহাতে এই হেতু ও যুক্তি প্রদর্শন করেন, যে অর্দ্ধরাত্রবেধ কপালবেধ আদি তাঁহাদিগের মতে, কেবল পক্ষবর্দ্ধনী মহাদ্বাদশীস্থলেই অগত্যা বেধের মধ্যে গণ্য করা যায়; অর্থাৎ যদ্যপি শুক্লা কিম্বা কৃষ্ণা দশমীর, তিথি-বৃদ্ধি অনুসারে বৃদ্ধি হইয়া ক্রমান্বয়ে পূর্ণিমা কি অমাবস্যা পর্য্যন্ত ৬০ ষষ্টি দণ্ডে বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে, অর্দ্ধরাত্রাদিকালে দশমীবিদ্ধা একাদশীত্যাগ করতঃ, অষ্টমহাদ্বাদশীমধ্যে পরিগণিত ঐ পক্ষবর্দ্ধনী নামক চতুর্থ মহাদ্বাদশীতে ব্রত উপবাস করার বিধান আছে। নতুবা অন্যান্য-হরিবাসর-পদবাচ্য জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সকল হরিসম্পর্কীয় ব্রত ও উপবাসের যোগ্য তিথিই, অরুণোদয়কালে পূর্ব্বতিথি-বিদ্ধা হইলে, পরিত্যাগ করা বিধেয়, কর্ত্তব্য ও ন্যায্য এবং বিচারসঙ্গত, যেহেতু স্মার্ত্তমতানুযায়ী অন্য উপাসক-সম্প্রদায়-ভুক্ত, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব প্রভৃতি তান্ত্রিকেরাও, অরুণোদয়-কাল হইতে দিবা-প্রবৃত্তি ও সূর্য্যের প্রভা প্রকাশ স্বীকার করতঃ, স্নান তর্পণ সন্ধ্যা বন্দন আদি, তাবৎ নিত্য আহ্নিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন, এবং মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত সাধ্য ক্রিয়া, সম্পাদনেরও শাস্ত্রেতে বিধান আছে। আর শব্দশাস্ত্রে কোষ প্রভৃতিতে এবং কূর্ম্মপুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এবং তন্ত্রে ও স্মৃত্যর্থসার দেবল প্রভৃতি সমুদয় প্রামাণ্যগ্রন্থে, মুনিবচন প্রমাণে, রাত্রিকে ত্রিযামা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহাতে এই যুক্তি ও হেতু প্রদর্শন করেন, যে রাত্রির প্রথম চারি দণ্ড সময়, দিবসের অন্ত্যভাগের মধ্যে গণ্য, আর রাত্রির শেষ চারিদণ্ডকাল, দিবসের আদ্য ভাগ মধ্যে পরিগণিত, সুতরাং প্রথম যামের

(গ) নিম্বার্ক-ব্রত-নির্ণয়, বৈষ্ণবধর্ম্ম-সুরদ্রুম-মঞ্জরী, বৈষ্ণবতত্ত্বভাস্কর, তুলস্যাদিতত্ত্বদীপিকা প্রভৃতি এবং অতিপ্রামাণিক সনৎসুজাতধর্ম্মবিবৃতি প্রভৃতি নিম্বার্কবৈষ্ণবদিগের অনেক স্মৃতিগ্রন্থ আছে। এই নিম্বার্কসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের অসদ্ভাব উল্লেখ করিয়া, নির্ণয়সিন্ধুকার কমলাকরভট্ট নিজকৃত গ্রন্থে জন্মাষ্টমী প্রকরণে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন॥

প্রথম একার্দ্ধভাগ ও শেষ যামের শেষ একার্দ্ধভাগ, দিন মধ্যে গণ্য ও বাচ্য এবং কার্য্যার্হা, এই বিধায় ও ব্যবহার অনুসারে দুই যামার্দ্ধ বহির্গত হওয়াতে রাত্রির সমুদয়ে এক যাম বহির্ভূত হইল। উহাতেই রাত্রির ত্রিযামা নামে সংজ্ঞা প্রমাণিত ও মীমাংসিত হইয়া সর্ব্ববাদিসম্মতে স্থিরসিদ্ধান্তিত হইয়া প্রচলিত রহিয়াছে। আর বিবেচনা করিলে শাস্ত্রে ইহার শেষ যামের অর্দ্ধভাগ, (নিশান্তভাগ) অর্থাৎ দিবসের আদ্য কি প্রথমভাগ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ঐ সময়ে কি বৈদিক কি পৌরাণিক কি তান্ত্রিক যাবতীয় উপাসকসম্প্রদায়ের ধর্ম্মকর্ম্মঅনুষ্ঠানের পরম প্রশস্ত কাল, দ্বিতীয় মুহূর্ত্তকে রৌদ্র মুহূর্ত্ত বলিয়া তদপেক্ষার কিছু গুণ হীন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ ব্রাহ্মসময়, বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনারও সাফল্য সম্পাদক পুণ্যতম কাল। উল্লিখিত মতে দিনাদি ভাগ যে অরুণোদয় কাল উহাই ভাস্কর কি দিবাকরের উদয়কাল বলিয়া গণ্য। ঐ সময়ে যে তিথি কিঞ্চিৎমাত্র থাকে, উহারই সেই দিন অধিকার হওয়ায়, দশমী কলামাত্র থাকি-লেই ঐ দিনের একাদশী, দশমীর অধিকারে আসুরী তিথি বলিয়া সংজ্ঞা হয়, এই কারণে হরিতিথি কিম্বা হরিবাসর বলিয়া উহাকে নির্দ্দেশই করিতে নিষিদ্ধ, ইহা মুনি বচনে প্রমাণিত রহিয়াছে, যথা হরিভক্তি বিলাসে উদ্ধৃত স্কন্দপুরাণের বচন। "দশম্যেকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতোঽসুরঃ।" ইত্যাদি। এই বিধায় এই দ্বিতীয় পক্ষ, অরুণোদয়-বেধ-বাদীমতে, সূর্য্যোদয় বেধের নিরাকরণে, আর পৃথক মীমাংসার আবশ্যকতা ও অবসর রহিল না, ইহাতে এই, যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত বিচারের মীমাংসায়, ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে, যে যাবতীয় হরিব্রত কি উপবাস, বৈষ্ণবের আবশ্যক কার্য্যের অনুষ্ঠানে উক্ত তিথি অরুণোদয়কালে পূর্ব্বতিথিবিদ্ধা হইলে পরিত্যাগ করিয়া তত্তৎ পরবর্ত্তী তিথিতে ঐ সকল বিহিত কর্ম্ম যথা বিধানে নির্ব্বাহ করিতে হয়। এই বিষয়, কি বৃহৎ কি লঘু উভয় হরিভক্তিবিলাসেরই দ্বাদশবিলাসে, অরুণোদয় লক্ষণ ও অরুণোদয়বিদ্ধা তিথিতে, উপবাস করার দোষ নিরূপণপ্রসঙ্গে, উপক্রমের ১৩৭ অঙ্ক হইতে ১৪১।১৪২ ও ১৪৩ অঙ্কিত কয়েকটী শ্লোক নিজে করিয়া গ্রন্থকারের স্বমতপ্রকাশের প্রতিজ্ঞার উপসংহার করিয়াছেন, যে, ইতঃপূর্ব্বে বিদ্ধার লক্ষণ অনুসারে সাধারণ্যে বিদ্ধা তিথিতে উপবাস করিলে যে বিদ্ধা সাধারণ্যে দোষ লিখিত হইয়াছে, এই অরুণোদয়বিদ্ধা লক্ষণ অনুসারে বিদ্ধাতে কার্য্য করিলেও, সেই সমুদয় দোষই হয়, এই মীমাংসার সিদ্ধান্ত জানিবেক।১৪১। এবং বিদ্ধা তিথিতে ব্রতোপবাসাদি বিধায়ক অন্যান্য বচন সমূহকে অবৈষ্ণবের অর্থাৎ বৈষ্ণবেতর

শাক্ত শৈব ও সূর্য্যোপাসক প্রভৃতির জন্যই শাস্ত্রে নির্দিষ্ট রহিয়াছে, কিম্বা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের মায়া কল্পিত বলিয়া বুঝিয়া লইবেক।১৪২॥ এই প্রসঙ্গক্রমে, বৈষ্ণবদিগের পক্ষে জন্মাষ্টমী নৃসিংহচতুর্দ্দশী প্রভৃতি সমস্ত ব্রত উবাসই একাদশীর তুল্য, অরুণোদয়কালে পূর্ব্বতিথিবিদ্ধ হইলে, উহা পরিত্যাগ করিয়া তত্তৎপরতিথিতে ঐ ঐ ব্রত উপবাস করিবেক, নতুবা, অরুণোদয়ে বিদ্ধা একাদশীতে ব্রত উপবাস করিলে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট সমুদয় তত্তাবৎদোষই অরুণোদয় বিদ্ধায় অন্যান্য ব্রতোপবাসমাত্রকারিকে তাদৃশ দোষই আশ্রয় করিবেক। ইহাই স্থির মীমাংসিত ব্যবস্থা জানিবেক।১৪৩। ইহা ২য় পক্ষ। এই বিধান হরিভক্তিবিলাসে ১২শ বিলাসে দেখিতে পাইবেক। ৩য় পক্ষ, সূর্য্যোদয়বেধবাদী। ইহাঁরা বিশ্বরূপীবিরাট্ বৈষ্ণবপক্ষাশ্রয়ী নামমাত্রেই কেবল সহজ বৈষ্ণব শ্রেণীভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং আচার বিষয়ে ও বৈলক্ষণ্যভাব, বৈষম্যভাব স্বভাবতঃই জাজ্জল্যমান দেখা যায়, ইহাঁরা নির্জ্জল উপবাসই, কায়ক্লেশকর শুষ্কসাধন আদি করিতে বড়ই বিরক্ত, বিশ্বরূপীবিরাট্ বৈষ্ণব, সুতরাং অপরকেও নিষেধ করিয়া থাকেন, তাহাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থের মধ্যখণ্ডে, শ্রীসনাতনশিক্ষার (২৩ পরিচ্ছেদে) মহাপ্রভুর নিজমুখবাক্য বলিয়া প্রমাণ দিয়া থাকেন, যথা—"সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন বিবরণ। পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেমধন॥ পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে। তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি সঞ্চারে॥ তুমিহ করিহ ভক্তি শাস্ত্রের প্রচার। মথুরা লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার॥ বৃন্দাবনে সেবা বৈষ্ণব আচার। ভক্তি-স্মৃতিশাস্ত্র করি করিহ প্রচার॥ যুক্ত-বৈরাগ্য স্থিতি সব শিখাইল। শুষ্ক-বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল॥" ইত্যাদি আরও অনেক প্রমাণ বলিয়া ঐ গ্রন্থের স্থানের স্থানের পয়ার আবৃত্তি করিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন, যথা, "কামত্যাগী কৃষ্ণভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানী। দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥" কামত্যাগীর অর্থ করেন কর্ম্মত্যাগকারী এবং কৃষ্ণভজন শব্দার্থ, কেবল নাম কখনও কখনও করামাত্র, নতুবা, প্রভুতে প্রেম রাখা, তিনি প্রেমময় মূর্ত্তি সন্ন্যাসী, গৌরাঙ্গপ্রভুকে যে ভালবাসে, সেই ভালবাসা-ভক্তকে, পাপাচার বা নিষিদ্ধাচার করিলেও প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া, শুদ্ধ করিয়া লয়েন, এভাবেই কৃপাশক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। এবং ঐ গ্রন্থের ঐ প্রকরণে প্রভুর উপদেশ বাক্য প্রমাণ, "বিধি ধর্ম্মছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ। নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥ অজ্ঞানেহ হয় যদি পাপ উপস্থিত। কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে, না করান প্রায়শ্চিত॥" আর ঐ গ্রন্থের আদি খণ্ডে

লিখিত প্রমাণ উল্লেখ করেন "অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আদি বাঞ্ছা সব॥ তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥" কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ হয় জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥" "এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়। না কহিলেও কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়। অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়। বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়॥" ইত্যাদি প্রবাহমার্গের এবং পুষ্টিমার্গের চালচলনের জ্বালায়,যথেচ্ছাচার-চুল্লীতে,মর্য্যাদামার্গ অর্থাৎ বিধি অনুসারে বৈষ্ণবকৃত্যের প্রণালী পদ্ধতির লোপ করিয়া, কলিযুগের অদ্ভুত রসের পাক করিতে বড়ই ব্যগ্র ও প্রয়াসী। যথার্থই বটে "গৌরপ্রেমের ঢেউ লেগেছে যার মনে। সেহ বেদাদির বিধি কিছুই না মানে॥ গৌরের মনের কথারে রসিকভক্ত বই আর কে জানে॥ (নিতাই) অবধূতের ভাব সেই সে কেবল জানে।" এবং শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধীয় ভগবানের নিজ বচনও মুখস্থ করিয়া প্রমাণ স্থলে আবৃত্তি উচ্চারণাদি করিয়া থাকেন, যথা,"জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বা হনপেক্ষকঃ। স্বলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥"

ভগবদ্ভক্তের পক্ষে কোনও বিধি ও নিষেধ নাই এবং যাহারা কোনও অপেক্ষা না করিয়া স্বীয় জাতি, ও আশ্রম অনুযায়ি চিহ্ন সকল পরিত্যাগ করতঃ সমুদয় বিধি বিধানের বন্ধন বহির্ভূত হইয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাহারাই জ্ঞাননিষ্ঠ বৈরাগী কিম্বা নিরপেক্ষ নিষ্কিঞ্চন মদীয় ভক্ত। ভগবানের এই নিজ মুখে উপাদিষ্টবাক্য নির্ভর করিয়া আপনাকে পরমভাগবত এই ভ্রমবোধে যথেচ্ছাচারী হইয়া যান,এবং নিজ সম্প্রদায়ের সমবেতদল মধ্যে,সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ অদূরদর্শী অর্ব্বাচীন নবীনলোকের সম্মুখে অদ্ভুত বিশ্বরূপীবিরাট্ বৈষ্ণবতার কথা, সহজভাবে আচরণের উপদেশ দিয়া থাকেন; এবং প্রচারিত,লঘু হরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণব স্মৃতির ২০ বিংশতি বিলাসের সর্ব্বশেষে ঐকান্তিক কৃত্যে উদ্ধৃত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় বচন "যথা কথমপি শ্রীমান্ শ্রীকান্তং সমুপাশ্রিতঃ। কুরুতে হখিলপাপানাং প্রলয়ং কিং পুনর্ব্রতৈঃ॥ শ্রীবিষ্ণুরহস্যে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে চ মাসোপবাসকথনান্তে। ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্তানাং সদৈব বিমলা মতিঃ। পরিতোষয়তে বিষ্ণুং নোপবাসো জিতাত্মনঃ। কিং তস্য বহুভিস্তীর্থৈঃ স্নানহোমজপব্রতৈঃ॥ বাসুদেবপরো নিত্যঃ ন ক্লেশং কর্ত্তুমর্হতি।" ইত্যাদি। ইহার অর্থ উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতীয় ১১ একাদশস্কন্ধে ২৭ শ্লোকে স্বয়ং শ্রীভগবান উদ্ধবকে নিজেই বলিয়াছিলেন যে, যিনি বাহ্য আড়ম্বর সমস্তই (অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত ত্রিদণ্ডাদিসহ

সকল চিহ্ন,) আশ্রমোচিত পবিত্র ধর্ম্মচিহ্ন, সকল পরিত্যাগ সহকারে শাস্ত্র মর্য্যাদামার্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া বিচরণ করিয়া থাকেন, ঐ সকল ভক্তের, নিজ হইতেই ভক্তি প্রসারিত হয়। ভক্তির বিঘাতক ব্রত আদি দ্বারা তাহাদিগের কি হইবেক? আর দেখ ঐ গ্রন্থের ১১শ স্কন্ধের ২০ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে ভগবানের নিজের উক্তি, যে, প্রকৃতির অতীত ঐ সকল ভাগবতের পক্ষে বিধি নিষেধ দ্বারা আগন্তুক পুণ্যপাপ প্রভৃতি কিছুই সম্ভব হয় না ও কিছুই কার্য্যকর নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তেও উক্ত আছে যে, যে কোনও প্রকারে হউক না কেন, যে কোনও লোক, শ্রীকান্ত ভগবানকে আশ্রয় করেন, তিনিই নিজে শ্রীমান্ হইয়া, সকল পাতককেই বিনাশিত করেন॥ বিষ্ণুরহস্যপুরাণে, ব্রহ্মা ও নারদের সম্বাদে, মাসিক উপবাস কথনের অন্তে, উক্ত আছে যে, যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অনাসক্ত ও সর্ব্বদা নির্ম্মল মতি, হইয়া বিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করেন, তাঁহাদিগের উপবাস আদি করা অনাবশ্যক, এবং অনেক তীর্থযাত্রা ও স্নান, হোম, জপ, ব্রত প্রভৃতিতেও, আর কোনও প্রয়োজন নাই॥ ভগবৎপরায়ণের নিত্যকায়ক্লেশকরকার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে ও আবশ্যক করেনা। এই বিধায় তাঁহাদিগের পক্ষে কায়ক্লেশকর কোনও সাধনাঙ্গ ভক্তি যাজনের পথে অনুসরণ করা, আর বিধেয়বোধে অবশ্য কর্ত্তব্য নহে॥ এই সকল প্রমাণে, মুনিবচন দর্শাইয়া অভ্যাস বশতঃ শুকাদি পক্ষীর তুল্য মুখে উচ্চারণ করিয়া বিজ্ঞধার্ম্মিকের সমাজে তাহাদিগের নিজ যথেচ্ছিত অনাচার দুরাচার ও নিষিদ্ধাচার এবং অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপেয় পান প্রভৃতি, শ্রীসনাতন বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্রে বিধানমার্গে অবশ্য পরিবর্জ্জনীয় নিষিদ্ধ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানকেও তদবস্থ প্রশংসাপর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে সবিশেষ প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এবং অত্যন্ত অনভিজ্ঞ লোকদিগকে, উল্লিখিত কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত গ্রন্থের পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি বাঙ্গালাভাষায় প্রমাণ পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিজে আচরণ করিয়া প্রচারিত এবং আদিষ্ট, ও প্রদর্শিত দিশা অনুসারে বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ, এই বিশ্বরূপী-বিরাট্ বৈষ্ণবের আচার ব্যবহারে সহজেই প্রেমভক্তি লাভ, হাতে হাতে করায়ত্ত হইয়া যায়। এই সুবিধায় সহজ রীতি প্রণালী পদ্ধতির আশ্রয়ে, জাতি বিচার নাই, চণ্ডাল হইতে ষড়্‌গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত, ও ব্রহ্মচারী হইতে ভিক্ষু পর্য্যন্ত, এবং নাস্তিক পাষণ্ড ম্লেচ্ছ যবন পর্য্যন্তও একাকারের সম্মানাস্পদ হইয়া, একপ্রকার পদবীতে আরোহণ করতঃ, সমানসম্মানে সম্মাননীয় ও গৌরবান্বিত হইয়া আদরণীয় হইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আর বলেন, যে, দেখ যেমন যবনকুলোৎপন্ন

হরিদাসকে কুবের-মিশ্রাত্মজ অদ্বৈতপ্রভু ব্রাহ্মণোত্তমমান্য করিয়া শ্রাদ্ধপাত্র খাওয়াইয়াছিলেন। হাড়াই পণ্ডিতের (বা মুকুন্দ ওঝার) নন্দন নিত্যানন্দপ্রভু তৎকালীন অতি হেয় স্বর্ণবণিক্ জাতীয় উদ্ধারণদত্তকে প্রাত্যহিক নিজ ভক্ষ্যার্হ অন্নপাকাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই প্রথানুসারে প্রচলিত বিশ্বরূপী-বিরাট্ বৈষ্ণব সম্প্রদায়, প্রচরদ্রূপ থাকিলে, উত্তরোত্তর দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া বর্ণ আশ্রমের একতায়, সমুদয় একভাবাবলম্বী হইলেই খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম ও যবন প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সকল ধর্ম্মের লোকই ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পাইবেক, এ বিধায়, তাদৃশ বিশ্বরূপী বিশ্বম্ভরী বিশ্বজনীন মহাবিরাট্ বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত ও সম্মানিত হওয়া অতি সহজভাবে অল্পায়াস-সাধ্য। এমন স্থলে বহুকাল প্রচলিত সদাচারের, পরিবর্জ্জনে কিম্বা অত্যাচার দ্বারা উল্লঙ্ঘনে বা বিধি বোধিত অবশ্যকর্ত্তব্য মর্য্যাদামার্গের ব্যতিক্রমেও, কোনও দোষস্পর্শের আশঙ্কা বা সম্ভাবনা থাকে না। ইহাতে ভারতবর্ষের মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের সমুদয় জাতীয় সমুদয় আশ্রমের লোক, বলিতে কি আমেরিকা ইউরোপ বিলাত প্রভৃতি দেশীয় নরনারীগণেও এবম্বিধ বৈষ্ণবতাভাব অবলম্বন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন, তাহাতে প্রেমময়-মূর্ত্তি সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর মনোমত মনোগত হৃদয়ের ভাব প্রচারিত হইয়া যে প্রকাশিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; এই প্রকার নিমাই পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমিয়া চরিতে জগৎ আপ্লাবিত হইয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইবেইত। পূর্ব্বকার তত্তৎসময়ের নিদর্শন কিছুমাত্র প্রদর্শিত হইল, এক্ষণে বর্ত্তমান সেই সমুদয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্য, উপদেশক ও ধর্ম্মযাজক বলিয়া পরিগণিত সেই মহাপূজ্য প্রভুবংশীয় ও মহামান্য আচার্য্য-বংশীয় এবং বৈদ্যজাতীয় সরকারঠাকুরবংশীয় ও কায়স্থজাতীয় ঘোষঠাকুরবংশীয় বসুঠাকুরবংশীয় প্রভৃতির অন্বয়সমুদ্ভুত লোকই তাদৃশ বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত গৌরবান্বিত ও সম্মানিত। বলিতে কি দেখ দেখি প্রায় সকল মহাশয়েরা যাদৃচ্ছিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তি হইয়া বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্র বিধি বোধিত মর্য্যাদা মার্গ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সিদ্ধতণ্ডুলের পাককরা অন্ন ও অভক্ষ্য মৎস্যাদি এবং বিষ্ণু নৈবেদ্যে অদেয় নিষিদ্ধ দ্রব্য সকল ভোজন পান আদি করিয়াও বৈষ্ণব সমাজে আদরণীয় ও গৌরবান্বিত হইয়া সম্মানিত হইতেছেন। এতাদৃশ যদৃচ্ছামূলক নিরর্গল বিশ্বরূপীবিরাট্ বৈষ্ণবতার পদ্ধতি ও রীতি প্রণালীর পরিবর্ত্তন করা, সঙ্কোচিত করা, কিম্বা কোনও বিধায় কোনও ক্রমেই বাধা দিয়া ব্যতিক্রম করা, বুদ্ধিমান্ দূরদর্শী শিক্ষিত সভ্যের পক্ষে, ন্যায্য ও উচিত নহে। যেহেতু যদৃচ্ছা-

প্রবৃত্তি মূলক যথেচ্ছ আহার ব্যবহারে, বৈষ্ণবতার কর্ত্তব্যতা রক্ষণ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং অবিনীতশিষ্টাচারের নিদর্শন প্রমাণদ্বারা তাহার পুষ্টি করিবার জন্য, পূর্ব্বকালীন চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় আদিব্যাস বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের প্রণীত শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অনেকস্থলে, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর চরিত্রের বিষয় যাহা বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে অন্তখণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে উক্ত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর উদ্দেশে শ্রীমহাপ্রভুর এই উক্তিই,——

"কহিলাঞো এই বিপ্র! ভাগবত কথা। নিত্যানন্দ প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্ব্বথা॥ নিত্যানন্দ-স্বরূপ -পরম-অধিকারী। অল্পভাগ্যে তাঁহারে জানিতে নাহি পারি॥ অলৌকিক চেষ্টা যেবা কিছু দেখ! তান। তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ॥ পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার। তাঁহা হৈতে সর্ব্ব জীব পাইবে উদ্ধার॥ তাঁহার আচার, বিধি-নিষেধের পার। তাঁহারে বুঝিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥ না বুঝিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ। পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি, তার হয় বাধ॥ চল বিপ্র! তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও। এই কথা গিয়া তুমি সবারে বুঝাও॥ পাছে তাঁরে কেহো কোনওরূপে নিন্দা করে। তবে আর রক্ষা তার নাহি যমঘরে॥ যে তাঁহারে প্রীত করে, সে করে আমারে। সত্য সত্য বিপ্র! এই কহিল তোমারে॥ মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে। তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥"

তথাহি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত শিক্ষা শ্লোকঃ——

"গৃহ্নীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ-পদাম্বুজম্॥"

অনুবাদ।

নিত্যানন্দ, যবনীর পাণিই গ্রহণ করুন, অথবা শৌণ্ডিক-আলয়েই প্রবেশ করুন, তথাপি তাঁহার চরণ-কমল ব্রহ্মারও বন্দনীয়॥

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সেই সুব্রাহ্মণ। পরম আনন্দ যুক্ত হইলেন মন॥ নিত্যানন্দ প্রতি বড় জন্মিল বিশ্বাস। তবে আইলেন নবদ্বীপ-নিজবাস॥ সেই ভাগ্যবন্ত বিপ্র আসি নবদ্বীপে। সর্ব্বাগ্রে আইলা নিত্যানন্দের সমীপে॥ অকৈতবে কহিলেন নিজ অপরাধ। প্রভুও শুনিঞা তাঁরে করিলা প্রসাদ॥ হেন নিত্যানন্দ স্বরূপের ব্যবহার। বেদগুহ্য লোকবাহ্য যাঁহার আচার॥ পরমার্থে নিত্যানন্দ পরম-যোগেন্দ্র। যাঁরে কহি আদিদেব ধরণীধরেন্দ্র॥ সহস্রবদন নিত্য-শুদ্ধ-কলেবর। চৈতন্যের কৃপা বিনু জানিতে দুষ্কর॥

কেহো বোলে "নিত্যানন্দ যেন বলরাম।" কেহো বোলে "চৈতন্যের বড় প্রিয় ধাম॥" কেহো বোলে "মহাতেজী অংশ অধিকারী॥" কেহো বোলে "কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥" "কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী। যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥ যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে। তাঁর পাদপদ্ম মোর রহুক হৃদয়ে॥" এবং উল্লিখিত ঐ শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যমখণ্ডে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে শেষভাগে লিখিত আছে যে, "এইমতে দুইজনে মহা কুতূহলী। শেষে দুই জনেতেই বাজিল গালাগালী॥ অদ্বৈত বোলয়ে অবধূত মাতালিয়া। এথা কোন জন তোরে আনিল ডাকিয়া॥ দুয়ার ভাঙ্গিয়া আসি সাম্ভাইলি কেনে। সন্ন্যাসী করিয়া তোরে কহে কোন জনে॥ হেন জাতি নাহি না খাইলি যার ঘরে। জাতি আছে হেন, কোন জনে কহে তোরে॥ বৈষ্ণব সভায় কেন মহা মাতোয়াল। ঝাট নাহি পলাইলে, নহিবেক ভাল॥ নিত্যানন্দ বোলে আরে নাঢ়া বসি থাক। কিলাইয়া পাঁড়ো, পাছে দেখাঞো প্রতাপ॥ আরে বুঢ়া বামনা তোমার ভয় নাই। আমি অবধূত চন্দ্র ঠাকুরের ভাই॥ স্ত্রীএ, পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী। পরমহংসের পদে আমি অধিকারী॥ আমি মারিলেও তুমি কি বলিতে পার। আমা সনে তুমি অকারণে গর্ব্ব কর॥ শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে। দিগম্বর হইয়া অশেষ মন্দ বোলে॥ মৎস খাও, মাংস খাও, কেমত সন্ন্যাসী। বস্ত্র এড়িলাম আমি এই দিগ বাসী॥ কোথা মাতা পিতা, কোন দেশে বা বসতি। কে জানয়ে ইহা সে বলুক আসি ইতি॥ এক চোরা আসিয়া এতেক করে পাক। খাইমু শুষিমু সংহারিমু সব থাক॥ তারে বলি সন্ন্যাসী যে কিছু নাহি চায়। বোলায় সন্ন্যাসী দিনে তিনবার খায়॥" ইত্যাদি।

সমস্ত নিদর্শনের মূলীভূত প্রধান প্রমাণ প্রতিপন্ন হইল। "(নিতাইর) কি আশ্রম বেশ কেহ না পারে বুঝিতে। আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখায় জগতে॥" অনায়াসলভ্য-বৈষ্ণবতার সুখে সিদ্ধিপ্রদ ঐ বৈষ্ণবসমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া ঐ বৈষ্ণবশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিলে, কোনও কায়ক্লেশসাধ্য সাধনের আবশ্যক নাই, ইহাতে জাতিভেদ নাই, আশ্রম-বিভাগও নাই, নীচ পাষণ্ড দুরাচারীর ও পতিত অধমের উপেক্ষা নাই, আপামর সকলেই সমানভাবে সমাদরণীয় ও সম্মাননীয় হইতে পারেন। এমন স্থলে, প্রেমময়মূর্ত্তি সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গের, প্রচারিত বিশ্বরূপী বিশ্বম্ভরী বিশ্বজনীন বিরাট্ বৈষ্ণবতার, অনর্গল বলবৃদ্ধি ও উন্নতি ব্যতীত, হ্রাস বা অবনতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না।

আর বিশেষবিবেচনায় বোধ হয় এই, যে এতদ্দেশে নাস্তিকতা খ্রীষ্টানী মুসলমানী বৈধর্ম্ম্যভাব অবলম্বন জন্য যে অত্যাচারের উপক্রম হইয়াছিল, যদিও সহজভাবে অনায়াস লভ্য নিরাকার ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বনে, এই অত্যাচার কিয়দংশে নিবৃত্তি হইতেছিল বটে, কিন্তু সর্ব্বথা সর্ব্ববিধায় সর্ব্বাংশে হিন্দুধর্ম্মসমাজের অন্তর্নিবিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট থাকিয়া সহজেই অবশিষ্ট বৈধর্ম্মিক অত্যাচারের অল্পদিনেই সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা ছিল না; সেই কারণে এই ভাবে ও আকারে, বিশ্বরূপী বিশ্বম্ভরী বিশ্বজনীন বিরাট্ বৈষ্ণবতা, প্রায় অবাধে সামাজিক সমাদরে প্রচলিত থাকিলে, সেই আশা অতিসত্বরে স্বল্পকালেই সম্পূর্ণ সফল হইতে পারিবেক। অর্থাৎ পাশ্চাত্য-সভ্যতা-স্রোতঃ-প্রবাহিত এই বিংশতিতম শতাব্দে তৎপ্রতিকূলে কায়ক্লেশসাধ্য সাধনের দ্বারা লভ্য ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া, সভ্যতা বিরুদ্ধ বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত সুসভ্যোচিত অনায়াসলভ্য সহজ বৈষ্ণবধর্ম্ম পথ, সুবহুদূরদর্শী কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি মহাপ্রভুর কৃপাপাত্রেরা তাঁহাদের শ্রীগ্রন্থে পরিষ্কৃত সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তিত মতে শ্রীলেখনী দ্বারা শ্রীযুক্ত অক্ষরে অতি সহজে বুঝা যাইবার মত লিখিয়া রাখিয়াছেন।"

এইমতে প্রাচীন মহাপ্রামাণ্য ও বেদ হইতেও মহাপূজ্যভাবে সমাদরণীয় এবং গ্রাহ্য বিধায়, অনুসরণীয়। বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য বিষয়ে নিদর্শনের মূলীভূত। এক্ষণে আবার সেই প্রথার বর্ত্তমান নিদর্শন এই দেখ, যে বৈষ্ণবলক্ষণে সামান্যতঃ বৈষ্ণবমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য, ন্যায্য, উচিত, ও বিধেয়, যে বাহ্যচিহ্নসকল ও ক্রিয়া মুদ্রা, দেখিলে বৈষ্ণব বলিয়া সচরাচর বুঝিতে পারা যায়, তাহার কোনওটীও না থাকিলে বা তাহা বাহ্যে না দেখিলেও বৈষ্ণবতার কিছুই লোপ হয় না। উপবাস আদি কায়ক্লেশকর কোনও কার্য্যই আবশ্যক করে না অর্থাৎ কোনও প্রকারের কায়ক্লেশকর কার্য্য না করিয়াও, অনায়াসে, নিরর্গল সাধারণ গৌরাঙ্গ-সমাজভুক্ত বিশ্বরূপী বিশ্বম্ভরী বিশ্বজনীন বিরাট বৈষ্ণবদলের অন্তর্নিবিষ্ট, অবাধেই হইতে পারিবেক, তাহাতে আর কোনও আপত্তি বিপত্তি নাই। এ বিষয়ে কলিকাতাবাসী নব্যসম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকেইত, সহরতলী ও পল্লীগ্রামের তাদৃশ কোনও সংবাদ রাখেন না; সুতরাং তত্তৎ প্রদেশীয় যাবতীয় বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কিন্তু তত্তৎ প্রদেশীয় বৈষ্ণবতা সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, সম্পূর্ণ অভিজ্ঞের ন্যায় অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহা প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা কলিকাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া তদনুসারে পল্লীগ্রামের অবস্থাও আপন সমান বলিয়া অনুমান করিয়া লয়েন, ঐ

সকল মহোদয়েরা বলেন এদেশে বিদ্যার সবিশেষ চর্চ্চা হওয়াতে, বর্ত্তমান এই সুসভ্য বিশ্বরূপী বিশ্বম্ভরী বিশ্বজনীন বিরাট বৈষ্ণব ধর্ম্ম অতি সহজ বিধায়, বিনা বাধাবিপ্রতিপত্তিতে বাড়িতে থাকিলে, কষ্টকর সব কুপ্রথার প্রায় নিবৃত্তি হইয়া যাইবেক ॥ ইহাতে ম্লেচ্ছ যবনাদি নীচ জাতীয় লোকও, এই বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বনে পবিত্র হইয়া সম্মানিত ইহতে পারিবেক। তাহার প্রমাণ যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে

কীরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশাঃ আভীর কঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেহন্যেচ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ, শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥

কিরাত ॥১॥ হূণ ॥২॥ অন্ধ্র ॥৩॥ পুলিন্দ ॥৪॥ পুক্কশঃ ॥৫॥ আভীর ॥৬॥ শুহ্ম অথবা কঙ্ক ॥৭॥ যবন ॥৮॥ খস ॥৯॥ প্রভৃতি পাপজজাতিও যাহারা কর্ম্মজন্য প্রারব্ধ দোষে পাতকাদি বশতঃ অস্পৃশ্য এবং যাহাদের দেখিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, এরূপ নীচ পতিতের অধম বলিয়া গণ্য ও হেয় হইয়াছে, তাহারাও যে প্রভুর আশ্রিতের শরণ লইলে পবিত্র হয়, সেই মহাপ্রভাবশালী ভগবানকে নমস্কার।

একথা যথার্থ বটে, বহুকাল ইঙ্গরেজী বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন ও ইঙ্গরেজ জাতির সহিত ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ দ্বারা কলিকাতায় ও কলিকাতার সন্নিহিত স্থানে এবং তাদৃশ অবস্থাপন্ন ও তাদৃশ ভাবাপন্ন পল্লীগ্রামে তাঁহাদের মতের কুপ্রথা ও কুসংস্কারের অনেক অংশে নিবৃত্তি হইয়া আসিতেছে, বটে, কিন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত স্থানে সেখানে ইঙ্গরেজী বিদ্যার তাদৃশ অনুশীলন হইতেছেনা ও ইঙ্গরেজ প্রভৃতি তাদৃশ জাতির সহিত তদ্রূপ ভূয়িষ্ঠ সংস্রব ঘটিতেছেনা ·সুতরাং তত্তৎ স্থানে পুরাতন ঐকান্তিক বৈষ্ণবতার ঐমতের কুপ্রথা ও কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব প্রায় পূর্ব্বকার মত তদবস্থই রহিয়াছে। ফলতঃ বঙ্গদেশীয় রাঢ়ীয় এবং উত্তর রাঢ়ীয় পল্লীগ্রামের অবস্থা কোনও অংশে কলিকাতার মত হইয়াছে এরূপ নির্দ্দেশ নিতান্ত অসঙ্গত। কার্য্যকারণ ভাব ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে এরূপ সংস্কার

---

(ব্যাখ্যা) ॥১॥ কিরাত, চীন কৌলিন্দ বনরাজ্যবাসী নীচজাতি সাঁওতাল। ॥২॥ হূণ, তুরস্কদেশীয় ম্লেচ্ছ কিরাত শবর জাতি বিশেষ। ॥৩॥ অন্ধ্র, জগন্নাথের পর নিম্নপ্রদেশ সমুদ্রোপকূলে,শ্রীভ্রমর পর্য্যন্ত দেশবাসী, অন্ত্যজজাতি ব্যাধভেদ। ॥৪॥ পুলিন্দ, হিমাদ্রি কালাঞ্জন পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দেশবাসী ম্লেচ্ছ চণ্ডাল। ॥৫॥ পুক্কুশ,। অধমম্লেচ্ছ চণ্ডাল। ॥৬॥ আভীর, শ্রীকোঙ্কণের অধোভাগে তাপী নদীর পশ্চিমতটে এবং বিন্ধ্যপর্ব্বত প্রদেশে বাসকারী সঙ্কীর্ণ জাতি বিশেষ। ॥৭॥ কঙ্ক, কপটদ্বিজ বেশধারী সঙ্কীর্ণ জাতি। ॥৮॥ যবন, যযাতি রাজার অভিশাপে তৎপুত্র তুর্ব্বসু বংশজাত ম্লেচ্ছ জাতি বিশেষ। ॥৯॥ খস, কিষ্কিন্ধক, ঔড্রও মগধদেশীয় ও উত্তরদক্ষিণ কেন্দ্রদেশীয় নীচ বর্ব্বরজাতি।

কদাচ উদ্ভূত হইতে পারেনা। কলিকাতায় যে কারণে যতকালে যে যে কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে সে সকল স্থানে যাবৎ সেই সেই কারণের ততকাল সংযোগ না ঘটিতেছে তাবৎ তথায়ও সেই কার্য্যের উৎপত্তি আশুপ্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কলিকাতায় যতকাল যবনবিদ্যায় কিম্বা ইঙ্গরেজীবিদ্যার যেরূপ অনুশীলন ও বাদসাহ নবাব সম্বন্ধীয় যবনজাতির ও অধুনা ইঙ্গরেজজাতির সহিত যেরূপ ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ ও সংস্রব হইয়াছে, পল্লীগ্রামে সেই সেই প্রদেশে যাবৎ সর্ব্বতোভাবে ঐরূপ ভাব, না ঘটিতেছে, তাবৎ তত্তৎ প্রদেশে তথায় তথায় কলিকাতার অনুরূপ ফললাভ কোনওক্রমেই সম্ভব করা যাইতে পারে না। যাহা হউক, কলিকাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া সকল প্রদেশের সকল পল্লীগ্রামের নর নারী গণের অবস্থা অনুমান করা নিতান্ত অব্যবস্থা। যেহেতু এখন এখানেই সকল বিজাতীয় ধর্ম্ম আচরণ সংমিশ্রণে সংগঠিত সুসভ্য বিশ্বরূপী বিরাট বৈষ্ণবতার সহজ সুলভ আচরণে, জাতিভ্রংশকর ধর্ম্মধ্বংসকর অনাচার বলিয়া অবিধেয়, ও অকর্ত্তব্যভাবে প্রতীত হইতেছে না, এবং সনাতনবৈষ্ণবসম্প্রদায়দলভুক্ত ফক্কিকাতে আচার্য্য-গুরু ও শিক্ষা-গুরু এবং তাঁহাদিগের শিষ্যসেবক ও ভাবক সম্প্রদায়ের দলভুক্ত নরনারীগণের অবশ্যকর্ত্তব্য ও নিত্যবিধেয় আচার ব্যবহারের অন্তর্গত।

১ম, কণ্ঠলগ্নভাবে ত্রিকণ্ঠী তুলসীমালার ধারণ।

২য়, ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে সম্প্রদায় অনুসারি আকার মত তিলক এবং বাহু মূলাদিতে শঙ্খচক্রাদি চিহ্নিত পাদপদ্ম মুদ্রায় গোপীচন্দনাদি দ্বারায় অঙ্কিত করণ।

৩য়, উক্ত তিলকিত-স্থানে বিহিত নামের দ্বারা এবং মস্তকে কিরীট মন্ত্রদ্বারা ন্যাস করণ।

৪র্থ, কেশবাদি নাম দ্বারা বৈষ্ণব আচমন।

৫ম, প্রতিবৎসরে জন্মাষ্টমীআদি সমুদয় হরিবাসর নামক ব্রতউপবাস তিথি উপলক্ষে প্রায় ৩৪ দিন উপবাস করণ ও ২ দিন নক্তব্রত করণ এবং নিত্য বিধি শ্রেণীভুক্ত শয়ন একাদশী আরম্ভ করিয়া উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত বৈষ্ণবস্মৃতি বিধান অনুসারে চাতুর্ম্মাস্য নিয়ম পালন।

৬ষ্ঠ, ভগবন্নিবেদিত মহাপ্রসাদ ব্যতিরেকে চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য ও পেয় কোন দ্রব্যের আস্বাদন না করা। এই সকল পুরাতন প্রথার অন্যথা করিয়া, বর্ত্তমানক্রিয়ামুদ্রাদিরহিত বৈষ্ণবতার প্রবলতা, কেবল এখানেই দেখা

যাইতেছে, এবং ঐ বিশ্বরূপী বিরাট বৈষ্ণবতার প্রবলতায় ধর্ম্মপ্রতারণা যাঁহার উদ্দেশ্য,তাদৃশব্যক্তিই এরূপ নির্দ্দেশ করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হইতেছেন না। বিশুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের বিপ্লব করণেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া, ঈর্ষ্যার পরতন্ত্রতায় বা বিদ্বেষ বুদ্ধির অধীনতায়, সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের যথাযথ প্রাচীন ক্রিয়া মুদ্রা চিহ্ন ধারণ ও উপবাস আদি করণের মুলচ্ছেদ করিবার বিষয়ের স্বাপক্ষতা করিয়া সাহায্য উৎসাহ ধন্যবাদ ও যোগদান করা, যাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তিনি সনাতন বৈষ্ণবতার, প্রাচীন আবহমান কাল প্রচলিত ক্রিয়া মুদ্রা উপবাস আদি বিষয়ের বিশেষজ্ঞই হউন, আর অনভিজ্ঞই হউন, যাহা স্বপক্ষ সমর্থনের, বা পরপক্ষ খণ্ডনের, উপযোগী জ্ঞান করিতেছেন, তাহাই সচ্ছন্দে নির্দ্দেশ করিতেছেন, যাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা সংম্পূর্ণ অবাস্তব হইলেও, তাহাকেই তদ্বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা বলিয়া কীর্ত্তন করিতে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হইতেছেন না। প্রত্যুত কোনও ব্যক্তি, সদভিপ্রায়প্রবর্ত্তিত হইয়া, কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইলে, উক্তবিধ ব্যক্তিরা ঐ অনুষ্ঠানকে, অসদভিপ্রায়ে প্রণোদিত বলিয়া, অম্লানমুখে নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু আপনারা যে জিগীষার বশ হইয়া, অতথ্য নির্দ্দেশ দ্বারা পরের চক্ষে ধুলি প্রক্ষেপ করিয়া ধর্ম্মাচার সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া দিতেছেন, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন না।

এক্ষণে বর্ত্তমানবর্ষে পুনর্ব্বার নূতন ভাবে দলসম্বদ্ধ করিয়া ইহার ২৫ বৎসর পূর্ব্বে মীমাংসিত ব্যবস্থা বিষয়ক রোমন্থনতুল্য বিতণ্ডা উত্থাপন করিয়া বাদানুবাদ করিতেছেন, তাহার বিবরণ এই যে শ্রীচৈতনাব্দ ৪১৭, সম্বৎ ১৯৫৯, ইং ১৯০২, শকাব্দা ১৮২৪, হিজরী ১৩২০, সন ১৩০৯, বৎসরে ২৮শে ভাদ্র, ইং ১৩ই সেপ্টেম্বর, মুং ১০ই জমাদিয়স্ সানি, শনিবার শুক্লপক্ষ একাদশী দং ৪০।৫৬।১৮ ইং রাত্রি ঘ, ১০।৯০।৫৪ সেঃ। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র দং ৪৪।২১।৬ ইং রাত্রি ঘ ১১.৫৬.৪৯ সেঃ। তাহার পরদিন, ২৯শে ভাদ্র রবিবার ইং ১৪ই সেপ্টেম্বর। শুক্লদ্বাদশী দং ৪৪।১০।১৮ ইং রাত্রি ঘ ১১।২৮।৫৬ সেঃ। শ্রবণানক্ষত্র দং ৫০।১।২৫ ইং রাত্রি ঘ ১।৪৯ ২০ সেঃ। জ্যোতিষশাস্ত্র গণনায় বাঙ্গালাদেশীয় ১৩ জন পঞ্জিকাকারেরেই মতে প্রায় ঐরূপই নির্ণীত হইয়াছে। তাহাতেও "২৫শে ভাদ্র শনিবার বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হইয়াছে বলিয়া ঐ দিবসেই উপবাস করা বৈষ্ণবদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য, ও তৎপরদিন রবিবার কোনও বিধায়ই উপবাস করা বিধেয় নহে, বিজয়া নামক শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত শুক্লা মহাদ্বাদশী সম্মাননীয় ও গ্রাহ্য নহে" আর এই বৎসরে ১০ ভাদ্র ইং ২৬ আগষ্ট মুং ২১ জমাদিয়লআউয়ল

মঙ্গলবার অষ্টমী দং ৫১।৩০।৩২ ইং রাত্রি ঘ ২।১৭।২৯ সেঃ কৃত্তিকানক্ষত্র দং ২৭।০।৩২ ইং দিবা ঘঃ ৪।২৯।২৯ সেঃ, ব্যাঘাত যোগ দং ৪২।১৬।৫২ ইং রাত্রি ঘ ১০।৩৬।১ সেঃ। তৎ পূর্ব্বদিন ৯ ভাদ্র ইং ২৫ আগষ্ট সোমবার ষষ্ঠী দং ২।৩৮। ২৫ ইং ঘ ৬।৪৪।১২ সেঃ পরে সপ্তমী ৫৭।১৮।২৬ ইং রাত্রি ঘঃ ৫ ৩৬।১২ সেঃ পর্য্যন্ত। ভরণীনক্ষত্র দং ৩০।৪০।২ ইঃ ঘ ৫।৫৬।৫১ সেঃ ধ্রুবযোগ দং ৪৯।৩৭।২৪ রাত্রি ঘ ১।৩১।২৪ সেঃ। ত্রহস্পর্শ দিবসে সপ্তমী দং ৫৯।৫৬।৫১ ইং রাত্রি ঘ ৫।৩৬।১২ সেঃ এইমতে ১০ই ভাদ্র মঙ্গলবারের কি উষঃকালে প্রত্যূষে কি অহর্মুখে কিদিনের আদিভাগে অর্থাৎ সূর্য্য উদিত হইয়া নয়নগোচর হইবার মিঃ ৫।৪ সেঃ পূর্ব্ব কল্যকালে অষ্টমীকে স্পর্শ প্রত্যূষেই করাতে মহাবিদ্ধা হইলেও বৈষ্ণবদিগের-পক্ষে রাত্রিকালে রোহিণীযুক্তা কৃষ্ণা অষ্টমীতে, কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর ব্রত উপবাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু একাদশী ভিন্ন কোনও তিথিই অরুণোদয়কালে পূর্ব্বতিথি বিদ্ধা হওয়াতে দূষিত হইয়া অগ্রাহ্য হইতে পারে না, ইহাই বৈষ্ণবশাস্ত্র-সিদ্ধ সিদ্ধান্তিত স্থির মীমাংসা।” “গোস্বামী মহাশয় (অর্থাৎ আমি) কেবল বিদ্যাবল ও বুদ্ধি কৌশল অবলম্বন করিয়া ঐ চির প্রচলিত মতের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা বিষয়ে অনভিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।” যিনি কোনওকালে কি শব্দশাস্ত্রের, কি ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন নাই, সুতরাং ঋষিবাক্যের অর্থবোধে ও তাৎপর্য্যগ্রহে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তাদৃশ ব্যক্তির মুখে ঈদৃশ বিসদৃশ অমৃতবাক্য শুনিলে শরীর পুলকিত হয়। অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলনে অতিবাহিত করিলেও, তাঁহাদের ঈদৃশ নির্দ্দেশ করিবার অধিকার জন্মিবে কি না সন্দেহ স্থল; এমন স্থলে অর্থগ্রহ ব্যতিরেকে দুই চারিটি বচন অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্রে আমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছি এই ভাবিয়া “ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক বচনের অবলম্বন পরিত্যাগ করুন” অম্লানমুখে এতাদৃশ উপদেশ দেওয়া কিম্বা দিতে উদ্যত হওয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যের ও নিরতিশয় কৌতুকের বিষয় বলিতে হইবেক। আর যদি এরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত থাকিত, পূর্ব্বে বঙ্গদেশের যশোহর জেলার অভ্যন্তরস্থ ভূমিজন্মা, পরে কলিকাতার অন্তরবর্ত্তী দরমাহাটা নিবাসী দ্বিজন্মা শ্রীলশ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়, এক্ষণে বাগবাজারে অমৃতবাজার পত্রিকার অঙ্গীভূত আনন্দবাজার ও বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সহযোগে সহকারী সম্পাদক মহামহোদয়, শ্রীপ্রেমমূর্ত্তি সন্ন্যাসী বা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সকলবিধ স্বরূপের রসিকভক্তভৃঙ্গ চূড়ামণি বাবাজীবন, ঐ অঞ্চলের বালুচরের শ্রীযুক্ত

হরিদাস তর্কালঙ্কার, এবং শ্রীযুক্ত জয়গোপাল শর্ম্মা ও উল্টডাঙ্গার ডাঃ শ্রীযুক্ত বলহরি দাস এবং সহানুভূতি প্রকাশ পুরঃশর প্রত্যুত্তর প্রত্যাশায় সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্নকারী শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন ঘোষ তথা উল্লিখিত প্রস্তাবিত বিষয়ে ঐক্যমতে একত্র সমবেত সমুদয় সহায়কারী বিধায় সহযোগী শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুন্সেফ প্রভৃতি প্রতিবাদী রায় বাহাল বাহাদুর এবং স্বমত স্বাব্যস্ত ব্যস্ত বাহাদুরেরা স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও আগম বচনের যে পাঠ কিম্বা যে অভি-প্রায় যথার্থ বা অযথার্থ বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, অদ্যাবধি দ্বিরুক্তি না করিয়া ঐ বচনের ঐ পাঠের ঐ অর্থ ও ঐ অভিপ্রায় যথার্থ বা অযথার্থ বলিয়া ভারতবর্ষবাসী লোকদিগকে শিরোধার্য্য করিতে হইবেক ; তাহা হইলে আমি যে সকল বচনের পাঠ ও ব্যাখ্যা লিখিয়াছি, সে সমস্ত যথার্থ নহে এবং তদীয় সিদ্ধান্ত নির্ব্বিবাদে অঙ্গীকৃত হইতে পারিত। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে সেরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত নহে ; সুতরাং অকুতোভয়ে নির্দ্দেশ করিতেছি, আমি শাস্ত্রের অযথার্থ ব্যাখ্যা লিখিয়া, লোককে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই। পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি এবং এক্ষণেও নির্দ্দেশ করিতেছি, প্রতিবাদী মহাশয়দের মধ্যে অনেকেই প্রায় ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এজন্যই নিতান্ত নির্ব্বিবেক হইয়া তাঁহাদিগের বেদ হইতেও সমধিক বহুমান্য স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনকে এবং সর্ব্বদেশে সর্ব্ববাদিমান্য পূজ্যপাদ কালনির্ণয় পুস্তক সংগ্রহ কর্ত্তা শ্রীযুক্ত মাধবাচার্য্যকে অমান্য করতঃ তাদৃশ গর্ব্বিত বাক্যে, তাদৃশ উদ্ধত ও তাদৃশ অসঙ্গত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনুমানে আমার বোধ হয় উক্ত নির্ণয়সিন্ধু ও কালমাধবীয় যে, তাঁহারই কাল ঘটাইয়া দিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ঐ গ্রন্থের কালাদি সঙ্কলনে বিপরীত অর্থবোধকালে কবলিত হওয়াতেই দিনকে রাত্রি অর্থাৎ দিবসের অন্ত্যভাগ অরুণোদয়কালকে এক একাদশী ছাড়া সকল স্থলেই রাত্রির শেষভাগ করিয়া ব্যবস্থা করিতেছেন, এবং মধ্য রাত্রি-ভাগকে কোথাও কোথাও দিবা বলিয়া ব্যবস্থা করিতেছেন।

যদিচ বর্ত্তমান বৈষ্ণবসমাজে আচার্য্যবংশীয় মন্ত্রদাতাগুরু, শিক্ষাগুরু বলিয়া পরিগণিত মান্য লোকদিগের পক্ষে বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা বা অধ্যয়নের কথা দূরে থাকুক রীতিমত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা সম্পর্কীয় ব্যাকরণ আদি শাব্দবোধকশাস্ত্রের জ্ঞানস্পর্শ নাই সে যাহাই হৌক, এদিগে আবার ধর্ম্মপক্ষে তাঁহাদের বৈষ্ণবতায় অত্যাবশ্যকীয় পূর্ব্বোক্ত মালা ও তিলক ধারণ প্রভৃতি ক্রিয়া মুদ্রা ও ভাব পদ্ধতি না থাকিলে এবং মঙ্গল চণ্ডী

নীলাসরস্বতী, ত্রিপুরাসুন্দরীযন্ত্র, মহিষমর্দ্দিনী, শ্যামা, গণেশ, সূর্য্য, শিব ও পঞ্চাননঠাকুর প্রভৃতি বিবিধ দেব দেবীর উপাসনা করাতেও, সনাতনবৈষ্ণবমতের নিষিদ্ধ ও বিরুদ্ধ আচার পরায়ণ হইলেও, সম্মান ও গৌরবের কোনও অংশের ক্রটী হইতেছেনা এবং বৈষ্ণবতার আচার্য্যসম্মানের পদ হইতে অধঃপাতও হইতেছেনা ॥

এদিকে আবার দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা কর যে, তাঁহাদিগের দীক্ষিত মন্ত্রশিষ্যস্বসম্প্রদায়মণ্ডলীতে, সনাতনবৈষ্ণবস্মৃতিসম্মত ক্রিয়া মুদ্রা আচার ব্যবহার অনুযায়ীচলাদূরেথাকুক, তদ্বিপরীতে এইকলিকাতাসহরেই মল্লিকবাবুদের বাড়ীতে শ্রীসিংহবাহিনীদেবীর পূজাতে কৌলিকমতে সজীবপশু বলি দিয়া থাকেন, এবং পল্লীগ্রামের মধ্যে জগদ্‌বল্লভপুর নামক মাঝের-গ্রামে পালবাবুদিগের শ্রীশিব-সিংহবাহিনীর পূজা উপলক্ষে এবং সেনবাবুদের কুলদেবতা শ্রীহরগৌরীর পূজা উপলক্ষে সমারোহে মহিষ মেষ ছাগ, আদি বহুপশুর হিংসা, যথাবিধিবৈধরূপে উহাদের কৌলিকক্রমে বহুকাল হইতে প্রচলিত থাকা বিধায়, অবাধিতমতে নিরর্গল সম্পাদিত হইতেছে। কলিকাতার মহাধনী উক্ত বাবু মহাশয়দিগের এবং হাবড়ারপশ্চিমজগদ্‌বল্লভপুরে উক্ত সেনবাবু ও পালবাবুমহাশয়দিগের গুরু পতিতপাবনাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুবংশীয়গোস্বামীদিগেরই মন্ত্রশিষ্য পুরোহিত কিম্বা যাজকব্রাহ্মণেরা বৈধহিংসা পশুবলিসহ উক্ত পূজা প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যই কৌলিকাচার বামাচারমতানুসারে ঐ সকল যজমান বাড়ীতে যাজন করিয়া বিলক্ষণ যাজকতাবৃত্তি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাঁহারাও পূজ্যপাদ-গোস্বামীদিগেরই মন্ত্রশিষ্য, এবং বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, অথচ বৈষ্ণবমতে অতি নিষিদ্ধ জীবহিংসার বৈধমতে আচরণে তাহাদের বৈষ্ণবতার কোনও অংশে ব্যাঘাত হয় না, প্রত্যুত উক্তগোস্বামীপ্রভুগণ এবং তাদৃশ অভ্যাগত, বিরকত, অদারিক, সদারিক ও পরদারিক বৈষ্ণবেরা, ঐ বামাচারী বাবুদের বাড়ী, মহোৎসবে একত্র সম্মিলিত হইয়া, সাগ্রহে সাদরে, প্রসাদান্ন ভুঞ্জিয়া প্রণামী ও বৈষ্ণববিদায় গ্রহণকরতঃ,আপনাকে গৌরবান্বিত বোধে উল্লাসিত হয়েন। বোধ হয়, কারবালা ও গোঁয়ারা প্রভৃতি ম্লেচ্ছ-মহোৎসবেও যোগদান করিয়া সহানুভূতি দ্বারা উল্লাস প্রকাশ করিলেও তাদৃশ-বৈষ্ণবতার কোন ও অংশে হানি বা অপচয় হইতে পায় না।

এমতে এই ঘোর কলিকালে, ও বিদ্যাশূন্য অবিদ্যাবাগীশ গোসাঞিঃ মতে, সদল গোসাঞি মহাশয়েরা, লোকের স্বভাব চরিত্র ও ক্রিয়া মুদ্রার এবং তৎসঙ্গে

নিজেরও নিজের দলের ভাবগতিক সবিশেষমত দেখিয়া শুনিয়া জানিয়া ও মর্ম্ম অবগতে, স্বকীয় ঐ স্থিরসিদ্ধান্তরূপ অস্ত্র দ্বারা প্রাচীনসনাতনবৈষ্ণবধর্ম্মানুকূল আবহমান কালপ্রচলিতসদাচারকল্পতরুর মূল, কলকৌশলছলবল অবলম্বন করিয়া উচ্ছিন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হওয়ত, বিশ্বরূপী বিরাট্ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনুমানে বোধ হয় তাহাদিগের এই অভিপ্রায় যে, যথেচ্ছ অনাচারেও বৈষ্ণবদিগের ও আচার্য্যের, পদমর্য্যাদা ব্যবসায়ের গৌরব ও ঐ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের সম্মান এবং সমাদরের কোনও ক্রুটী হইতেছে না, অথচ সাদরে সগৌরবে এবং বাহ্যিক সম্মান সহকারে, বিলক্ষণ অর্থাগম হইতেছে, সুতরাং কায়ক্লেশকর প্রাচীনপ্রথার অন্যথা করাই আবশ্যক, ন্যায্য, উচিত, ও অতীব কর্ত্তব্য। আর বিনা কায়ক্লেশে অনায়াসে বিশ্বরূপী বিরাট্ বৈষ্ণবধর্ম্মে মানমর্য্যাদা সহকারে অটল অচলভাবে, যদি আপনাআপনি পরস্পর দম্ভ, দ্বেষ, ঈর্ষা ও মাৎসর্য্য না করিয়া সমতায় বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে আধুনিক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ী সমুদয় দলের অপেক্ষা সুবহুল পুষ্টিসহকারে সকলসমাজেই গৌরবান্বিত সম্মানিত ও আধুনিকভক্তিপূর্ব্বক আগ্রহসহকারে সমাদৃত হইয়া বিশ্বব্যাপী হইবেই হইবেক, তাহাতে আর কোনও দ্বিধা নাই ॥

এমতে ঐ বিশ্বরূপী বিরাট্ আশ্রমের আশ্রয়ে, বর্ণমালার মধ্যে কেবল সকার বকার বর্ণ অবলম্বন করিয়া, সকার বকার বাক্য প্রয়োগ করতঃ, মিছামিছি নিরাকারে পরিণাম করা বড়ই বিষম প্রমাদ এবং প্রকৃতে বড়ই বিভ্রাট! হায় রে হায়! এই ঘোর কলিকালের কপাল! ঘটালে জাজ্বল্যমান ঝঞ্ঝট জঞ্জাল!!! "উল্লুকে দেখেনা যেমন দিনকরের কিরণ ভাল" "দিবসেতে আঁখি মুদে থাকয়ে সে চিরকাল"!!! ॥ বলিতে কি, ঐ বর্ণমালার মধ্যে অন্তস্থ ব ও বর্গীয় ব, এবং তালব্য শ, মূর্দ্ধণ্য ষ, ও দন্ত্য স এই কয়েকটী বর্ণের উচ্চারণ-বিভেদই যাহারা জানে না, সেই মুখভারতী বিদ্যালঙ্কার, সিদ্ধান্তবাচস্পতি, সিদ্ধান্তরত্ন, প্রভৃতি উপাধিধারী মহাশয়েরা আবার সকার বকার উচ্চারণে সোপহাস কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া মুদ্রিতমতে প্রচার করিতে সাহস করেন, তাহা, গ্রহপতিতনয় যমুনা-সহোদর ধর্ম্মরাজই জানেন, যে, তাহার কারণ কি। দেখ দন্ত্য ন, ও মূর্দ্ধণ্য ণ, এবং বর্গীয় জ, ও অন্তস্থ য, আর ং অনুস্বর এবং ঃ বিসর্গ প্রভৃতি বর্ণের আবৃত্তি করা নিজাদন দিয়া কি প্রকারে করিতে হয় তাহাও জানাই নাই, তাহাতে কর্ম্মকাণ্ডবৃত্তি ও পাণ্ডিত্যাহঙ্কারী আচার্য্যেরা, অন্তর্মাতৃকান্যাস ও বহির্মাতৃকান্যাসাদি করিবার কিম্বা করাইবার কালীন, নাদবিন্দুযুক্ত ষোড়শ স্বর মধ্যে পরিগণিত (ং)

অনুস্বর ও (ঃ) বিসর্গ,যাহা অযোগবাহস্বরবর্ণের শেষ,উহা ঁ অর্দ্ধচন্দ্রউপরেবিন্দুযুক্ত করিয়া কিমাকারে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারাই জানেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মরাজই জানেন। আমি এই সকল বিষয় লিখিতেছি বলিয়া আক্রোশে আত্মশোষে নির্ব্বিন্ন হইয়া যদি কাহারও নিকট উপদেশলাভে দায়রহিত হইবার অভিলাষা হয়েন, মহাদুঃখের বিষয় যে, সে বিষয়ের অধ্যয়ন অধ্যাপনার অভাবে প্রায়ই লোপাঠ হইয়াছে, আরও নিজমনে বিবেচনা পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখ যে, মুগ্ধবোধব্যাকরণের প্রারম্ভে সংজ্ঞাপাদে অষ্টাদশ সূত্র, "ক × পৌ ৺ মুক্তৌ। কপাবুচ্চারণার্থৌ। বজ্রগজকুম্ভাকৃতী বর্ণৌ ক্রমাম্মুনী-সংজ্ঞৌ স্তঃ। মূর্দ্ধিজিহ্বামূলীয়ঃ। নীরূপধ্মানীয়ঃ। জিহ্বামূলে উচ্চার্য্যতে হসাবিতি জিহ্বামূলীয়ঃ। উপধ্মানীয়স্ত উৎপত্তিস্থানমোষ্ঠঃ, সর্পশ্বাসবদুচ্চারণং। নুবী পূর্ব্বেণ সম্বদ্ধৌ মুক্তৌ তু পরগামিনৌ। চত্বারোঽযোগবাহাখ্যা ণত্ব-কর্ম্মণ্যহচো মতাঃ। অচঃ স্বয়ং বিরাজন্তে হসস্তু পরমাশ্রয়েৎ॥" ইহা মুগ্ধ-বোধব্যাকরণে প্রথম খানিকটা প্রায় সকলকারই দেখা আছে অনুমান করিয়া জানাইতেছি যে ১৮শ সূত্রের আবশ্যক কোন প্রয়োগে আছে, তাহা ভালমতে জানিতে চেষ্টা করিলে এবং ং ঃ এই আকারে ঁ অর্দ্ধচন্দ্র বিন্দুযুক্ত অনুস্বর ও বিসর্গ কি ভাবে ও আকারে উচ্চারিত হইতে পারে, তাহাও শিক্ষা করিলে অনেকটা সমারোপিত দোষ দূর করিবার পথে দাঁড়াইতে পারিবে। আর দেখ ং ও ঃ স্বরবর্ণ হইলে অন্তবর্ণের সাহায্যব্যতিরেকেই স্বয়ং উচ্চারিত হইতে পারিত, আর অযোগবাহবর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইত না। উচ্চারণেও প্রত্যক্ষ দেখা যায় কিন্তু তন্ত্র আদির মতে এবং পাঠশালায়, সর্ব্বত্রই ১৬ স্বরবর্ণ মধ্যে উহার পাঠ আছে। এখন বর্ণ জ্ঞানে বড়ই বিষম বিভ্রাটও উপস্থিত হইতেছে। এমতে বর্ণজ্ঞানানবচ্ছিন্ন লোকেব পক্ষে পাণ্ডিত্যাভিমানে নিজ প্রসার রক্ষা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিল। যাহাই হউক এবিষয়ে কেহ উপেক্ষা বা তাচ্ছল্য করিবেন না। এরূপ নির্দ্দেশ করিবার বিশেষ কারণ এই যে উহারা কৃতবিদ্য পণ্ডিতাভিমানী লোক হইয়া, অধ্যাপক শিক্ষাগুরুত্বপদ দিয়া অপরকে সম্মানিত করিবেন ইহাতে আদৌ মনের প্রবৃত্তি নাই, বরঞ্চ বিরক্ত হয়েন। উহা উহা-দিগের ঐরূপ মনের ভাবগতি নৈসর্গিকী।

এইমতে তাঁহাদিগের নিজে শিক্ষা করিতে ঘৃণা করা স্বভাব, ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার জ্যেষ্ঠ পৌত্রের উপনয়ন উপলক্ষে সমাহূতভাবে এ বাটীতে একত্রিত সিমূলিয়ার শ্রীবলাইচাঁদগোস্বামী ও সিন্দুরিয়াপটী হ্যারিসনরোডে ১৬১নং

৺কাশীনাথ মল্লিকের ভাগবতমন্দিরনিবাসী শ্রীমান্ গোকুলচাঁদগোস্বামীর জেষ্ঠপুত্র শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী উভয়কেই উহাদিগের পিতামহ পর্য্যায়ের লোক হইতেও সমধিক হিতাভিলাষী আত্মীয় হই বোধে, একযোগে এই হিতপরামর্শ দিয়াছিলাম যে, সর্ব্ববেদান্তসার ও গায়ত্রীভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যয়নাবসরে, বেদান্তসার, পরে পঞ্চদশী, পরে ভাষ্যসহ বেদান্তসূত্র, বেদান্তপরিভাষা ও বেদান্তশিখামণি, তাহার পর শ্রীভাগবত-টীকাকার শ্রীচিৎসুখমুনিকৃত প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকানামকবেদান্তগ্রন্থ, যাহাতে মিথ্যার লক্ষণ ও সত্যের লক্ষণ উত্তম জানিতে পারিবে। উহাতে আছে, মিথ্যার লক্ষণ, প্রমাণাগম্য, কি অপ্রমাণজ্ঞানগম্য, কি অযথার্থজ্ঞানগম্য, কি অবিদ্যা ও তৎ কার্য্যের অন্যতর, কিম্বা প্রতিপন্ন উপাধিতে নিষেধের প্রতিযোগী, এইরূপ দ্বাদশ প্রকার লক্ষণ, তন্ন তন্ন করিয়া খণ্ডন পূর্ব্বক "স্বাশ্রয়ত্বেনাভিমতযাবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী" এই মিথ্যার লক্ষণ স্থির করিয়াছেন এবং ঐ শেষ লক্ষণই নৃসিংহানন্দযতীন্দ্রের ছাত্র,বেলূঙ্গুড়ি নিবাসী, বেঙ্কটনাথভট্টের শিষ্য ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র নিজকৃতবেদান্তপরিভাষা গ্রন্থে লিখিয়াছেন যথা "সর্ব্বেষামপি ভাবানাং স্বাশ্রয়ত্বেন সম্মতে। প্রতিযোগিত্বমত্যন্তাভাবং প্রতি মৃষাত্মতা ॥" এইমতে প্রশ্নোত্তরবাক্যে উহা দুর্ব্বোধ্য অনুমানে বা অন্য কোনোহেতুক এবং শাব্দবোধকাণ্ড শাস্ত্রীয় চর্চ্চার বিশেষতঃ স্ফোট-বাদের অধ্যয়ন করিবার জন্য উপদেশবাক্য শ্রবণমাত্রেই সাবজ্ঞ বাক্যে "আমাদের ঘটত্বপটত্ব ও অবচ্ছেদাবচ্ছিন্ন,ও সব জানিবার কিছুই প্রয়োজন নাই" বলিয়া হেয়ও অশ্রদ্ধেয়ভাব প্রকাশ করতঃ উত্তর দিয়াছিলেন। এই বিধায়, এক্ষণেও পুনর্ব্বার বলিতেছি বর্ণমালার অন্তর্নিবিষ্ট কএকটা বর্ণের উচ্চারণই করিতে অগ্রে শিক্ষা করা এবং ক্রমান্বয়ে শাব্দবোধ-শাস্ত্র ভালমতে অধ্যয়ন দ্বারা আয়ত্ত করিলে বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্রচর্চ্চার অধিকারী হইতে পারিবে। আরও বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, একমাত্রা কালে উচ্চারিত বর্ণ হ্রস্ব, দ্বিমাত্রা কালে উচ্চারিত বর্ণ দীর্ঘ, তিনমাত্রা কালে উচ্চারিত বর্ণ প্লুত, ও অর্দ্ধমাত্রা কালে উচ্চারিত বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ, এমতে বর্ণ সমূহের উচ্চারণগত তারতম্য ও বৈষম্য ভাবে জাতি আশ্রম ও আশ্রয়ের বিভেদ হয়, অতএব বর্ণ সমুদয়েরই উচ্চারণই সর্ব্ববিধায় সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকার অর্থ প্রতীতি করাইয়া দিবার মূলীভুত উপাদান কারণ জানিবে, সুতরাংই বর্ণের উচ্চারণজ্ঞানানবচ্ছিন্ন ব্যক্তিব্যূহে কেবল নামমাত্রে সকার বকার উচ্চারণ করিলে, শাস্ত্রতাৎপর্য্যবুভুৎসু ব্যক্তিদিগের হানি ও নিজের অধঃপাত শেষ ফললাভ হয়। তজ্জন্য অনভিজ্ঞ

পণ্ডিতাভিমানীর শাস্ত্রচর্চ্চা করায় পরিণাম বড়ই বিষম বিপদ ঘটায়। যদিতে কি যাহাদের অন্তস্থ ব ও বর্গীয় ব, এবং তালব্য শ, মূর্দ্ধন্য ষ, ও দন্ত্য স, এবং দন্ত্য ন ও মূর্দ্ধণ্য ণ, আর বর্গীয় জ ও অন্তস্থ য, আর ং অনুস্বর এবং ঃ বিসর্গ প্রভৃতির এবং তন্ত্রমতে ষোড়শ, ও পাণিনীয় মতে ও মাহেশ্বর ব্যাকরণমতে চতুর্দ্দশ স্বরবর্ণের উচ্চারণ, যাহাদিগের নিজেরই বিশেষরূপে তন্ন তন্ন করিয়া জানা নাই, অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎভেদে, স্থানভেদে স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, অর্দ্ধস্পৃষ্ট ও বিবৃত, এবং যে আভ্যন্তর প্রযত্ন এবং সংবারনাদ, ঘোষ, বিবারনাদ, ঘোষ, কি অল্প প্রাণ, কি মহাপ্রাণ, বাহ্য প্রযত্ন, এবং কণ্ঠ, তালু মস্তক ওষ্ঠ নাসিকা দন্তমূল প্রভৃতি, স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-স্থানও জানা নাই, তাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায় লিখিতগ্রন্থসংক্রান্তবিষয় লইয়া সমালোড়ন করা, বিশেষতঃ যাঁহাদিগের বর্ণসঙ্কর ভেদ্ব প্রসঙ্গে জিহ্বামূলীয় ও উপাধ্মানীয় উচ্চারণগত ভেদ পরিচয়ের অবগতি নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে সংস্কৃত শাস্ত্র, বিশেষতঃ আবার বৈষ্ণবস্মৃতির সমালোচন করা বড়ই বিষম বিভ্রাট জানিবেক। যেহেতু শব্দের স্বর বশতঃ উচ্চারণ ভেদে, তাৎপর্য্যার্থের অনেক বৈষম্য ও বিপরীত হয় যেমন "আমি আহার করিব" তিন কথাই উদাত্ত স্বরে উচ্চারণ করিলে বিপরীতপ্রতীতি হয় এবং তাহাতে প্রশ্ন সম্পর্কে আভ্যন্তর প্রযত্ন প্রভৃতি নানামত স্বরভেদে উচ্চারণ করায় নানাবিধ অর্থ প্রতীতি হইয়া থাকে। অলঙ্কারশাস্ত্র ও শাব্দবোধশাস্ত্রে উহার বিবরণ যেমন বাক্যপদীয়, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, শব্দেন্দুশেখর, মনোরমা, ফণিভাষ্য, মঞ্জুষা, ও বৈয়াকরণভূষণ প্রভৃতি শাব্দবোধশাস্ত্রে প্রমাণিতপ্রয়োগ আছে বটে, কিন্তু সাধারণকে অনায়াসে স্পষ্টভাবে অবগতি করাইবার জন্য সাহিত্যদর্পণ অলঙ্কারগ্রন্থের দ্বিতীয়পরিচ্ছেদে আর্থীব্যঞ্জনা বৃত্তি প্রকরণের বচন উদ্ধৃত করা যাইয়াছে। যথা,

"বক্তৃ বোদ্ধব্যবাক্যানামন্যসন্নিধিবাচ্যযোঃ। প্রস্তাবদেশকালানাং কাকোশ্চেষ্টাদিকস্য চ। বৈশিষ্ট্যাদন্যমর্থং যা বোধয়েৎ সাঽর্থসম্ভবা" ॥ ব্যঙ্গ্যার্থবোধিকা বৃত্তির্ব্যঞ্জনা নাম যথা, বিরতাস্বভিধাদ্যাসু যয়াঽর্থো বোধ্যতে ঽপরঃ। সা বৃত্তির্ব্যঞ্জনা নাম শব্দস্যাঽর্থাদিকস্য চ॥ সা চ অভিধামূলালক্ষণামূলাদিভেদেন ষড়্বিধা" ॥ রসগঙ্গাধরাদিমতে শাব্দীব্যঞ্জনাঽবান্তরভেদেন ষন্নবতিসংখ্যাতোঽপ্যধিকাঃ এবমার্থী ব্যঞ্জনাঽবান্তরভেদৈঃ ষোড়শাধিকসংখ্যাতো ঽপ্যধিকাঃ। রসেন্দুসুধাবিবৃতিকারমতে তু গণয়িতুমশক্যা ভেদাঃ॥ ইতি॥ "ভিন্নকণ্ঠধ্বনির্ধীরৈঃ কাকুরিত্যভিধীয়তে॥ ইত্যুক্তপ্রকারায়াঃ কাকোর্ভেদা আকারেঙ্গিতাদিভ্যো-জ্ঞাতব্যাঃ" ॥ ইতি চ সাহিত্যদর্পণে ॥

বক্তা, বোদ্ধব্য, বাক্য, অপরের সান্নিধ্য, বাচ্য, লক্ষ্য, প্রস্তাব, দেশ, কাল, কাকু এবং চেষ্টাদির বৈশিষ্ট্য বা বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত শব্দের কি অর্থের, যে বৃত্তি দ্বারা বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ ভিন্ন ; অন্য অর্থের প্রতীতি হয়, ঐ বৃত্তিবিশেষকে আর্থী ব্যঞ্জনা বলা যায়। বুদ্ধিকৌশলে প্রতীয়মান অর্থ ব্যঙ্গার্থ, আর সেই অর্থের বোধিকা শাব্দী শক্তিকে ব্যঞ্জনা বৃত্তি বলা যায়। এমতে অভিধা ও লক্ষণা শক্তি, স্ব-স্ব-প্রতিপাদ্য, বাচ্য ও লক্ষ্য অর্থ বুঝাইয়া বিরাম করিলে "শব্দ বুদ্ধি কর্ম্মণাং বিরম্য ব্যাপারাহভাবঃ" শব্দশাস্ত্রের এই সূত্র অনুসারে উহার আর কোনও ব্যাপারই থাকে না বিধায়, যে শব্দ সম্পর্কীয় কিম্বা অর্থ সম্পর্কীয় যে শক্তি, তদ্ব্যতিরিক্ত অপূর্ব্ব অর্থবোধ করাইয়া দেয়, উহাকে ব্যঞ্জনা বৃত্তি বলা যায়, উহা শাব্দী ও আর্থী ভেদে দুই প্রকার হয়। কাব্যপ্রকাশগ্রন্থকার প্রভৃতির মতে, পুনর্ব্বার সেই ব্যঞ্জনাবৃত্তির অভিধামূলা ও লক্ষণামূলা প্রভৃতি ৬ ছয় প্রকার ভেদ আছে। রসগঙ্গাধরগ্রন্থকারপ্রভৃতির মতে অন্যান্য অবান্তর বিবিধ ভেদ সহযোগে সেই ব্যঞ্জনা শক্তি ৯৬ ষন্নবতি সংখ্যারও অধিক হয়। এই প্রকার অবান্তর বিভেদ সহযোগে আর্থী ব্যঞ্জনাও ষোড়শ প্রকার হইতেও অনেক অধিক। রসেন্দু সুধাবিবৃতি গ্রন্থকারমতে ইহার প্রভেদ সংখ্যাতীত হয়। অর্থাৎ অতিশয় অধিক॥ পণ্ডিতগণ অন্যথাভূত কণ্ঠধ্বনির বিভিন্ন প্রকারকে কাকু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এমতে কাকু সম্বন্ধে উক্ত প্রকার ভেদও, আকার এবং ইঙ্গিত প্রভৃতির ক্রিয়া দ্বারায় জানিতে পারা যায়। অতএব সকলেরই শব্দ-শাস্ত্র জানিয়া সংস্কৃতশাস্ত্র বিষয়ক চর্চ্চা করা অতীব আবশ্যক। এক্ষণে প্রকৃত কথা এই যে, অমৃতবাজার পত্রিকার শাখা ও অঙ্গীভূত আনন্দবাজার ও বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায়, বিশ্বরূপী বিশ্বম্ভরী বিরাট বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-দলভুক্ত বর্ত্তমান গৌরাঙ্গ রসিক ভক্তের,ভাদ্রীয় জন্মাষ্টমী ও বিষ্ণুশৃঙ্খলা যোগের উপলক্ষে সহ-স্ব-দল-বলে লিখিত, " বৈষ্ণবস্মৃতি " সমালোচন শুনিয়া, দেখিয়া, পঠিয়া, অদ্ভুতরসে আক্রান্ত ভাবে বিস্মিত ও চমৎকৃত হওয়াতে, অস্মদীয় আস্যে যে প্রথমতঃ হাস্য সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারি নাই, তাহার প্রথম কারণ, সাধারণের সুগোচর জন্য সুস্পষ্টভাবে লিখিয়া জানাইতেছি যে, মর্য্যাদামার্গে বেদ-স্মৃতি-বিধি-বিধানের নির্ব্বন্ধে নিগড়িত বা শৃঙ্খলাবদ্ধ, সদাচার-পরায়ণ-সনাতন- বৈষ্ণবদিগের সম্পর্কে "অরুণোদয়কালে পূর্ব্বতিথি বিদ্ধায় যাবতীয় ব্রত উপবাস করার নিষেধ করা; এবং প্রামাণিকপ্রাচীনসনাতনী বৈষ্ণবপ্রথার অন্যথাভাব বা কিয়দংশে ধ্বংস করার অভিলাষে কেবল একাদশীস্থলেই অরুণোদয় বিদ্ধা পরিত্যাজ্য ও জন্মাষ্টমী

প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় ব্রত উপবাসের স্থলে বৈষ্ণবদিগের পক্ষে কেবল সূর্য্যোদয়-বিদ্ধাইত্যাজ্য অরুণোদয় বিদ্ধা গ্রাহ্য” তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত ভ্রমমূলক ঐ ব্যবস্থা চালাইতে এত ব্যতিব্যস্ত হইয়া হুলস্থূল ও মূলে ভুল হইয়া পড়িয়াছে যে, আনন্দবাজারের প্রত্যাসন্নপল্লী-প্রতিবাসী শ্যামবাজার-নিবাসী আর্য্য-বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকাকার জ্যোতিষশাস্ত্রবেত্তা শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহাদের নিজানুকূল্যে সহানুভূতি সহকারে স্বপক্ষ সমর্থনভাবে নিদানপক্ষে ঐ ভাদ্রমাসের পঞ্জিকা গণনা করিতে অগ্রে বলিলে, কিম্বা কাশীমবাজার প্রাসাদ নিবাসী শ্রীমন্মহারাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ব্যয়ে নির্ব্বাহিত হইয়া গণিত ও সম্পাদিত হইয়া উক্ত পঞ্জিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় সুতরাং উক্ত মহারাজকে কোনও প্রকার ঈঙ্গিতে বা ললিত কথা বার্ত্তায়; নিজমনের ইষ্ট জানাইয়া উক্ত পঞ্জিকাকারকে উপরোধ করাইলে, আর ১০ ভাদ্র মঙ্গলবার জন্মাষ্টমী সূর্য্যোদয়ানন্তর ৪০ পল কাল সপ্তমী বিদ্ধা গণিতমতে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইত না। প্রত্যুত স্বাভিলাষানুসারী জ্যোতিষ শাস্ত্রগণিত অরুণোদয়বিদ্ধা লেখার প্রচার কার্য্য নিঃসংশয় মনোমত বিধায় সম্পাদিত হইতে পারিত। দেখ যেমন ইতঃপূর্ব্বে ঐ মহারাজকে বলাতে তাঁহাদের মতে লর্ড গৌরাঙ্গ ভজন প্রচারিণী আমেরিকাদেশজন্মা সীমন্তিনী (তাঁহাদেরই নিজ সংবাদপত্রসমূহল্লিখিতমতে প্রকাশিত অভয়ানন্দস্বামী নামে বিখ্যাতা) বিবি মহোদয়ার আমেরিকা হইতে কলিকাতায় শুভাগমনের পাথেয় ব্যয় সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহাতে কিঞ্চিৎমাত্র ঈঙ্গিত করিলেই আর ১০ই ভাদ্র মঙ্গলবার প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পর ৪০ পল ইং ১৬ মিনিট কাল স্থায়ী সপ্তমী তিথির স্পর্শে জন্মাষ্টমী তিথিকে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা গণিত-মতে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইত না॥ এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের সুগোচর করিবার জন্য ঐ দিন পঞ্জিকার ভূমিকাসহ বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে, যথা “কলিকাতা রাজধানীতে ৬৬নং আহীরীটোলাস্থ, হিন্দুধর্ম্ম যন্ত্রে শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন দ্বারা মুদ্রিত সহর কলিকাতা শ্যামবাজার ষ্ট্রীট ১০৬নং ভবন নিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক দৃগ্‌গণিতৈক্য-বিবিধ-বীজ বিশোধিত সূর্য্যসিদ্ধান্তাশ্রিত ভাবে প্রকাশিত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা শকঃ ১৮২৪, সম্বৎ ১৯৫৯।৬০, সন ১৩০৯, ইং ১৯০২।৩ বৎসরে ঐ ১০ই ভাদ্র ইং ২৬শে আগষ্ট দিবসে তারিখে মঙ্গলবার সপ্তমী দং ০।৩৮ ইং ঘঃ দিঃ প্রাতে ৫।৫৭ মিঃ অষ্টমী দং ৫৪।৫০, কৃত্তিকানক্ষত্র দং ২৮।২০ ইং দিঃ অপরাহ্ণ ঘঃ ৫।১ মিঃ, ব্যাঘাত যোগ দং ৪১।৫১ রাঃ ঘঃ

১০।২৬ মিঃ। তৎপর দিন ১১ই ভাদ্র বুধবার নবমী দং ৪৯।৪২ রাঃ ঘঃ ১।৩৪মিঃ, রোহিণীনক্ষত্র দং ২৪।৪৭ দিঃ ঘঃ ৩।৩৭ মিঃ, হর্ষণ যোগ দং ৩৪।৩৫ ইং রাত্রি ঘঃ ৭।৩২ মিনিট। ঐ পঞ্জিকার ভুমিকায় ৭ম ৮ম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, আজ ত্রয়োদশ বৎসর হইল, এই পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নানাস্থানের সম্ভ্রান্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ এই পঞ্জিকার মতানুসারে পূজা, ব্রতাদি ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহিত করিতেছেন। বাহুল্যভয়ে নিম্নে কয়েকটীমাত্র স্থান ও ব্যক্তির নাম নির্দ্দেশ করা হইল। কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে, বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে, মহিষাদলের রাজবাটীতে, শোভাবাজারস্থ শ্রীমদ্রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে, হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল বহুবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দাস ও পাণিসেহালা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের বাটীতে, শান্তিপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদারগণের ভবনে ও তথাকার কোন কোন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকের ভবনে এবং কলিকাতার ও মফঃস্বলের অনেক অনেক স্থানে এই পঞ্জিকানুসারে ধর্ম্মকার্য্য সকল সম্পন্ন করেন, ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় এই পঞ্জিকার গণনানুসারে পূজা, একাদশী প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া থাকেন। তিনি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ও বহুবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র দেখিয়া এবং ভারতবর্ষের নানা পণ্ডিতদিগের মত জানিয়া এই "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা"র মত সমর্থন জন্য কতিপয় সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

যাঁহারা ফলিত জ্যোতিষের ব্যবসা করেন, অর্থাৎ যাঁহারা জন্মপত্রিকাদি প্রস্তুত করেন, কিম্বা গ্রহগণের অবস্থান অনুসারে লোকের শুভাশুভ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার মতে চলেন। তাঁহারা বলেন, এইমতে গণনা করিলে প্রায়ই ফল মিলিয়া থাকে।

প্রথম নয় বৎসর এই পঞ্জিকা মুদ্রাঙ্কণের সমস্ত ব্যয়ভার নবদ্বীপাধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর বহন করিয়াছিলেন। দশম বৎসরের এই ব্যয়ভার শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতিবহন করিয়াছিলেন। কাশিমবাজারের শ্রীলশ্রীমন্মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ব্যয়ে একাদশবর্ষ হইতে পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে। এই ধর্ম্মপরায়ণ, দেশহিতৈষী, শাস্ত্রানুরাগী মহোদয়দিগকে আমার শত শত ধন্যবাদ। ইহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।

বাদুড়বাগানের চতুষ্পাঠির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ কাব্যতীর্থ ও

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় বর্ত্তমানের পঞ্জিকার স্মৃতির ব্যবস্থা দেখিয়া দিয়া আমার বিশেষ ধন্যবাদ পাইয়াছেন।”

ইহাতে বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনে প্রচারিত, তাদৃশ ধন্য মান্য গণ্য ধর্ম্মপরায়ণ ও ধনী কয়েকজন বড় বড়মানুষলোকের এবং কয়েকজন মহারাজাধিরাজের আর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়-রত্নের অনুমোদিত ও সাদরে সম্মানিত, ঐ পঞ্জিকা, এবং উহার গণনামতে নির্ণীতদিনেই মহামান্য উক্ত সমুদয় লোকেরাই ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সুতরাং সাদরে ঐ মত, সম্মানিত ও পরিগৃহীত। এইবিধায় জন্মাষ্টমী-প্রভৃতি ব্রতোপবাসের কেবল সূর্য্যোদয়বেধে পরিত্যাগবিষয়ে ব্যবস্থাদাতা বিষ্ণু-প্রিয়া পত্রিকাপ্রভৃতির সম্পাদক ও পত্রপ্রেরক গণের সম্বন্ধে, একূলও গিয়াছে, ওকূলও গিয়াছে। যেহেতু এই ১৩০৯ সালে ১০ই ভাদ্র মঙ্গলবার দিবসে, তাঁহাদেরমতে যাঁহারা এই জন্মাষ্টমীব্রত উপবাস করিয়াছেন, তাহাদের, সূর্য্যোদয়ে সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত উপবাস করা জন্য, বৈষ্ণবধর্ম্ম-ধ্বংস হইল; ওদিগে, আবার মতান্তরে, অরুণোদয়কালে সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে জন্মাষ্টমী ব্রত উপবাস করা জন্যও, বিশেষ অনর্থ ঘটিয়া গেল, সুতরাংই এবৎসর ১০ই ভাদ্র মঙ্গলবার জন্মাষ্টমী ব্রত উপবাসকারী এবং ঐমতে ব্যবস্থাদাতাদিগের ইহকালও নাই পরকালও নাই। ইহাতে কেহ কেহ বলেন যে, বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা-কারের মতে, তাঁহারা কেহই চলেন না। তাহাতে বক্তব্য এই যে, ইহার ২৯ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই যে মহামহোপাধ্যায়পণ্ডিতাগ্রগণ্যশ্রীযুক্তমহেশচন্দ্রন্যায়রত্ন মহাশয় ঐ পক্ষের পৃষ্ঠবল আছেন ও শ্রীযাদবকিশোরগোস্বামীকে ১৭৯৫ শকে, যে ব্যবস্থা দিয়া মুদ্রিত করাইয়াছেন, উহার একপার্শ্বে স্বহস্তে লিখিয়াছেন, “দিগ্‌দর্শিনী জীবগোস্বামিকৃত ইহা সনাতনগোস্বামী নিজগ্রন্থে লেখেন” এবং ঐ শকের ৩২শে শ্রাবণ ঐ ন্যায়রত্ন মহাশয়ই আমাকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে লিখিয়াছেন যে, “আর হরিভক্তি বিলাস যে, দুইখানি আছে তাহা এ পর্য্যন্ত নিশ্চিতরূপে প্রমাণীকৃত হয় নাই, সুতরাং তদ্বিষয়ে কিছু লিখিতে পারি নাই” ইত্যাদি। এইরূপে উহাদেরই পক্ষে সমর্থনকারী পণ্ডিতাগ্রগণ্যমহামান্য ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করা হইল, এবং ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় পণ্ডিতাগ্রগণ্যদিগের সিদ্ধান্তিতে মীমাংসিত যে, অরুণোদয়কালে পূর্ব্ববিদ্ধ তিথিতে ব্রত উপবাস নিষিদ্ধ; ঐমতও অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, কাযেকাযেই ধর্ম্মের মকারের মস্তকে যে পেট্‌কাটা র রহিত হইয়া, কেবল ধম মাত্র রহিতেছে।

প্রথমবর্ণ ধ, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "উপরোধোঽনুরোধশ্চ বিরোধো ব্যাধিরেব চ। অপরাধ ইতি পঞ্চ ধান্তাঃ স্যুর্ধর্ম্মনাশকাঃ॥" ইতি—উপরোধ, অনুরোধ, বিরোধ, ব্যাধি, এবং অপরাধ এই পঞ্চ ধকারান্ত শব্দেতেই ধর্ম্মনাশ করে। অবশিষ্ট অক্ষর ম, উহার অর্থ এই যে, "মৎস্যং মাংসং তথা মদ্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ। মকারাঃ পঞ্চাভিব্যক্তা মুক্তিনির্ব্বাণকারণম॥" ইতি॥ এই পঞ্চ মকার, মুক্তিনির্ব্বাণের কারণ। ফলতঃ উল্লিখিত প্রকারে পঞ্জিকাগণকের মতদ্বৈধ হওয়ায়, কি বৃহৎ কি লঘু বৈষ্ণবস্মৃতি গ্রন্থকর্ত্তার মতে মুনিবচন প্রমাণিত ভাবে ব্যবস্থাপিত সিদ্ধান্তের অনুসারেও পরদিবস অর্থাৎ ১১ই ভাদ্র বুধবার বৈষ্ণবদিগের জন্মাষ্টমী ব্রত উপবাস করা বিধেয় ও কর্ত্তব্য, যেহেতু উভয় হরিভক্তি বিলাসের দ্বাদশবিলাসে শ্রীভগবানের আদেশবাক্যে প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত আছে যে, "দুইগণকের গণনা বিষয়ে বিবাদ ঘটিলে এবং পরস্পর বিরুদ্ধবহুবাক্য প্রয়োগ শুনিয়া সন্দিহান হইলে, কিম্বা সর্ব্বপ্রকার বিবাদ বিষম্বাদ হইলেই, তাহার পরদিন ঐ ভগবদ্ব্রত উপবাস করা বৈষ্ণবদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য" ভগবানের এই আজ্ঞা প্রতিপালন বিষয়ে হেতুবাদ করিলেই অধঃপাত হয়, তাহাতে ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে যে কি অনর্থ পাতক আদি হয়, তাহা বলা যায় না। অতএব পরদিবস বৈষ্ণবদিগের ব্রত উপবাস করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। ইহাতে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, উক্ত বচন সকল একাদশী প্রকরণে উল্লিখিত আছে বলিয়া একাদশী তিথিতেই উহার প্রয়োগ হইতে পারে, অন্যস্থলে নহে। তাহাতে বক্তব্য এই যে, সাবধানে বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, একাদশী প্রকরণেই, বেধ আদি সমুদয়ের লক্ষণ বিবরণ নিরূপণ করিয়াছেন এবং পঞ্চদশ বিলাসে জন্মাষ্টমী প্রকরণে এবং বৈষ্ণবস্মৃতির আদর্শ নৃসিংহপরিচর্য্যা নামক গ্রন্থের ৪র্থ পটলে, সিদ্ধান্তিত আছে যে, জন্মাষ্টমী আদি যাবতীয় ব্রত উপবাস, বেধত্যাগাদি সম্পর্কে তাবতীয় কর্ত্তব্যবিধান, সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্বপ্রকারে প্রায় একাদশীর তুল্য করিয়া জানিবেক, এই বিধায়েরই উভয়বিধ পঞ্জিকাগণনাতেও ১০ই ভাদ্র মঙ্গলবার দিবসে ব্রত উপবাসকারীর এবং তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থাদাতাদিগেরও ইহকালও নাই পরকালও নাই॥

আবহমানকাল প্রচলিত সনাতনবৈষ্ণবস্মৃতি অনুযায়ী সদাচারপরায়ণ বৈষ্ণবতার বিরুদ্ধে ঐ সকল যথেচ্ছানুসারী প্রবৃত্তি প্রচলিত আচারের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে বৈষ্ণবদিগের প্রামাণ্য শাস্ত্রের বচন সকল প্রদর্শন করিয়া, অবিগীত শিষ্টাচাররূপ

ব্যবহার নিদর্শনের উল্লেখ দ্বারা তাহার পোষকতা করিবার জন্য বর্ত্তমান সুসভ্য বৈষ্ণবম্মন্য মহাশয়েরা, প্রেমময়মূর্ত্তিসন্ন্যাসী মহাপ্রভু পরাৎপর দেবতা ও পরমদেব শিরোমণি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ও তদীয় ভক্ত নরদেহধারী দেবগণ ও ঋষিগণের আচারের উল্লেখ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য এস্থলে, কিরূপ আচার প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া উচিত, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ মনু কহিয়াছেন, যে,

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ। ১ম অ,। ১০৯ শ্লোক।

বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত আচারই পরম ধর্ম্ম। শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় এই, যে আচার, বেদ ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী, তাহাই পরম ধর্ম্ম; লোকে তাদৃশ আচারেরই অনুষ্ঠান করিবেক; তদ্ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ বেদ বিরুদ্ধ বা স্মৃতি বিরুদ্ধ আচার আদরণীয় ও অনুসরণীয় নহে। ঈদৃশ আচারের অনুসরণ করিলে, প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অবৈধ আচরণে দূষিত হইয়া থাকেন। একালে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বকালেও সেরূপ ছিল; অর্থাৎ পূর্ব্বকালেও অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অবৈধ আচরণে দূষিত হইতেন। তবে পূর্ব্বকালীন লোকেরা তেজীয়ান্ ছিলেন, এজন্য অবৈধাচরণ নিমিত্তক প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতেন না, কিন্তু তাঁহারা অধিকতর শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের আচার সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ, তাহার অনুসরণে দোষস্পর্শ হইতে পারে না, এরূপ ভাবিয়া, অর্থাৎ পূর্ব্বকালীন লোকের আচার মাত্রই সদাচার, এই বিবেচনা করিয়া, তদনুসারে চলা উচিত নহে।

তাঁহাদের যে আচার শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহা অনুসরণীয় নয়, তাহার অনুসরণ করিলে, সাধারণলোকের অধঃপাত অবধারিত। আপস্তম্ব কহিয়াছেন,

দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ পূর্ব্বেষাম্। ৮।

তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। ৯।

তদন্বীক্ষ্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরঃ। ১০।

আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্র, দ্বিতীয় প্রশ্ন, ষষ্ঠ পটল।

পূর্ব্বকালীন লোকদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধাচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা তেজীয়ান্ ছিলেন, সুতরাং তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় হয় নাই। সাধারণ লোকে, তদীয় আচরণ দর্শনে তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, একবারে উৎসন্ন হয়।

অতএব ইহা অবধারিত হইতেছে, বেদেরও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী আচারই সাধারণ লোকের অনুসরণীয়, বেদ ও স্মৃতির বিরুদ্ধ আচার অনুসরণীয় নহে। সুতরাং তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে, আদর্শ স্বরূপে প্রবর্ত্তিত করা বহুজ্ঞ পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নয়। বেদ ব্যাখ্যাতা মাধবাচার্য্য শিষ্টাচারের প্রামাণ্য বিষয়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

যো মাতুলবিবাহাদৌ শিষ্টাচারঃ স মা ন বা।
ইতরাচারবন্মাস্তমমাত্বং স্মার্ত্তবাধনাৎ ॥ ১৭ ॥
স্মৃতিমূলো হি সর্ব্বত্র শিষ্টাচারস্ততোঽত্র চ।
অনুমেয়া স্মৃতিঃ স্মৃত্যা বাধ্যা প্রত্যক্ষয়া তু সা ॥ ১৮ ॥

জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তর, প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় পাদ, পঞ্চম অধিকরণ। মাতুলকন্যা বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে যে শিষ্টাচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রামাণ্য আছে কি না। অন্যান্য শিষ্টাচারের ন্যায় ঐ সকল শিষ্টাচারের প্রামাণ্য থাকা সম্ভব; কিন্তু স্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া উহাদের প্রামাণ্য নাই। শিষ্টাচার-মাত্রই স্মৃতিমূলক, এজন্য এস্থলে শিষ্টাচার দ্বারা স্মৃতির অনুমান করিতে হই-বেক; কিন্তু অনুমান-সিদ্ধ-স্মৃতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতি দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে।

ভদ্রসমাজে যে ব্যবহার প্রচলিত থাকে, তাহাকে শিষ্টাচার বলে। শাস্ত্র-কারেরা শিষ্টাচারকে, বেদ ও স্মৃতির ন্যায়, ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত করিয়াছেন। সমুদয় শিষ্টাচার স্মৃতি মূলক, অর্থাৎ শিষ্টাচার দেখিলেই বোধ করিতে হইবেক, উহা স্মৃতির বিধি অনুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শিষ্টাচার দ্বিবিধ, প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিমূলক ও অনুমানসিদ্ধস্মৃতিমূলক। যেখানে দেশ-বিশেষে কোনও শিষ্টাচার প্রচলিত আছে এবং স্মৃতিশাস্ত্রে তাহার মূলীভূত স্মৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়; সেখানে ঐ শিষ্টাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিমূলক। আর, যেখানে কোনও শিষ্টাচার প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহার মূলীভূত স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না, তথায় ঐ শিষ্টাচার দর্শনে এই অনুমান করিতে হয় যে, ঐ শিষ্টাচারের মূলীভূত স্মৃতি ছিল, কালক্রমে তাহা লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ শিষ্টাচার অনুমান-সিদ্ধস্মৃতি-মূলক। প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতি, অনুমানসিদ্ধস্মৃতির বাধক, অর্থাৎ——যেখানে দেশ বিশেষে কোনও শিষ্টাচার দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে ঐ শিষ্টাচারমূলক ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তথায় প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ-স্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া ঐ শিষ্টাচারের প্রামাণ্য নাই। দক্ষিণদেশের কোনও অংশে কোনও কোনও ভদ্র সমাজে মাতুলকন্যাপরিণয়ের ব্যবহার আছে; সুতরাং

মাতুলকন্যাপরিণয় সেই সেই দেশের শিষ্টাচার। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে মাতুল-কন্যা পরিণয় সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, এজন্য ঐ শিষ্টাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধ-স্মৃতিবিরুদ্ধ। প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতি-বিরুদ্ধ শিষ্টাচার, অনুমান-সিদ্ধস্মৃতি দ্বারা প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন ও পরিগৃহীত হইতে পারে না। অতএব-মাতুল-কন্যা পরিণয়-বিষয়ক শিষ্টাচারের প্রামাণ্য নাই। সেই রূপ এতদ্দেশীয় যদৃচ্ছা-প্রবৃত্ত বিশ্বরূপী বিশ্বম্ভরী বিশ্বজনীন সহজ সুলভ বিরাট্ বৈষ্ণবতার নিরর্গল আচার ও ব্যবহার শিষ্টাচার হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিবিরুদ্ধ, সুতরাং উহা, অবিগীত-শিষ্টাচার-শব্দবাচ্য অথবা ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া প্রবর্ত্তিত ও পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে। দেবগণের ও পূর্ব্বকালীন রাজগণের আচার-মাত্রই অবিগীত শিষ্টাচার বলিয়া পরিগণিত ও ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া পরি-গৃহীত হইলে, কন্যাগমন, গুরুপত্নীহরণ, মাতুলকন্যা-পরিণয়, পাঁচজনের এক স্ত্রী-বিবাহ প্রভৃতি ব্যবহার প্রচলিত হইয়া যাইতে পারিত। এস্থলে আরও কেহ কেহ মনে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, নিরপেক্ষ ঐকান্তিক ভক্তদিগের সম্বন্ধে যে সকল আচার ব্যবহার বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে ঐকান্তিক বৈষ্ণবকৃত্য প্রকরণে নিরূপিত আছে, তাহা ও, প্রথমতঃ সাধনাঙ্গ-ভক্তিভাবাপন্ন অবস্থাতেই আদরণীয় পরিগৃহীত ও কর্ত্তব্যবিধায় আচরিলে হানি নাই। তাহাতে বক্তব্য এই যে, উহা কোনও ক্রমেই শাস্ত্রীয় ও যুক্তিযুক্ত এবং বিচার সঙ্গত নহে, যেহেতু উক্ত বৈষ্ণব শাস্ত্রেই সেই সেই প্রকরণে বিশেষমতে নিষেধ করিয়াছেন। এস্থলে গুরু-বৈষ্ণবকে কৃষ্ণস্বরূপবোধে ভগবল্লীলাসমুদয়ের অনুকরণে তদীয় আচরণ অপ্রতিহত রাখার বিষয়ে, বিচার সহ মীমাংসা প্রদর্শিত হইতেছে। আরও " মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে। স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥" শ্রীভগবানকে নিবেদিত মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, ও তাঁহার নাম-ব্রহ্ম এবং তাঁহার নিজজনবৈষ্ণব, এই সকল বস্তুতে স্বল্পপুণ্যবানের বিশ্বাস হয় না। অর্থাৎ প্রাক্তন-মহাপুণ্যবানেরই মহাসৌভাগ্যবলে ভেদবুদ্ধি দূর হইয়া, পরমপাবন পাতকতারণ বোধে শ্রদ্ধা জন্মিলে কৃষ্ণের সমান বলিয়া শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে সেবাশুশ্রূষা করিতে পারে। ইত্যাদি, পুরাণীয় এই প্রমাণ বচনে এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিখণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে গুরুবন্দনায় "গুরুকৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তজনে॥ শিক্ষাগুরুকেত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই দুইরূপ॥ ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তার অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥" উক্ত চরিতামৃতের

মধ্যখণ্ডে ১৭ পরিচ্ছেদে প্রকাশানন্দ কিম্বা প্রবোধানন্দ সরস্বতী উদ্দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ যথা——প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী। ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য কহে নিরবধি॥ অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণস্বরূপ দুইত সমান॥ নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ। তিন্ ভেদ নাহি তিন চিদানন্দ রূপ॥ দেহ দেহির নাম নামির কৃষ্ণে নাহি ভেদ। জীবের ধর্ম্মনাম দেহ স্বরূপ বিভেদ॥" তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে উনসপ্তত্যধিকদ্বিশতাঙ্কধৃতবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনং। নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্য-রসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ॥ তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ষড়শীতিশ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামি বাক্যং। অতঃ শ্রীকৃষ্ণ নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস। প্রাকৃতে-ন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥ কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলা বৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥ ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস। ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥" ঐ গ্রন্থের মধ্যখণ্ডে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মিলন প্রসঙ্গে। "সেই প্রসাদান্ন মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া। ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হঞা॥ অরুণোদয়কালে হৈল প্রভুর আগমন। সেই-কালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য জাগিলা। কৃষ্ণনাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িলা॥ বাহিরে প্রভুর তিঁহো পাইলা দরশন। আস্তে ব্যস্তে আসি কৈল চরণ বন্দন॥ বসিতে আসন দিয়া দুঁহেত বসিলা। মহাপ্রসাদান্ন খুলি প্রভু হাতে দিলা॥ প্রসাদান্ন পাঞা ভট্ট আনন্দ হৈল মন। কৃতার্থ হইয়া প্রসাদ করিল ভক্ষণ॥ স্নান সন্ধ্যা দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল। চৈতন্যপ্রসাদে মনের সব জাড্য গেল॥ ভক্তি করি মহাপ্রসাদ কর পাতি লৈল। এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল॥

তথাহি পদ্মপুরাণং।

শুষ্কং পর্য্যুসিতং বাঽপি নীতম্বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাঽত্র কালবিচারণা॥

তত্রৈব। ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥

দেখিয়া আনন্দ হৈল মহাপ্রভুর মন। প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কৈলা আলিঙ্গন॥

আরও শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রচারিত প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকাগ্রন্থে, "জ্ঞানকর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ, নানামতে হঞা অগেয়ান্। তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি, প্রেমভক্তি ভক্তগণ প্রাণ॥ জগৎ ব্যাপক হরি, অজ ভব আজ্ঞাকারী, মধুর মধুর লীলা কথা। এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম রসিক সেই, তাঁর সঙ্গ করিব সর্ব্বথা॥ পরম নাগর কৃষ্ণ, তাহে হও অতিতৃষ্ণ, ভজ তাঁরে ব্রজভাব লঞা। রসিক ভকত সঙ্গে, বিহরহ রতিরঙ্গে, ব্রজপুরে বসতি করিঞা॥" এই প্রমাণবাক্যে নির্ভর করিয়া; "গুরুকৃষ্ণনাম ব্রহ্মবৈষ্ণব গোসাঞি। ইথে ভেদ নাই সব মিলে একঠাঞি॥" এই বিধায় গুরু বৈষ্ণব গোসাঞি প্রভৃতি সকলেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের পরিণামে পর্য্যবসান হওয়ার প্রণালী পদ্ধতির বিধান অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সকলরসলীলারই অবাধে অনুকরণ করিয়া, সমাজবিশেষে সমাদৃত ও সম্মানিত হওয়াতেই ক্রমশঃ সাহস বল ভরসা কৌশলসহ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এক্ষণে উল্লিখিত ঐ ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিশেষতঃ বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্রে ঐ সকল প্রকরণেই ভূয়ো ভূয়ো ঐরূপ আচরণ করিতে সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করিয়াছেন, যথা—পঞ্চাধ্যায়ী শ্রীকৃষ্ণের রাস প্রকরণে শ্রীশুকদেব ও শ্রীমহারাজ পরিক্ষিৎ মহাশয়ের সম্বাদে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ, ৩৩ অধ্যায়ে যথা—শ্রীপরীক্ষিদুবাচ। সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ। অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥ ২৬॥ স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাঽভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণম্॥ ২৭॥ আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্। কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত॥২৮॥ শ্রীশুক উবাচ। ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ ২৯॥ নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাঽপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥ ৩০॥ ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ॥ ৩১॥ কুশলাচরিতৈরেষামিহ চার্থো ন বিদ্যতে। বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো!॥ ৩২॥ কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যাদিবৌকসাম্। ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥ ৩৩॥ যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ। স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানাস্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥ ৩৪॥ গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্॥ ৩৫॥ অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা

তৎপরো ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥ নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥ ৩৭ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন হে ব্রহ্মণ! আপনকার কথিত মতে বলিতেছি যে, ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং অধর্ম্ম প্রশমন নিমিত্ত ভগবান্ জগদীশ্বর সর্ব্বাংশে অবতীর্ণ হয়েন, তিনি স্বয়ং ধর্ম্ম মর্য্যাদার বক্তা, কর্ত্তা এবং রক্ষিতা হইয়াও কি প্রকারে তদ্বিপরীত (অধর্ম্ম) আচরণ করিলেন? মুনে! ইহা কলঞ্জ ভক্ষণাদিবৎ অধর্ম্মমাত্র নহে, কিন্তু পর স্ত্রী সংস্পর্শ মহা সাহস ॥২৭॥ যদি বলেন আপ্তকামপুরুষের ইহা অধর্ম্ম নহে তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই, যদি যদুপতি আপ্তকাম, তবে কি অভিপ্রায়ে নিন্দিতকর্ম্ম করিলেন। হে সুব্রত! ইহাতে আমার উপস্থিত মহান্ সংশয়, আপনি ছেদন করুন ॥ ২৮ ॥ শুকদেব কহিলেন রাজন্! প্রজাপতি, ইন্দ্র, চন্দ্র, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি অধীশ্বরদিগেরও ধর্ম্মব্যতিক্রম ও সাহস দেখা গিয়াছে। ঐ সকল ব্যক্তি তেজস্বী, একারণ তাঁহাদের উহা, দোষের জন্য হয় না, যেমন অগ্নির সর্ব্বভক্ষণ দোষাবহ নহে ॥ ২৯ ॥ কিন্তু যাহারা অনীশ্বর অর্থাৎ দেহাদি পরতন্ত্র, তাহাদিগের কদাপি মনেও ঐরূপ আচরণ কর্ত্তব্য নহে। যেমন রুদ্র ব্যতিরেকে অন্য ব্যক্তি বিষভক্ষণ করিলে বিনষ্ট হয়, তেমনি মূঢ়তা প্রযুক্ত দেহাদির পরতন্ত্র পুরুষ ঐরূপ আচরণ করিলে বিনষ্ট হইবেক ॥৩০॥ মহারাজ! আপনি এরূপ আশঙ্কা করিবেন না যে, সদাচারের প্রামাণ্য কি প্রকারে ঘটিবে, তাহার সমাধান এই, ঈশ্বরদিগের বচন সত্য অতএব তাঁহারা যাহা বলেন তাহা অবশ্যই আচরণ করিবে, কিন্তু তাঁহাদের আচরিত সর্ব্বত্র সত্য নহে, কোথাও কোথাও সত্য হয়, অতএব তাঁহাদের বাক্যে যাহা যাহা অবিরুদ্ধভাবে আদিষ্ট সেই সমস্তের আচরণই কর্ত্তব্য ॥ ৩১ ॥ রাজন্! যদি বলেন তিনি কেন ঈদৃশ সাহসের কর্ম্ম আচরণ করেন, তাহাতে বক্তব্য এই, অধীশ্বরদিগের সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরকালে অথবা ইহকালে কোন অর্থ সম্ভাবনা নাই এবং তিনি অহঙ্কার বর্জিত, ইহাতে তদ্বিপর্য্যয়েও অর্থাৎ অসৎকার্য্যাচরণেও কোনওপ্রকার অনর্থসম্ভাবনা নাই ॥৩২॥ অতএব, যদি অধীশ্বরদিগের কুশল অকুশল আচরণ জন্য ফল না হইল, তবে যিনি অখিল বস্তুর এবং তির্য্যক্ মানব দেবতার তথা সকল ঈশিতব্যের (নিখিল নিয়মাধীন বস্তুর) ঈশ্বর, তাঁহার কুশল অকুশল সম্বন্ধ কিছুই নাই ॥ ৩৩ ॥ হে মহারাজ! যাঁহার পাদপদ্মের পরাগসেবন পরিতৃপ্ত মুনিগণ যোগপ্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধন মোচন করত স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতেছেন, কোনওপ্রকারে বন্ধনপ্রাপ্ত হন না; আবার তাঁহার স্বেচ্ছাতেই যখন শরীরপরিগ্রহ, তখন তাঁহার

হইতে বন্ধন হইবেক ? ॥ ৩৪ ॥ যিনি, গোপীদিগের ও তাঁহাদিগের পতি, বন্ধু প্রভৃতির, এবং যাবতীয় দেহধারী সকলেরই, অন্তরে বিচরণ করেন, বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, সেই ভগবান, কেবল লীলার জন্য দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের তুল্য শরীরী নহেন, তাহাতে দোষের সম্ভাবনা নাই ॥ ৩৫ ॥ রাজন্! আপনি এরূপ দোষের আশঙ্কা করিবেন না, শ্রীকৃষ্ণ যদি আপ্তকাম হইলেন তাঁহার কেন এরূপ নিন্দিত কার্য্যে প্রবৃত্তি, তাহার কারণ শুনুন, যদিও ভগবান আপ্তকাম তথাপি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া তাদৃশ ক্রীড়া করিয়া থাকেন, যাহা শুনিয়া লোকে তৎপর হয় অর্থাৎ শৃঙ্গাররসাকৃষ্ট হওতঃ যে সকল ব্যক্তি বহির্ম্মুখ, হইয়া থাকে তাহাদিগকেও তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ করিয়া দেন ॥ ৩৬ ॥ হে মহারাজ! ব্রজবাসী সকল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিতে পারে নাই। কারণ, তাহারা তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া জানিত যে, তাহাদিগের নিজ নিজ পত্নীগণ তাহাদিগের পার্শ্বেই অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৯ম অধ্যায়ে, ২৩শ শ্লোক হইতে কএকটি শ্লোক দেখ।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্। অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥

মহামান্য শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণকৃত-গীতাভূষণভাষ্য। নন্বিন্দ্রাদিযাজিনোঽপি, বস্তুতস্ত্ব যাজিন এব। তেষাং কুতো গতাগতমিতি চেত্তত্রাহ, যেঽপীতি। যে জনাঃ অন্যদেবতাভক্তাঃ কেবলেম্বিন্দ্রাদিষু ভক্তিমন্তঃ শ্রদ্ধয়া, এতএব ফলপ্রদা ইতি দৃঢ়বিশ্বাসেনোপেতাঃ সন্তো যজন্তে যজ্ঞৈস্তানর্চ্চয়ন্তি। তেঽপি মামেব যজন্তীতি সত্যমেতৎ, কিন্তু অবিধিপূর্ব্বকং তে যজন্তি। যেন বিধিনা গতাগতনির্বর্ত্তিকা মৎপ্রাপ্তিঃ স্যাত্তং বিধিং বিনৈব। অতস্তৎ তে ন লভন্তে ॥২৩॥ অবিধিপূর্ব্বকতাং দর্শয়তি অহং হীতি অহমেবেন্দ্রাদিরূপেণ সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং ভোক্তা, প্রভুঃ স্বামী পালকঃ ফলদশ্চেত্যেবং তত্ত্বেন মাং নাভিজানন্তি অতস্তে চ্যবন্তি সংসরন্তি ॥২৪॥ অথ স্বভক্তানাং বিশেষং নিরূপয়তি। অনন্যা ইতি। যে জনাঃ অনন্যাঃ মদেকপ্রয়োজনাঃ মাং চিন্তয়ন্তো ধ্যায়ন্তঃ পরিতঃ কল্যাণগুণরত্নাশ্রয়তয়া বিচিত্রাদ্ভুতলীলাপীযুষাশ্রয়তয়া দিব্যবিভূত্যাশ্রয়তয়া চোপাসতে ভজন্তি। তেষাং

নিত্যং সর্ব্বদৈব মষ্যভিযুক্তানাং বিস্মৃতদেহযাত্রাণাম্ হমেব যোগক্ষেমমপ্রাহরণং তৎসংরক্ষণঞ্চ বহামি অত্র করোমীতি নোক্ত্বা বহামীত্যুক্তিস্তৎ-পোষণভারো মমৈব বোঢ়ব্যো। গৃহস্থস্যেব কুটুম্বপোষণভার ইতি ব্যনক্তি॥ এবমাহ সূত্রকারঃ। স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয় ইতি। অত্রাহুঃ তেষাং নিত্যং ময়া সার্দ্ধমভিযোগং বাঞ্ছতাং, যোগং মৎপ্রাপ্তিলক্ষণং ক্ষেমঞ্চ, মত্তোঽপুনরাবৃত্তিলক্ষণমহমেব বহামি। তেষাং মৎপ্রাপণভারো মমৈব, নত্বর্চ্চিরাদের্দ্দেবগণস্যেতি। এবমেবাভিধাস্যন্তি দ্বাদশে, যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণীত্যাদিদ্বয়েন, সূত্রকারো প্যেবমাহ বিশেষঞ্চ দর্শয়তীতি॥ ২২॥ ভক্তিপ্রকারমাহ সততমিতিদ্বয়েন। সততং সর্ব্বদা দেশকালাদিবিশুদ্ধিনৈরপেক্ষেণ মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ সুধামধুরাণি মম কল্যাণগুণকর্ম্মানুবন্ধীনি গোবিন্দগোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি নামান্যুচ্চৈরুচ্চারয়ন্তো মামুপাসতে। নমস্যন্তশ্চ মদর্চ্চানিকেতনেষু গত্বা ধূলিপঙ্কাক্তেষু ভূতলেষু দণ্ডবৎ প্রণিপতন্তঃ, ভক্ত্যা প্রীতিভরেণ কীর্ত্তয়ন্তো মামুপাসত ইতি। মৎসঙ্কীর্ত্তনাদিকমেব মদুপাসনমিতি বাক্যার্থঃ। অতো মামিতি ন পৌনরুক্ত্যম্। চ শব্দোঽনুক্তানাং শ্রবণার্চ্চনবন্দনাদীনাং সমুচ্চায়কঃ, যতন্তঃ সমানাশয়ৈঃ সাধুভিঃ সার্দ্ধং মৎস্বরূপ গুণাদিযাথার্থ্যনির্ণয়ায় যতমানাঃ, দৃঢ়ব্রতাঃ দৃঢ়ান্যস্খলিতান্যেকাদশীজন্মাষ্টম্যুপোষণাদীনি ব্রতানি যেষাং তে। নিত্যযুক্তাঃ ভাবিনং মন্নিত্যসংযোগং বাঞ্ছন্তঃ আশংসায়াং ভূতবচ্চেতি সূত্রাদ্বর্ত্তমানেঽপি ভূতকালিকঃ ক্তপ্রত্যয়ঃ॥ ১৪॥

অর্থ! বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন যে, হে মদীয় পিতৃস্বসা কুন্তীর প্রসূত! অহে ভাই অর্জ্জুন! সাবধানে শ্রবণ কর, দেব দেবীশ্রদ্ধায় অর্থাৎ সুদৃঢ় বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া ভক্ত হইয়াছি এই মনোগত ভাববশতঃ যাহারা আমা ছাড়িয়া অন্য দেবদেবী সকলকে পূজা করিয়া থাকে, তাহারাও আমাকেই অবিধি পূর্ব্বকই পূজা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু আমা-ভিন্নভাবে অন্য দেবতার ঐ পূজা বিধিপূর্ব্বক হয় না বলিয়াই পরিণামে মহা অনিষ্ট ফললাভ হয়। আমি (কৃষ্ণই) সচরাচর দেবতা আদি সকলেরই প্রভু অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহ সামর্থ্যশালী স্বামী পালক ও সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর সকল যজ্ঞেরই ভোক্তা, এবং নিজ নিজ কৃত কর্ম্ম অনুসারী ফলও সকলকেই উপযুক্ত বিধায় দিয়া থাকি। আমার এই প্রকৃত স্বরূপতত্ত্ব, সর্ব্বতোভাবে তাহারা জানে না, সুতরাংই তাহাদের অধঃপাত হয়॥২৩॥২৪॥ আর যাহারা কোনও দেবতার ধ্যান পূজা আদি না করিয়া অনন্যভাবে কেবল আমারই ধ্যান পূজা আদি করিয়া থাকে এবং সকল মঙ্গলালয় বিচিত্রচমৎকারকারী লীলামৃতের ও দৈব-মহৈশ্বর্য্য-বিভূতি সমুদয়েরই আশ্রয় বোধে আমাকেই

সর্ব্বতোভাবে (সকাম কিম্বা নিষ্কামভাবে) উপাসনা কি ভজনা করে, আমার ঐকান্তিক-ভক্ত ঐ সকল বৈষ্ণবদিগের দেহযাত্রা, আমি নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। গৃহস্থের নিজ পরিবারের ভরণ পোষণ প্রভৃতি সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করার ভার সমুদয়, যেমন গৃহস্বামীর উপর নির্ভর করিয়া থাকে, সেইমত আমার অনন্যভক্ত একান্ত বৈষ্ণবদিগের ভরণ পোষণ প্রভৃতি কার্য্য, আমি নিজেই নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, এবং চরমে কি পরিণামে আমাতে অনন্যভাব দ্বারা একান্তভক্তেরা আমাকে যাহাতে পাইতে পারে তাহারও উপায় বিধান নিজেই করিয়া দি ॥ শ্রীচৈতন্য ভাগবতগ্রন্থকারশ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর এই শ্লোকের নিজকৃত অনুবাদসার বাঙ্গালা ভাষায় পয়ার ছন্দে করিয়াছেন যথা—"আমারে ভজয়ে যেবা অনন্য হইয়া। তারে অন্ন দিই আমি মাথায় বহিয়া ॥" এমতে নিত্যযুক্ত-ভক্ত কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে তাৎপর্য্য জানাইবার জন্য গীতার ঐ অধ্যায়েই নিত্যযুক্ত ভক্তের লক্ষণ, শ্রীভগবান নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা, যাহারা সতত সকল স্থানে ও সকল সময়ে অর্থাৎ শুদ্ধ সময় ও শুদ্ধ স্থানের অপেক্ষা, কিম্বা অশুদ্ধ কাল ও অশুদ্ধ স্থানের, বিচার না করিয়াই নিরপেক্ষভাবে, সুধা-মধুর-স্বাদু এবং সকল-মঙ্গলালয় আমার গুণ ও কর্ম্মের অনুবন্ধি বাল্যলীলা আদি সমুদয় লীলাসূচক নাম সমুদয় উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ সহকারে যাহারা সঙ্কীর্ত্তনরূপ উপাসনা করিয়া থাকে। এবং যাহারা "নমস্যন্তঃ" অর্থাৎ মদীয় শ্রীমূর্ত্তির দেবালয়ে যাইয়া ঐ শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখস্থলে ধূলিময় কিম্বা পঙ্কিল ভূতলে দণ্ডবৎ হইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত সহযোগে ভক্তি সহকারে প্রীতিভরে মদীয় নাম গুণ আদির সঙ্কীর্ত্তন করাই আমার উপাসনা জানিবে। (১) এবং একপ্রকার সমান অভিপ্রায়ী একানুরাগী একসম্প্রদায়ী সাধু-বৈষ্ণবদিগের সহযোগে ও সংসর্গে, মদীয় স্বরূপ, লীলা, গুণ আদির তত্ত্বনির্ণয় করিয়া লইবার জন্য যাহারা যত্নশীল এবং যাহাদিগের একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতি নিত্যশ্রেণীভুক্ত যাবতীয় উপবাস আদি বা ব্রত অনুষ্ঠান করিতে সম্পন্নাবস্থায়, পরম হর্ষে উল্লাস বশতঃ অথবা

(১) এই অর্থ প্রতীতি করাইবার নিমিত্তই সঙ্কীর্ত্তন এবং নমস্যন্ত উভয় স্থলে "মাং" অর্থাৎ আমাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাতে পৌনরুক্ত দোষ হয় না। আর "চ" পদ প্রয়োগে শ্রবণ অর্চ্চন বন্দন, স্মরণ প্রভৃতি অনুক্ত-সাধনাঙ্গসমুদয়ের সমুচ্চয় নির্ণয় করা হইল।

বিপন্নাবস্থায় বিষম দুঃখোদ্বেগবশতঃ ভ্রমে ও প্রমাদে বিরত হইয়া পরিত্যাগ না করে, তাহাদিগকে আমার নিত্যযুক্তভক্ত করিয়া জানিবে। (২)

এবং ঐ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়ে—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০॥

মম শুদ্ধভক্তিবশ্যতালক্ষণঃ স্বভাবো দুস্ত্যজ এব, যদহং জুগুপ্সিতকর্ম্মণ্যহংপি ভক্তেহনুরজ্যংস্তমুৎকর্ষয়ামিতি। পূর্ব্বার্থং পুষ্ণন্নাহ অপি চেদিতি। অনন্যভাক্ জনশ্চেৎ সুদুরাচারোঽতিবিগর্হিতকর্ম্মাঽপি সন্ মাং ভজতে মৎকীর্ত্তনাদিভির্ম্মাং সেবতে। তদাপি স সাধুরেব মন্তব্যঃ, মত্তো হন্যাং দেবতাং ন ভজত্যাশ্রয়তীতি, মদেকান্তী, মামেব স্বামিনং পরমপুমর্থঞ্চ জানন্নিত্যর্থঃ। উভয়থা বর্ত্তমানোঽপি সাধুত্বেন স পূজ্য ইতি বোধয়িতুমেবকারঃ তস্য তথাত্বেন মননে মন্তব্য ইতি স্বনিদেশরূপো বিধিশ্চ দর্শিতঃ। ইতরথা প্রত্যবায়াদিতিভাবঃ। উভয়থাঽপিবর্ত্তমানস্য সাধুত্বমেবেত্যত্রোক্তং হেতুং পুষ্ণন্নাহ সম্যগিতি। যদসৌ সম্যগ্ব্যবসিতো মদেকান্তনিষ্ঠারূপশ্রেষ্ঠনিশ্চয়বানিত্যর্থঃ। এবমুক্তং নারসিংহে। ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা, ভৃশমলিনোপি বিরাজতে মনুষ্যঃ। নহি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ॥ ইতি॥ ৩০॥

কেবল শুদ্ধভক্তির বশীভূত হওয়া, যে আমার স্বভাব, তাহা আমি কোনওকালে কোনওক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারিনা, সুতরাং আমার নামসঙ্কীর্ত্তন আদি ভজনা-কারী ঐ ভক্তজন অতিশয় নিন্দিত কর্ম্ম আচরণ করিলেও ভক্তানুরাগের অধীনতাবশতঃ ঐ অপকৃষ্ট ব্যক্তিকে আমি উৎকৃষ্ট করিয়া লই, পূর্ব্বোক্ত এই বিষয় সমর্থন জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন যে, দুরাচারী কোনও ব্যক্তি অন্যের ভজনা না করিয়া একান্ত অনন্যভাবে আমার নাম-সঙ্কীর্ত্তন আদি করতঃ কেবল আমারই ভজন সেবন করে, অতি বিগর্হিত কর্ম্মাচারী হইলেও তখনও তাহাকেই সাধু বলিয়াই সম্মান করিবে। যেহেতু অন্য দেবতার আশ্রয় না লইয়া আমাকে একান্তভাবে ভর্ত্তা ও স্বামী এবং পরমপুরুষার্থ বোধে যে ঐরূপ ভজনা করে, তাহাকে অতিশয় দুরাচারী জ্ঞানে

(২) নিত্যযুক্তা এই পদে ভবিষ্যংনিত্যসংযোগ বাঞ্ছা করায় অতীতকাল বোধক "ক্ত" প্রত্যয়ের প্রয়োগ থাকায় ব্যাকরণের "আশংসায়াং ভূতবচ্চ" এই সূত্র দ্বারা যুজধাতুর উত্তর অতীতকালে বিহিত, ক্ত প্রত্যয় হইয়া যুক্তপদ সিদ্ধ হইয়াছে।

কখনই কোনও মতে অবহেলা করিবে না, আমার এই আজ্ঞারূপ বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে মহান্ প্রত্যবায় হইবেক। যদি মনে কর যে ব্যক্তি অতি দূষিত আচার ও নাম সঙ্কীর্ত্তন এই মন্দ ও ভাল উভয়ই কর্ম্ম করিতেছে, তাহাকে কি ভাবে সাধু বলিয়া মান্য করিব। তাহাতে সাধু বলিয়া সম্মান করিবার কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক সমর্থন করিয়া বলিতেছেন যে, ঐ ব্যক্তি আমাতে একান্ত নিষ্ঠাভাবে নাম সঙ্কীর্ত্তন রূপ শ্রেষ্ঠ সাধন সম্পাদন করাতে উত্তম উত্তম সকল পুণ্যের সাধন করাই সুসিদ্ধ হইল। এইমত সিদ্ধান্ত শ্রীনরসিংহ পুরাণেও উক্ত আছে যথা,—

শ্রীভগবান হরিতে অনন্য চিত্তব্যক্তি মহাপাপে মহামলিন থাকিলেও সর্ব্বথা বিরাজমান হয়, যেমন কাল-মৃগ-চিহ্নে কলুষিতাবয়ব পূর্ণশশাঙ্কচন্দ্রের জ্যোৎস্না কখনও অন্ধকারে পরাভূত হয় না ॥ ৩০ ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

নহু, "নাবিরতো দুশ্চরিতান্না শান্তো না সমাহিতঃ। নাহশান্তমনসো বাপি প্রজ্ঞা নৈনমবাপ্নুয়াদিতি দুরাচারিণস্তদ্বৈমুখ্যশ্রবণাৎ কথং তস্য সাধুত্বমিতি চেত্তত্রাহ ক্ষিপ্রমিতি স্বাভাবিকদুরাচারিবিষয়মিদং শ্রবণং মদেকান্তী তু মনসি-স্থতে নাতি পূতেন সর্ব্বেশ্বরেণ ময়াগন্তুকং দুরাচারং বিনিধূর্য় ক্ষিপ্রমেব ধর্ম্মাত্মা সদাচারনিষ্ঠমনা ভবতি। শশ্বৎ পুনঃ পুনরনুতপ্যন্ মৎস্মৃতিপ্রতিকূলাত্তচ্ছান্তিং নিবৃত্তিং নিতরাং গচ্ছতি। নবকৃতপ্রায়শ্চিত্তমেনং স্মার্ত্তাঃ সাধুং নমস্যেরন্নিতি-চেত্তত্র ভক্তানুরক্তিবিবশঃ সকোপমিবাহ কৌন্তেয়েতি। ত্বং তেষাং সভাগতঃ প্রতিজানীহি মে মমৈকান্তী ভক্তঃ প্রমাদাৎ সুদুরাচারোহপি ন প্রণশ্যতি। মত্তো ভ্রষ্টঃ সন্ দুর্গতিং নাপ্নোতি। অপি তু তাদৃশেন মহাপূতো মৎপ্রাপ্তিযোগশ্চ-কান্তি। "স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ। বিকর্ম্ম-যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥" ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। স্মার্ত্তৈস্তুমদেকান্তিতো ন্যত্র বিধায়কৈর্ভাব্যং স্মার্ত্তং প্রায়শ্চিত্তমপেক্ষ্য মদুক্তং মৎস্মৃতিরূপং তত্তুপ্রবলমিতি সুকুলীনৈরেব ন তু দুষ্কুলীনৈরাদত্তব্যমিতি বোধ-য়িতুং কৌন্তেয়েতি ॥ ৩১ ॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যে হপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

মহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু। কথং পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সর্ব্বেশ্বরোহহং মদে-

কাৰ্ত্তিনাং আগন্তুকদোষান্ বিধুনোমীতি কিং চিত্রং যদতিপাপিনোঽপি মদ্ভক্ত-প্রসঙ্গাদ্বিধুতাবিদ্যা বিমুচ্যন্তে ইত্যাহমাং হীতি। যে পাপযোনয়ো হন্ত্যজাঃ সহজদুরাচারাঃ স্যুস্তেঽপি মদ্ভক্তপ্রসঙ্গেন মাং সর্ব্বেশং বসুদেবসুতং ব্যপাশ্রিত্য শরণাগত্য পরাং দেবদুর্লভাং গতিং মৎপ্রাপ্তিং যান্তি, হি নিশ্চিতমেতৎ। এবমাহ শ্রীমান্ শুকঃ। কিরাত হূণান্ধ্র ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃতঃ।

কেহ ইহা মনেও করিওনা যে, দুশ্চরিত্র হইতে বিরত ও শান্ত সমাহিত না হইলে, অশান্তমনা লোকের প্রজ্ঞা পাওয়া দুরূহ, সুতরাং ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া থাকে ; উহাকে সাধু বলিয়া গণ্য করা অসম্ভব, তাহাতে বক্তব্য এই যে, উহা স্বভাবতঃ দুরাচারীর পক্ষে সম্ভবপর শুনা যায় বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে একান্ত ভাবে মন রাখিলে পাতকীর পরিত্রাতা, পতিতপাবন সর্ব্বেশ্বর তিনিই, আগন্তুক মতে, উপস্থিত দুরাচারের সমূলে ক্ষালন করতঃ ধর্ম্মাত্মা করিয়া দেন এবং ঐ একান্তভক্তিভাবাপন্ন ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ অনুতাপ সহকারে মনন করিলেই আমাকে স্মরণ করিবার প্রতিকূল ভাবের নিবৃত্তি হইয়া যায়। যদি কেহ তাহাতে মনে করেন যে দুশ্চরিত্র ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত না করিলে উহাকে স্মার্ত্তেরা সাধু বলিয়া মানিবেন না, এই আশঙ্কা উত্থিত করিলে তাহা দূর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রতি সেই অনুরাগ বশতঃ সকোপে বলিয়াছিলেন যে, হে কুন্তিনন্দন! তুমি স্মার্ত্তদিগের সভায় যাইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতে পার যে আমার একান্ত ভক্ত প্রমাদ বশতঃ অত্যন্ত দুরাচার করিলেও অনন্য ভক্তের বিনাশ কখনই হয় না অর্থাৎ আমাতে একান্ত ভক্ত ব্যক্তি ভ্রষ্ট হইয়া দুর্গতি পায়না, বরঞ্চ অনবধান বশতঃ আগন্তুক দুরাচারের জন্য অনুতাপ করিলেই মহাপবিত্র হইয়া আমাকে পাইবার সুযোগ, সবিশেষ প্রকাশ হইতে থাকে। উহাতে স্মৃতিশাস্ত্রপ্রভৃত প্রমাণ বচন এই যে—"পরমেশ্বর ভগবান হরি স্বীয় প্রিয়ভক্তের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া, পাদমূল ভজনাকারী ঐ অনন্যভক্তের অসাবধানতা বশতঃ কথঞ্চিৎ উৎপতিত দুষ্কর্ম্মজনিত মালিন্য সমুদয় সমূলে পরিষ্কার করিয়া দেন।" অতএব আমার একান্তভক্ত ব্যতিরিক্ত ব্যক্তিতে প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা বিষয়ক স্মার্ত্ত ব্যবস্থা স্থূলোদ্ভুতেরাই গ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্তু আমার আদেশ স্বরূপ স্মৃতি সর্ব্বত্রই প্রবল জানিবে ও মানিবে॥ ৩১ ॥

মহা কলরবে বিবাদকারী সমুদয় স্মার্ত্ত লোকের সমবেত মণ্ডলী স্থলের মধ্যে উপস্থিত হইয়া হে পার্থ! তুমি দুই বাহুতুলে নিঃশঙ্কায় প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিও যেহেতু তুমিও পরমেশ্বরের ভক্ত। আর আমি সর্ব্বেশ্বর হইয়া আমার

একান্ত ভাবাপন্ন ভক্তদিগের আগন্তুক কলুষ সকল যে বিধূত করিয়া থাকি, ইহাতে আর বিস্ময় কি ? দেখ যখন পাপযোনি, অন্ত্যজ, স্বাভাবিক, দুরাচারী,— হীনজাতীয়, ও বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি পর্য্যায়ের লোক এবং সর্ব্বদা অশুচি মিথ্যা পরায়ণ স্ত্রীলোকেরাও মদীয় ভক্তের প্রসঙ্গে আমার শরণাগত হইলে মৎপ্রাপ্তি-রূপ পরম সদ্গতি লাভ করে। তখন পুণ্যাত্মা সদনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতীয় লোক যদি অনন্যভক্ত হইয়া যদি আমার একান্ত শরণ লয়, তাহা হইলে, তাহারা যে ঐপরম সদ্গতি পাইবেক, তাহাতে আর দ্বিধা বা সন্দেহ কি ? ॥ ৩২ ॥

উল্লিখিত সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ বচন দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, এবং মাধবাচার্য্য কৃত কাল নির্ণয় নামক গ্রন্থে (কাল মাধবীয়ে) দ্বিতীয়াদি প্রকরণান্ত-র্গত একাদশীনির্ণয়ে সুস্পষ্ট উক্ত বৈষ্ণব লক্ষণ যে বৈখানশ পঞ্চরাত্রাদি বৈষ্ণবা-গমোক্ত বিধি অনুসারে দীক্ষা প্রাপ্ত এবং স্কান্দ ও বিষ্ণুপুরাণ বচন অনুসারে নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আচরণকারী অথচ কোনওরূপ অবৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানে স্বীয় অবশ্য কর্ত্তব্য আচার হইতে কোনও বিধায় অপরিভ্রষ্ট ব্যক্তিই বৈষ্ণব এবং তৎপূর্ব্বের নিজকৃত দুরাচার জন্য অনুতাপকারীকেই প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকে প্রভুই পবিত্র সাধু করিয়া লয়েন।

দেখ শ্রীরূপ গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন যথা—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ১৯ পরিচ্ছেদে—

তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর। তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥ দেবনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে। বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥ ধর্ম্মচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ। কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥ কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত। কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণ ভক্ত॥ কৃষ্ণের ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৪।৩)—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলিয়াছিলেন, হে মহামুনে! কোটিসংখ্য মুক্ত সিদ্ধ পুরুষগণের মধ্যে নারায়ণ পরায়ণ প্রশান্তাত্মা ব্যক্তি সুদুর্ল্লভ।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা

বীজ ॥ মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ। শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥ উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়। বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥ তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন। কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ তাহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল। ইহা মালী সেচে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি জল ॥ যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা ॥ তারে মালী যত্ন করি করে আবরণ। অপরাধ-হস্তী যৈছে না হয় উদ্গাম ॥ কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা। ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা ॥ নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীবহিংসন। লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥ সেক-জল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়। স্তব্ধ হৈঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥ প্রথমে উপশাখা করয়ে ছেদন। তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥ প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়। লতা-অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায় ॥ তাহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন। সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন ॥ এইত পরমফল পরম পুরুষার্থ। যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ।

আবার শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন, যথা, উক্ত চরিতামৃতে ঐ খণ্ডে ২২ পরিচ্ছেদে—

এবে সাধনভক্তি কহি শুন সনাতন। যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন ॥ শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ। তটস্থ-লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ॥ নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদ্যে শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥ এইত সাধন-ভক্তি দুইত প্রকার। এক বৈধীভক্তি রাগানুগা ভক্তি আর ॥ রাগহীন জন ভজে শাস্ত্র আজ্ঞায়। বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥ বিবিধাঙ্গ সাধন-ভক্তি বহুত বিস্তার। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধুসঙ্গ সার ॥ গুরুপদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা-পৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন ॥ কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস। যাবৎ-নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস ॥ ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন। সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বর্জ্জন ॥ অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ, বহুশিষ্য না করিবে। বহুগ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে ॥ হানি-লাভ-সম, শোকাদি-বশ না হইবে। অন্য-দেব অন্য-শাস্ত্র নিন্দা না করিবে ॥ বিষ্ণু-বৈষ্ণবনিন্দা গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে। প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে ॥ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজন বন্দন। পরিচর্য্যা দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন ॥ অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি। অভ্যুত্থান অনুব্রজ্যা তীর্থগৃহে গতি ॥ পরি-

ক্রম। স্তবপাঠ জপ সংকীর্ত্তন। ধূপ-মাল্য-গন্ধ মহাপ্রসাদ-ভোজন॥ আরাত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তিদরশন। নিজপ্রিয়-দান ধ্যান তদীয়-সেবন॥ তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত। এই চারিসেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥ কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তৎকৃপাবলোকন। জন্মদিনাদিমহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥ সর্ব্বদা শরণাগতি কার্ত্তিকাদি ব্রত। চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব॥ সাধুসঙ্গ নাম-কীর্ত্তন ভাগবতশ্রবণ। মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায় সেবন॥ সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এ পাঁচের অল্প সঙ্গ॥ কামত্যাগী কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি। দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥ অন্য ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ। নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥ অজ্ঞানেও যদি হয় পাপ উপস্থিত। কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে, না করে প্রায়শ্চিত্ত॥ বিধি-ভক্তি-সাধনের কহিল বিবরণ। রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন॥ রাগানুগা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী-জনে। তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে॥ ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা, রাগ-স্বরূপলক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ-লক্ষণ-কথন॥ রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোনও ভাগ্যবান্॥ লোভেব্রজ-বাসীর ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্র যুক্তি না মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥ বাহ্য অন্তর ইহার দুই ত সাধন। বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥ মনে নিজ সিদ্ধ-দেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি দিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর মনে করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥ দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ। রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥ এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি। কৃষ্ণের চরণে তার উপজায় প্রীতি। প্রেমাঙ্কুরে রতি ভাব হয় দুই নাম। যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীভগবান্॥ যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমের সাধন। এই ত কহিল অভিধেয়-বিবরণ॥ অভি-ধেয় সাধন ভক্তি শুনে যেই জন। অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণপ্রেমধন॥"

ঐ সকল প্রমাণ প্রয়োগে সামান্যশাস্ত্রদ্বারা বিশেষশাস্ত্রের বাধ ও সঙ্কোচ না হইয়া, বিশেষশাস্ত্রদ্বারাই সামান্যশাস্ত্রের বাধ ও সঙ্কোচ হইয়া থাকে। উহা না জানিয়া শুনিয়া তমসাচ্ছন্ন পণ্ডিতম্মন্য অজ্ঞেরা, বিশ্বজনীন বিরাড় বৈষ্ণবতার ভানে যথেচ্ছ আচারআদি করতঃ গৌর-রসিক-ভক্ত পরিচয় দিতে সাহস করেন এবং বিধিভক্তির পথ একবারেই নির্ম্মূল করিয়া তুলিয়া ফেলিতেছেন। এবং কৌশল ছল ও বল অবলম্বনে বৈষ্ণবমতের অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্য-বিধি-বোধিত ব্রত উপবাস সমস্তই একপ্রকার অবৈধ ভাব দ্বারা লোপ করিতে

প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "বিষকুম্ভং পয়োমুখং" রূপ ধারণ করতঃ, মৌখিক বৈষ্ণবভানে কথোপকথনে দিকদিগন্তর ব্যাপিয়া ধর্ম্মনাশ করিতে উদ্যত। সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, হরিভক্তিবিলাসে বৈষ্ণব স্মৃতি কর্ত্তার উদ্ধৃত পুরাণাদি প্রমাণ বচন সমূহ দ্বারা সমর্থিত অরুণোদয়কালে পূর্ব্বতিথি বিদ্ধা তিথিতে কোনও ব্রত উপবাস করা বৈষ্ণবমাত্রেরই অবিহিত, ঐ অরুণোদয় বিদ্ধা তিথি পরিত্যাগ করিয়া তত্তৎপরতিথিতে ব্রত উপবাস করা বিহিত ও কর্ত্তব্য বলিয়া যে ব্যবস্থা নির্ণীত আছে এবং সনাতনগোস্বামী ও গোপালভট্টগোস্বামী, "অথ অরুণোদয় বিদ্ধায় উপবাস করিলে যে, সকল দোষ হয় তাহার বিবরণ কহিতেছি" এই উপক্রমের উপসংহারে (ঐএকাদশী প্রকরণেই ১২শ বিলাসে) স্বয়ং মীমাংসিত যে সিদ্ধান্ত সুস্পষ্টরূপে লিখিয়া রাখিয়াছেন (ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি ব্রতাগুপীত্যাদি শ্লোকে) প্রথমতঃ তাহার বিরুদ্ধ হইতেছে; দ্বিতীয়তঃ, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন তাঁহার স্মৃতিগ্রন্থে অরুণোদয় বিদ্ধাতে বৈষ্ণবমাত্রের উপবাস করা অবিহিত ও অকর্ত্তব্য এই যে ব্যবস্থা স্বয়ং দিয়াছেন, তাহারও বিরুদ্ধ হইতেছে; তৃতীয়তঃ, আধুনিক বিরাট্ বৈষ্ণবেরা যে প্রমাণ অবলম্বন করিয়া ঐ অদ্ভুত ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা অমূলক হইতেছে, যেহেতু ১৫শ বিলাসে জন্মাষ্টমীপ্রকরণের মূলে প্রমাণস্থলে উদ্ধৃত পূর্ব্ববিদ্ধা যথা-নন্দা ইত্যাদি পাদ্মবচনের (লঘু ভক্তিবিলাসের) টীকাকার ভক্তদাসপূজারী গোস্বামীর স্কন্ধে, তাদৃশ বিসদৃশ অপ্রাসঙ্গিক ও মূলকারের মীমাংসিত মতের সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বথা বিরুদ্ধ "তচ্চ ন সুসঙ্গতং" ইত্যাদ্যন্ত লেখা গদ্য অংশটি প্রচার করা জন্য দোষভার চাপাইবার কৌশল করিয়াছেন, বটে কিন্তু সংস্কৃতভাষার রচনা অংশে ও তাৎপর্য্য প্রকাশ অংশেও তাঁহাদেরই পক্ষে মহাবিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; চতুর্থতঃ, প্রমাণ সমূলক করিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রস্তুত হইলেও নির্ণয়সিন্ধুকার কমলাকরভট্টের মতে হরিভক্তি-বিলাস-মতানুযায়ী ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা যে বিদ্ধা জন্মাষ্টমী ক্ষয়স্থলে কেবল নবমীতে উপবাস করা, দশমীবেধে দ্বাদশীতে উপবাসের তুল্য ব্যবস্থা করিয়া থাকে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন (যদিও তিনি উহা নির্ম্মূল বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন) তাহারও বিরুদ্ধ হইতেছে; পঞ্চমতঃ, নৃসিংহপরিচর্য্যা, বৈষ্ণবব্রতবিতান, বৈষ্ণবধর্ম্মসুরদ্রুমমঞ্জরী, হরিভক্তিসুধোদয়, শ্রীহরিভক্তিবিলাস (কি বৃহৎ কি লঘু উভয়ই) এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর উপদেশ বাক্য এই বৈষ্ণবশাস্ত্রীয় বিধি সমুদয় বিশেষ দ্বারা সামান্য শাস্ত্রের বাধ হয়ওয়াতে যে বৈষ্ণববিধির স্মৃতিশাস্ত্রে সবিশেষ নির্ণীত সর্ব্বসম্মত মীমাংসা তাহারও বিরুদ্ধ হইতেছে। ফলতঃ সর্ব্বপ্রকারেই ঐরূপ বৈষ্ণব

মতবিষয়ক ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকারেই অতিঅসঙ্গত বলিয়াই স্থির হইতেছে। এবং বিশিষ্ট মহানুভব বৈষ্ণবদিগের শিষ্টাচার এবং তাঁহাদিগের আদেশ বচন বৈদিক বা বেদবচন তুল্য মাননীয়, ইহা বৈষ্ণব স্মৃতির ১২শ বিলাসের অন্তে সন্দেহদূরীকরণপ্রকরণে পাদ্মীয়বচনদ্বারা প্রমাণিত সিদ্ধান্ত লেখা (১৭৯ শ্লোকে) আছে। সুতরাং উহাই বৈষ্ণবমতে বিশেষ বিধি জানিবেক। ঐ সদাচারেরও বিরুদ্ধ হইয়া পড়িতেছে।

এক্ষণে প্রতিবাদী পণ্ডিতমহাশয়েরা এই আপত্তি উপস্থিত করিতে পারেন, মাধবাচার্য্য অতি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং তিনি যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, এ বিবেচনা না করিয়া, গ্রাহ্য করাই কর্ত্তব্য। উহাই বিশেষ বিধি। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, মাধবাচার্য্য অতি প্রধান পণ্ডিত বটে এবং সর্ব্বপ্রকারে মান্যও বটে; কিন্তু তিনিও ভ্রম প্রমাদ শূন্য ছিলেন না, এবং তাঁহার লিখিত সকল ব্যবস্থাই বেদবৎ প্রামাণ্য হয়না। যে যে স্থলে তদীয় ব্যবস্থা অসঙ্গত স্থির হইয়াছে, সেই সেই স্থলে তদুত্তরকালের গ্রন্থকর্ত্তারা তাঁহার ব্যবস্থা খণ্ডন করিয়াছেন। যথা,

যত্তু মাধবঃ যস্তু বাজসনেয়ী স্যাৎ তস্য সন্ধিদিনাৎ পুরা। ন কাপ্যন্বাহিতঃ কিন্তু সদা সন্ধিদিনে হি সঃ ইত্যাহ তৎ কর্কভাষ্যদেবজানীশ্রীঅনন্তভাষ্যাদিসকল-তচ্ছাখীয় গ্রন্থবিরোধাদ্বহ্বনাদরাচ্চোপেক্ষ্যম্॥ ইতিনির্ণয়সিন্ধু, প্রথম পরিচ্ছেদ। ইষ্টিনির্ণয়প্রকরণ।

মাধবাচার্য্য যাহা কহিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য, যেহেতু কর্কভাষ্য, দেবজানী, শ্রীঅনন্তভাষ্য প্রভৃতি বাজসনীয় শাখা সংক্রান্ত সমস্ত গ্রন্থকর্ত্তার মতের বিরুদ্ধ ও অনেকের অনাদৃত। ইহা কমলাকরভট্ট ইষ্টিনির্ণয় প্রকরণে মীমাংসা করিয়াছেন।

মাধবস্তু সামান্যবাক্যান্নির্ণয়ং কুর্ব্বন্ ভ্রান্ত এব। ইতিনির্ণয়সিন্ধু। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ভাদ্রনির্ণয়প্রকরণ।

মাধবাচার্য্য, সামান্য বাক্য অনুসারে নির্ণয় করিতে গিয়া, ভ্রান্তিজালে পতিত হইয়াছেন। ইহাও ঐ কমলাকরভটের লেখা মীমাংসা।

কৃষ্ণা পূর্ব্বোত্তরা শুক্লা দশম্যেবং ব্যবস্থিতেতি মাধবঃ। বস্তুতস্তু মুখ্যা নবমীযুতৈব গ্রাহ্যা দশমী তু প্রকর্ত্তব্যা সদুর্গা দ্বিজসত্তমেত্যাপস্তম্বোক্তেঃ। ইতি॥ নির্ণয়সিন্ধু, প্রথমপরিচ্ছেদ, একাদশীনির্ণয়প্রকরণ।

মাধবাচার্য্য এই ব্যবস্থা করেন; কিন্তু আপস্তম্ব উক্তিতে নির্ণয় করাতে

নবমীযুক্তা কি শুক্ল কি কৃষ্ণ সকল দশমীই গ্রাহ্য; বস্তুতঃ মাধবের ব্যবস্থা গ্রাহ্য না করিয়া, এইরূপ ব্যবস্থাই গ্রাহ্য করিতে হইবেক।

নমু মাসি চাশ্বযুজে শুক্লে নবরাত্রে বিশেষতঃ। সম্পূজ্য নবদুর্গাঞ্চ নক্তং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ। নবরাত্রাভিধং কর্ম্ম নক্তব্রতমিতং স্মৃতম্। আরম্ভে নবরাত্রস্যেত্যাদি স্কান্দাৎ মাধবোক্তেশ্চ নক্তমেব প্রধানমিতি চেৎ ন, নবরাত্রোপবাসতঃ ইত্যাদেরনুপপত্তেঃ। ইতি নির্ণয়সিন্ধু। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। আশ্বিননির্ণয়প্রকরণ।

আশ্বিন মাসে শুক্লপক্ষে বিশেষতঃ নবরাত্রে নবদুর্গার সম্যক্ পূজা করিয়া নক্ত ব্রত সমাধান করিবেক। নবরাত্র নামক কর্ম্মকে নক্ত বলা যায়। নবরাত্রের আরম্ভে ইত্যাদি প্রমাণ বচন আছে। যদি বল, স্কন্দপুরাণে আছে এবং মাধবাচার্য্যও ঐ পুরাণ বচন প্রয়োগে নির্ভর দিয়া কহিয়াছেন, অতএব ঐ ব্যবস্থাই ভাল, তাহা হইলে, অন্যান্য শাস্ত্রের উপপত্তি হয়না। অতএব স্কন্দপুরাণবচন সমর্থিত মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য।

অত্র যামত্রয়াদর্ব্বাক্ চতুর্দ্দশীসমাপ্তৌ তদন্তে তদূর্দ্ধগামিত্বাত্তু প্রাতস্তিথিমধ্য এবেতি হেমাদ্রিমাধবাদয়ো ব্যবস্থামাহুঃ, তন্ন তিথ্যন্তে তিথিভান্তে বা পারণং যত্র চোদিতম্। যামত্রয়োর্দ্ধগামিন্যাং প্রাতরেব হি পারণেত্যাদিসামান্যবচনৈরেব ব্যবস্থাসিদ্ধেরুভয়বিধবাক্যবৈয়র্থ্যস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ। ইতি নির্ণয়সিন্ধু। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ফাল্গুননির্ণয়প্রকরণ।

আর দেখ "তিন প্রহরের পর চতুর্দ্দশী সমাপ্তি হইলে উহার অন্তে, ও তাহার উর্দ্ধগামিনী হইলে প্রাতঃকালে তিথি মধ্যেই পারণ করিতে হইবেক।"

হেমাদ্রি মাধবাচার্য্য প্রভৃতি এই ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য নহে, যেহেতু তিথির অন্তে কিম্বা তিথি নক্ষত্রের অবসানে পারণ যথায় বলা হইয়াছে; তিন প্রহরের উর্দ্ধগামিনী হইলে প্রাতঃকালেই পারণ কর্ত্তব্য ইত্যাদি সামান্য বচনেই ব্যবস্থা সুসিদ্ধ হওয়াতে উভয়বিধ বাক্যের বৈয়র্থ্য দুর্নিবার হইয়া উঠে। অতএব হেমাদ্রি ও মাধবাচার্য্যাদির ব্যবস্থা অগ্রাহ্য।

নচ যদি প্রথমনিশায়ামেকতরবিয়োগস্তদাপি ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদিবচনাদ্দিবাপারণমনন্তভট্টমাধবাচার্য্যোক্তং যুক্তমিতি বাচ্যং, ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদৃতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ। নিশায়াং পারণং কুর্য্যাৎ বর্জ্জয়িত্বা মহানিশামিতি সম্বৎসরপ্রদীপধৃতস্য ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদৃতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ। অত্র নিশুপিতং কার্য্যং বর্জ্জয়িত্বা মহানিশামিতি ব্রহ্মাণ্ডোক্তস্য চ নির্ব্বিষয়ত্বাপত্তেঃ ইতি। তিথিতত্ত্ব। জন্মাষ্টমী প্রকরণে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের লিখন এই যে

যদি বল, অনন্তভট্ট ও মাধবাচার্য্যের মতে অষ্টমী কি রোহিণী এই দুইর মধ্যে একতর বিয়োগ হইলে তখনই ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় পুরাণ প্রভৃতির বচন বলে দিবসে পারণ করা কর্ত্তব্য এই যে, ব্যবস্থা উহাই ভাল, তাহা হইলে অন্যান্য শাস্ত্র অর্থাৎ সম্বৎসর প্রদীপধৃত বচন এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত বচন সমুদয়ই নির্ব্বিষয় হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহাদের আর স্থল থাকেনা। ইত্যাদি অনেক স্থল আছে ॥

দেখ, কমলাকরভট্ট ও স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন যে যে স্থলে মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থা অসঙ্গত বোধ করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থা অসঙ্গত হইলেও, তাহাই মান্য করিয়া, তদনুসারে চলিতে হইবেক, একথা কোনও মতে সঙ্গত ও বিচারসিদ্ধ নহে। তাহাতে আবার ব্যবস্থা দূরে থাকুক একটি সম্পূর্ণা পদকে সঙ্কীর্ণা করিয়া বিবাদ। তাহা হেমাদ্রির ও একাদশী তত্ত্বে সম্পূর্ণা পাঠই আছে ॥

এক্ষণে বিশ্বরূপী বিরাট বৈষ্ণব দলের ব্যবস্থার বড়ই বিভ্রাট ও দুরবস্থা। তাহাদিগের প্রথম আশ্রয় নির্ণয়সিন্ধু, জন্মাষ্টমী ও বিষ্ণুশৃঙ্খল স্থলে সনক সম্প্রদায়ি অসদ্ভাবই লিখিয়া ফেলিলেন। আর ব্রহ্ম সম্প্রদায়ী হরিভক্তিবিলাসকারের মতও ঐ স্থলে উল্লেখ করিয়া অমূলক হেতু উপেক্ষণীয়, এই ভ্রান্ত ব্যবস্থা লিখিতে ভয় বা সঙ্কোচ কিছুই হয় নাই। আর কাল-মাধবীয় তাঁহাদের মহাকাল হইয়াছে, এক্ষণে এসিয়াটিক সমাজ সাহায্যে শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার দ্বারা পরিশোধিত প্রকাশিত কালনির্ণয় গ্রন্থ এবং উল্লিখিত এসিয়াটিক্ সোসাইটীর অধ্যক্ষ মহোদয়দিগের অনুমত্যনুসারে ও সাহায্যে পণ্ডিতাগ্রগণ্য পূজ্যপাদ ৺ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়দ্বারা পরি-শোধিত হইয়া প্রকাশিত ব্রতখণ্ড ও দানখণ্ড এবং শিরোমণি মহাশয়ের লোকান্তরগমনের পর ঐ গ্রন্থের পরিশেষখণ্ডান্তর্গত শ্রাদ্ধখণ্ড ও কালখণ্ড পুস্তক যাহা শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর স্মৃতিরত্ন ও শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দ্বারা পরিশোধিত হইয়া মুদ্রিত প্রকাশিত ঐ হেমাদ্রি চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি নামক গ্রন্থে এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের একাদশীতত্ত্ব স্মৃতি গ্রন্থ প্রভৃতিতে ও ঐ "সম্পূর্ণৈকাদশী নাম ত্যাজ্যা" পাঠ আছে। (১২ বিলাসে ১২৫ অঙ্কে ইহা বিচারের মূলগ্রন্থে দেখিবেন পরে ক্রমে ক্রমে সমালোচনা করিয়া মীমাংসিত হইবেক। আর ঐ সকল স্মার্ত্তগ্রন্থে সামান্য বিশেষ বিধি নিষেধস্থলে সচরাচর এইরূপ ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত। প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দন করিবেক। এস্থলে

বেদে সামান্যতঃ প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের স্পষ্ট বিধি আছে। কিন্তু, সন্ধ্যাং পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ নৈত্যিকং স্মৃতিকর্ম্ম চ। তন্মধ্যে হাপয়েত্তেষাং দশাহান্তে পুনঃক্রিয়া” ইতি শুদ্ধিতত্ত্বধৃত জাবালি বচন। অশৌচমধ্যে সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চযজ্ঞ, ও স্মৃতিবিহিত নিত্য কর্ম্ম করিবেক না, অশৌচান্তে পুনরায় করিবেক। এস্থলে, জাবালি অশৌচকালে সন্ধ্যাবন্দনের নিষেধ করিতেছেন। দেখ, বেদে সামান্যাকারে প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের বিধি থাকিলেও, জাবালির বিশেষ নিষেধ দ্বারা অশৌচকালে দশ দিবস সন্ধ্যাবন্দন রহিত হইতেছে। অর্থাৎ জাবালির বিশেষ নিষেধ অনুসারে, অশৌচকালীন দশ দিবস ব্যতিরিক্ত স্থলে, বেদোক্ত প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের সামান্য বিধি খাটিতেছে। কিঞ্চ, ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্। স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাৎ দ্বিজকর্ম্মণঃ॥ ১০৩॥ মনুসংহিতা। ২য় অধ্যায়। যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দন না করে, তাহাকে শূদ্রের ন্যায় সকল দ্বিজকর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিবেক। কিন্তু,—

সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে। সায়ং সন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ॥ ইতি, তিথিতত্ত্বধৃত ব্যাসবচন। সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও শ্রাদ্ধদিনে সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দন করিবেক না, করিলে পিতৃহত্যার পাতক হয়। দেখ, মনুসংহিতাতে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনের নিত্য বিধি ও তদকরণে প্রত্যবায় স্মরণ থাকিলেও, ব্যাসের বিশেষ নিষেধ দ্বারা সংক্রান্তি প্রভৃতিতে সায়ংসন্ধ্যা রহিত হইতেছে। অর্থাৎ ব্যাসের বিশেষ নিষেধ অনুসারে, সংক্রান্তি প্রভৃতি ব্যতিরিক্ত দিনে সায়ংসন্ধ্যার সামান্য বিধি খাটিতেছে। বেদে নিষেধ আছে,—

মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি। কোনও জীবের প্রাণ হিংসা করিবেক না। কিন্তু বেদের অন্যান্য স্থলে বিধি আছে, অশ্বমেধেন যজেত। অশ্ববধ করিয়া যজ্ঞ করিবেক। পশুনা রুদ্রং যজেত। পশুবধ করিয়া রুদ্র-যাগ করিবেক। অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত। পশুবধ করিয়া অগ্নি ও সোমদেবতার যাগ করিবেক। বায়ব্যং শ্বেতমালভেত। শ্বেতবর্ণ ছাগল বধ করিয়া, বায়ু দেবতার যাগ করিবেক। দেখ, বেদে সামান্যাকারে জীবহিংসার স্পষ্ট নিষেধ থাকিলেও, অন্যান্য স্থলে বিশেষ বিধি দ্বারা যজ্ঞে পশুহিংসা বিহিত হইতেছে। অর্থাৎ বিশেষ বিধিবলে অশ্বমেধ রুদ্রযাগ প্রভৃতি ব্যতিরিক্ত স্থলে জীবহিংসার সামান্য নিষেধ খাটিতেছে। এই নিমিত্তই ভগবান্ মনু কহিয়াছেন,—

মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি। অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্য-ব্রবীন্মনুঃ ॥ ৫। ৪১ ॥

মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকর্ম্ম ও দেবকর্ম্ম, এই কয়েক স্থলেই পশুহিংসা করিবেক, অন্যত্র করিবেক না। অর্থাৎ এই কয়েক বিষয়ে পশুহিংসার বিশেষ বিধি আছে, অতএব এই কয়েক বিষয়ে পশুহিংসা করিবেক এতদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে জীবহিংসার সামান্য নিষেধ শাস্ত্র অনুসারে পশুহিংসা করিবেক না।

দেখ, যেমন এই সকল স্থলে, সামান্যাকারে স্পষ্ট বিধি ও স্পষ্ট নিষেধ থাকিলেও, বিশেষ বিধি ও বিশেষ নিষেধ অনুসারে স্থলবিশেষে চলিতে হইতেছে, এবং তদতিরিক্ত স্থলে সামান্য বিধি ও সামান্য নিষেধ খাটিতেছে। সেইরূপই বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্য আচারাদি ও ব্রতউপবাস বিষয়ে যে বিশেষ বিধি ও নিষেধ বিধান সনাতনবৈষ্ণবস্মৃতি-মীমাংসিত হইয়া মহানুভব-বৈষ্ণব-মণ্ডলে আবহমানকাল সদাচার-প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে তাহাতে যে কোনওই স্মৃতি-শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা যে সামান্য বলিয়া বাধিত হইবেক, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবমতে যে সকল বিশেষ বিধি নিষেধ রহিয়াছে। তাহা দ্বারা সামান্যাকারে যে সকল বিধি নিষেধ অন্যান্য উপাসক মতের শাস্ত্রে লেখা আছে সে সমুদয়ই গ্রাহ্য করিবেক না।

আবার বৈষ্ণব মতের অনুবর্ত্তি বলিয়া ভাণকারী কতকগুলি গৃহস্থ-সম্প্রদায়ের লোক ও বিধবা দিগকে কি প্রকারে একাদশীতে অন্ন খাওয়াইব বলিয়া মহাদ্বাদশী অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন এবং কতকগুলি পণ্ডিতাভিমানী ঐ সম্প্রদায়ের লোক মহাদ্বাদশী আটটিকেই কাম্য বলিয়া বিতণ্ডা করিয়া থাকেন। তাহাদিগের ভ্রম নিরাশ জন্য লিখিতেছি যে বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্রে মহাদ্বাদশী সমুদয়কে নিত্য বিধি বিধানের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং উহার মুনি বচন দ্বারা সমর্থনও করিয়া রাখিয়াছেন।

এস্থলে অরুণোদয়কালে যে বেধ উহাই বৈষ্ণবমতে বিশেষ বিধান বলিয়া একাদশী নৃসিংহ চতুর্দ্দশী প্রভৃতি সর্ব্বত্র ব্রতোপবাস স্থলে পরিত্যাজ্য এই ব্যবস্থাই গ্রাহ্য ও গণ্য ইহা সর্ব্ব সুবিদিত। এস্থলে যে সকল হেতুতে কর্ত্তব্যের নিত্যত্ব সিদ্ধি হয়, প্রসিদ্ধ প্রাচীন প্রামাণিক সংগ্রহকার সে সমুদয়ের নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যথা:—

নিত্যং সদা যাবদায়ুর্ন কদাচিদতিক্রমেৎ। ইত্যুক্ত্যাঽতিক্রমে দোষ-শ্রুতেরত্যাগচোদনাৎ। ফলাশ্রুতেবীপ্সয়া চ তন্নিত্যমিতি কীর্ত্তিতম্ ॥

যে বিধিবাক্যে নিত্যশব্দ বা সদাশব্দ থাকে যাবজ্জীবন করিবেক অথবা কদাচ লঙ্ঘন করিবেক না এরূপ নির্দ্দেশ থাকে, ফলশ্রুতি না থাকে, অথবা বীপ্সা অর্থাৎ এক শব্দের দুইবার প্রয়োগ থাকে তাহাকে নিত্য বলে।

যে সকল হেতু বশতঃ বিধিবাক্যের নিত্যত্ব সিদ্ধি হয় সে সমুদয় প্রদর্শিত হইল। ইহাদ্বারা যে অষ্ট মহাদ্বাদশী বিধিই নিত্য তাহা সনাতন বৈষ্ণব স্মৃতি শাস্ত্রে মীমাংসিত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট প্রকাশ আছে।

এস্থলে সকলের সুবিধা জন্য প্রতিবাদী পণ্ডিতম্মন্যদিগের মহামহামান্য শ্রীভক্তদাসপূজারি গোস্বামীকৃত ভক্তিবিলাসটীকা উদ্ধৃত করা গেল। যথা ১২ বিলাস ১৩৫ অঙ্কের। মূল "অথ অরুণোদয়লক্ষণং" ইহার টীকা আরম্ভ।

প্রাতরুষসি যাশ্চতস্রো ঘটিকাস্তা অরুণোদয়ঃ। গঙ্গাম্ভঃ-সদৃশঃ পরম পাবন ইত্যর্থঃ॥ ১৩৫॥ রাত্রিশেষে চতুর্ঘটিকা ব্যাপ্যারুণোদয় ইত্যত্র হেতুমাহ ত্রিযামামিতি। নাড়ীনাং আদ্যন্তয়োশ্চতুষ্টয়ং রাত্রেরাদৌ নাড়ী-চতুষ্টয়ং অন্তে নাড়ী-চতুষ্টয়ং ত্যক্ত্বা, এবমেকযামত্যাগেন ত্রিযামামাহুর্ম্মুনয়ঃ। যতঃ তন্নাড়ীনামাদ্যন্তচতুষ্টয়ঞ্চ দিবসস্যাদ্যন্তসংজ্ঞিতে তে প্রসিদ্ধে উভে সন্ধ্যে প্রাহুঃ॥ ১৩৬॥ কাচিৎ একা। যোপোষিতা তস্যাঃ॥ ১৩৭॥ দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বাঽপি চাতুর্ব্বিধ্যঞ্চ বেধাতিবেধাদিভেদেন প্রাগ্‌লিখিতমেব॥ ১৩৮॥ ১৩৯॥ তদা একাদশ্যপবাসিনামুপবাসঃ পাপস্য মূলং জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ॥ ১৪০॥ সামান্যাৎ অরুণোদয়বেধাদিবিশেষরাহিত্যেন সামান্যতঃ পূর্ব্বং লিখিতাঃ। অরুণোদয়-বিদ্ধোপবাসেঽপি। কুতঃ। বিদ্ধায়া লক্ষণস্য পূর্ব্বলিখিতস্যানুসারাৎ। উদয়াৎ প্রাক্‌মুহূর্ত্তদ্বয়ব্যাপিনী সতী সম্পূর্ণা অন্যথা বিদ্ধেতি বিদ্ধা-লক্ষণেঽরুণোদয়বেধস্যৈব সুসিদ্ধেঃ॥ ১৪১॥ ইত্থং সর্ব্বদা বিদ্ধোপবাসো নিষিদ্ধঃ তত্র চ যদুক্তমৃষ্যশৃঙ্গেন। একাদশী ন লভ্যেত সকলা দ্বাদশী ভবেৎ। উপোষ্যা দশমীবিদ্ধা ঋষিরুদ্দালকোঽব্রবীৎ। কিঞ্চ অবিদ্ধানি নিষিদ্ধেশ্চেন্ন লভ্যন্তে দিনানি তু। মুহূর্ত্তৈঃ পঞ্চভির্বিদ্ধা গ্রাহ্যৈবৈকাদশী তিথিঃ। তদর্দ্ধবিদ্ধান্যন্যানি দিনান্যুপবসেদ্‌বুধঃ। অপিচ। পারণাহে ন লভ্যেত দ্বাদশী কলয়াপি চেৎ। তদানীং দশমীবিদ্ধা উপোষ্যৈকাদশী তিথিরিতি। পাদ্মে চ। বিদ্ধাপ্যেকাদশী গ্রাহ্যা পরতো দ্বাদশী ন চেৎ। দ্বাদশ দ্বাদশীর্হন্তি ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং। বিদ্ধাপ্যবিদ্ধা বিজ্ঞেয়া পরতো দ্বাদশী ন চেদিতি। ঈদৃশান্যন্যানি চ যানি বচনানি বর্ত্তন্তে তেষাং বিষয়ং ব্যবস্থাপ্য লিখতি, এবমিতি লিখিতপ্রকারেণ। অবৈষ্ণবাঃ বৈষ্ণবেতরাঃ শৈবসৌরাদয়ঃ কামিনো গৃহস্থাশ্চেতি বিষয়কানি। তেষামপি বিদ্ধোপবাসে বহুলদোষ-

শ্রবণাদপরিতোষেণ পক্ষান্তরং লিখতি শুক্রেতি ॥ ১৪২ ॥ প্রসঙ্গাদ্বৈষ্ণবব্রতেষু সর্ব্বেষ্বপি সবেধদিনানীত্থং পরিত্যাজ্যানীত্যাদিশন্ লিখতি ইত্থঞ্চেতি। নৈবোপোষ্যং বৈষ্ণবৈস্থিত্যাদি লিখিতপ্রকারেণ। আদিশব্দেন রামনবমী-নৃসিংহ-চতুর্দ্দশ্যাদি, তাদৃশাং বিদ্ধৈকাদশীব্রতোক্তসদৃশানাং দোষাণাং গণস্যাশ্রয়াৎ॥১৪৩॥ এবমরুণোদয়বেধে সতি ন কেনাপ্যুপবাসঃ কার্য্য ইতি নিশ্চিতং। তত্র চ কেচিদর্দ্ধরাত্রাৎ পরতঃ কেচিচ্চত্বারিংশৎঘটিকাভ্যশ্চ পরতো হপি দশম্যনুবৃত্তৌ বেধমিচ্ছন্তীতি তন্মতমুত্থাপ্য নিরাকরোতি। অর্দ্ধরাত্রাচ্চেতি ষড়্ভিঃ। যন্মন্যন্তে তৎ পক্ষবর্দ্ধনী নাম মহাদ্বাদশী, তদ্বিষয়কমভিজ্ঞা মন্যন্তে ইতি উত্তরেণান্বয়ঃ। তৎ অর্দ্ধরাত্রাৎ পরতো বেধবচনং বিদ্ধত্বং বা। অন্যৎ চত্বারিংশৎঘটিকোপরি বেধবিষয়কঞ্চ মহতাং শ্রীব্যাসাদীনাং নৈব সম্মতং ভবতি ॥১৪৪॥ অরুণোদয়বেলায়ান্তু বেধবিচারণোপরি অবকাশো হপি নাস্তীত্যনেনারুণোদয়বেধ এবনিশ্চিতঃ। নত্বর্দ্ধরাত্রোপরি বেধঃ স্থাপিত ইতি কৈমুতিকন্যায়বিচারাদিতি দিক্ ॥ ১৪৫ ॥ নম্বর্দ্ধরাত্রোপরি বেধো হি কপালবেধত্বেন প্রসিদ্ধো বৈষ্ণবানাং সম্মতঃ অতঃ সো হপি বর্জ্জনীয় এব তত্রাহ কপালেতি। যং অর্দ্ধরাত্রাৎ পরতো বেধং আচার্য্যাঃ কপালবেধ ইতি বদন্তি। হরিপ্রিয়া ইতি হরিপ্রিয়তয়া বেধশ্রবণমাত্রেণ দোষাশঙ্কয়াহুন´ তু বিচারণেত্যর্থঃ। যদ্বা হরিপ্রিয়া ইতি তত্রত্যানাং শৌনকাদীনাং সম্বোধনং। তেন চাখিলবিচারনৈপুণ্যং সমর্থয়তি, যে ইতি পাঠে কেচিদাহুঃ। তচ্চ যে হরিপ্রিয়া আচার্য্যাস্তেষাং মম চ বেদব্যাসস্য সম্মতং ন ভবতীত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্যস্মাদিতি। এবং ত্রিযামায়া রাত্রের্মধ্যে একাদশ্যাঃ প্রবেশ এব নাস্তি। যতো দশম্যাঃ এব সা রাত্রিঃ। অতস্তত্র যতো দশম্যাঃ বেধঃ স্যাৎ অতো অরুণোদয়ে একাদশীসদ্ভাবেন তৎসম্পূর্ণতা-প্রতিপাদনাৎ তত্রৈব দশম্যনুবৃত্তৌ বেধঃ কল্পত ইত্যর্থঃ। অন্যথা অতিব্যাপ্ত্যার্দ্ধরাত্রাৎ পূর্ব্বং ততো হপি পূর্ব্বমিত্যেবং রাত্রিপ্রথমভাগে হপি নিয়মাভাবাৎ বেধঃ স্যাৎ ততশ্চানবস্থা-প্রসঙ্গদোষ এব স্যাদিতি দিক্ ॥ ১৪৬ ॥

নন্বু তর্হি অর্দ্ধরাত্রমতিক্রম্যেত্যাদি কূর্ম্মপুরাণবচনং। অর্দ্ধরাত্রাৎ পরং যাম্যাৎ কলাকাষ্ঠাদিসংযুতা। মোহিনী সাধিকারা চ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পুরা। নিশীথাৎ পরতো যাম্যাৎ একাদশ্যামুপোষিতা। স পতেন্নরকে ঘোরে যাবদাহূতসংপ্লবমিত্যাদি স্মৃত্যর্থসারবচনঞ্চ যৎ তস্য কো বিষয়ঃ তত্রাহ অর্দ্ধরাত্রমিতি। যদাগ্রতঃ পক্ষবৃদ্ধির্ভবতি তদা পূর্ণা দশমী চেদর্দ্ধরাত্রং স্পৃশেৎতদা সা কপালবেধনী নামৈকাদশী স্যাৎ তদা চ শুদ্ধাং ভদ্রাং দ্বাদশীমেবোপবসেদিত্যর্থঃ। অতশ্চ।

পূর্বৈকচত্বারিংশচ্চ ঘটিকা দৃশ্যতে যদি। তদা ব্যালমুখী জ্ঞেয়া বর্জ্জিতা মৎপরায়ণৈঃ। দ্বিচত্বারিংশদ্ ঘটিকা দশমী দৃশ্যতে যদি। মহাব্যালেতি বিখ্যাতা ন কার্য্যা মুক্তিকাঙ্ক্ষিভিঃ। ত্রিচত্বারিংশদ্ঘটিকা ভয়া সা হ্যভিধীয়তে। পূর্ণা চতুশ্চত্বারিংশৎ কথিতা সা মহাভয়া॥ ইত্যাদীনি। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে। দ্বিপঞ্চাশচ্চ ঘটিকা দশমী দৃশ্যতে যদি। ছায়াভিধা তু সা জ্ঞেয়া নন্দা যা বৃদ্ধিগামিনী। ত্রিপঞ্চাশদ্ যদা পূর্ণা গ্রস্তা সৈব তু গীয়তে। চতুঃপঞ্চাশকো জ্ঞেয়োঽপ্যতিবেধস্ততোঽধিকঃ। মহাবেধঃ ষড়ধিকস্তথোক্তঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ। প্রলয়ঃ সপ্তপঞ্চাশৎ মহান্ প্রোক্তস্ততোঽপরঃ। নবাধিকা মহাঘোরা সম্পূর্ণা ষষ্টি রাক্ষসী। ছায়াদি নববেধেষু যঃ কুর্য্যাৎ সমুপোষণং। মৃতে স নরকং যাতি যাবদাহূতসংপ্লবং। ইত্যাদীনি চ বচনানি স্বত এব নিরস্তানি। অর্দ্ধরাত্রবেধপক্ষস্যাপি নিরসনাৎ বিশেষতশ্চ প্রাচীনৈর্মহদ্ভিরভিজ্ঞৈরসংগৃহীতত্বাৎ তান্যমূলান্যেব জ্ঞেয়ানি॥ ১৪৭॥ এবমনেকদোষহেতুত্বাদ্বিদ্ধোপবাসঃ পরিত্যাজিতঃ। অধুনা কদাচিৎ শুদ্ধাপি পরিত্যাজ্যেতি লিখতি অথেতি। দশমীবেধেন বিহীনা পরিত্যক্তা কুতঃ পূর্ণা সম্পূর্ণা অরুণোদয়াদেব প্রবৃত্তেত্যর্থঃ। সাঽপ্যেকাদশী পরিত্যাজ্যা। তত্র হেতুঃ অগ্রত ইতি কদাচিৎ একাদশ্যা দ্বাদশীদিনে কদাচিৎ দ্বাদশ্যাশ্চ ত্রয়োদশীদিনে কদাচিৎ পক্ষান্ততিথেশ্চ প্রতিপদ্দিনে বৃদ্ধিগামিত্বাৎ। বৃদ্ধিগামিত্বাভাবেন চ ত্রয়োদশ্যাং সম্পূর্ণায়ামপি সত্যাং তথা দ্বাদশ্যামপি সম্পূর্ণায়াং সত্যাং পক্ষান্তস্যাপি বৃদ্ধ্যভাবে চ সতি সম্পূর্ণায়ামেকাদশ্যামেবোপবাসঃ। দ্বাদশ্যাঞ্চ লেখ্যলক্ষণহরিবাসরত্যাগেন পারণমিতি ব্যবস্থা। সা চৈকাদশী নোন্মীলন্যাদিষু কাস্বপি ভবতীতি বিশেষতো নো লিখিতা। বৈষ্ণবৈরিত্যনেন কেচিদবৈষ্ণবাশ্চ ন পরিত্যাজেয়ুরিত্যগ্রে ব্যবস্থায়াং লেখ্যং॥ ১৪৮॥ সম্পূর্ণা অরুণোদয়মারভ্য পরদিনে সূর্য্যোদয়ং যাবদ্ব্যাপ্তেত্যর্থঃ। পুনরপি তৎপরদিনে প্রভাতে সা একাদশী ভবতি বর্দ্ধত ইত্যর্থঃ। বৈষ্ণবী দ্বাদশী। গৃহস্থোঽপীত্যপি শব্দঃ। একাদশী প্রবৃদ্ধা চেচ্ছুক্লে কৃষ্ণে বিশেষতঃ। তত্রোত্তরাং যতিঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্বামুপবসেদ্গৃহীত্যাদিবচন প্রাপ্তো যতেরেব পরদিনোপবাসো ন গৃহস্থস্যেতি শঙ্কনিরাসার্থঃ॥ ১৪৯॥

*মূলের টীকাকারের সংস্কৃত ভাষায় ব্যাখ্যানভাগটুকু বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিবার সময়েই নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি দেখিয়া ব্যগ্র হইলাম। পরে অনুবাদ দেওয়া যাইবেক।

এস্থলে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে পরিমণ্ডিত সবিশেষন্যায়সর্ব্বস্ব বঙ্গবাসীর এই ১৩০৯ সনের তেইশে ফাল্গুনশনিদিনের প্রবন্ধটী উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। যথা উপ-গ্রন্থকার—

"যেমন দেবতা আছেন, উপদেবতাও আছেন; তেমনই গ্রন্থকারও আছেন, উপ-গ্রন্থকারও আছেন। উপ-গ্রন্থকারের উপদ্রব সর্ব্বত্রই সকল সময়ে। আজ কাল বাঙ্গালায় উপগ্রন্থকারের উপদ্রব কিছু বেশী বেশী বোধ হয়। ইঁহাদের ভৈরব তাণ্ডবে সাহিত্যের পবিত্র প্রকোষ্ঠ নিত্য প্রকম্পিত।

বাঙ্গালায় উপ-গ্রন্থকারের সম্প্রদায় অনেক। অঙ্গুলির গণনায় সংখ্যা নির্দ্দেশ হয় না। এই সকল উপ-গ্রন্থকার কি যেন কি যাদু জানেন। ইঁহাদের কোন কোন সম্প্রদায় যাদুমন্ত্রে পাঠককে ভুলাইয়া রাখেন। অনেক বুদ্ধিমানও ইঁহাদের কাছে ঠকিয়া থাকেন। ইঁহাদের বাগাড়ম্বরের বাগুরায় অনেক পুরুষ-সিংহ পাঠকও জড়াইয়া পড়েন। ইঁহাদের রচিত গ্রন্থ যেন মরুভূমির মরীচিকা। অনেক পাঠক-মৃগ সহজেই মুগ্ধ হইয়া যায়। কবির কথায় বলি,—

"দূরে মরুপারে, বালুকা-বিথারে,
রবিকর-ধারে,
রচিত অমিয় সায়র।
দূরে নয়নে হেরে, বুঝিতে না পেরে,
কি জানি কি মোহ-ফেরে,
উন্মাদ মানস ধায়॥"

এই সব উপ-গ্রন্থকার সত্য সত্যই কি মোহ জানে। বুঝি বুঝি, বুঝিতে পারি না; ধরি ধরি, ধরিতে পারি না। প্রকৃতই সংসারের বৈচিত্র-লীলা এই সব উপ-গ্রন্থকারের চরিত্রচিত্রে নিত্য পরিদৃশ্যমান। আঁখির আড়ালে এক, সমুখে আর এক। দূরে থেকে মনে হয়, সত্য সত্যই ইঁহারা গ্রন্থকার,—সত্য সত্যই দেবতা; কাছে কিন্তু কেহ কেহ অনেক সময় ধরা পড়েন; প্রকৃত উপ-গ্রন্থকার উপদেবতার মূর্ত্তিতে প্রকটিত হন। আবার কখন কখন মোহনমূর্ত্তির আবরণে অন্তঃপ্রকৃতি এমনই প্রচ্ছন্ন থাকে যে, আসল মূর্ত্তিখানি আমলেই আনিতে দেয় না। যেন যোগীবেশে দশানন। ইঁহারা কান্নার করুণ-সুরে পাষাণ গলাইতে জানেন; হাঁসির মুক্তোচ্ছ্বাসে দিগ্‌গজ ভাসাইতে পারেন। বিনয়ে দুর্ব্বাসার মন ভুলান; মায়ায় শুকদেবের চিত্ত টলান।

ইহাঁরা কাঁধে চড়েন, পায়েও পড়েন। ইহাঁরা রাগও জানেন; বাগও মানেন। কত গুণ, কত কব আর? বলিয়াছি, উপ-গ্রন্থকারের সংখ্যা অনেক। অক্ষয়কুমার দত্ত জীবিত থাকিলে, হয় ত "বাঙ্গালার উপ-গ্রন্থকার-সম্প্রদায়" নামে একখানি বিরাট গ্রন্থ রচিত হইতে পারিত। সাধু সাবধান! ধ্যান রাখিও। সকল সম্প্রদায়ের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া, আমাদের সাধ্যাতীত।

"কত কব একে একে জনে জনে।
ধ্বনি কুলায় কি দুর্ব্বল বচনে?"

কোথায় কত আছে, কত কব? উপদেবতাদের মতন উপ-গ্রন্থকার অদৃশ্য—যেন অশরীরী। সবাই ত দেখা দেন না; ধরা দিতেও চাহেন না। ইহাঁরা আড়ালে অঙ্গ ঢাকিয়া, সাহিত্যের পবিত্র প্রকোষ্ঠে বিন্মূত্র ও হাড়-মাংস ছড়াইয়া থাকেন। এ বিপুল বাঙ্গালায় কোথায় কোন্ উপ-গ্রন্থকার কি ভাবে, কি বিকট লীলা করিতেছেন, কেমনে তার ঠিক হিসাব ধরিব? যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া দেখা দিয়াছেন, ধরা দিয়াছেন, তাঁহাদেরও কি হিসাব হয়? তবে তাঁহাদের কতক কতক পরিচয় দিতে পারি। কতক পরিচয়ে কতক কৌতুহল চরিতার্থ হইতে পারে। নাম কাহারও করিব না; ইষারায় বলিব। কাল বড় বিষম।

"সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।" সদা সত্য বলিবে, তবে সত্য অপ্রিয় হইলে বলিবে না। এটী যখনকার কথা, তখন অবশ্য কাল বিষম ছিলনা' কিন্তু এখন সত্য অপ্রিয় হইলেও, বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে; অথচ এখন কাল বিষম। এখন অপ্রিয় সত্য না বলিলে আর শোধরাই-বার সদুপায় নাই; কিন্তু বলিবারও যো নাই। অনেক সময়েই প্রিয় সত্যও বিধানে বাধে। উপ-গ্রন্থকারের বিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্য কয়েকটী সম্প্র-দায়ের সংক্ষেপ ও সঙ্কেতে পরিচয় লউন।

প্রথম সম্প্রদায়।

প্রকৃত পাণ্ডিত্য না থাকিলেও, ইহাঁদের পাণ্ডিত্য-প্রকটনের বাসনা বড়ই প্রবলা। ইহাঁরা গ্রন্থ লেখেন, কেবল পাণ্ডিত্য-প্রকটনের জন্য। ইহাঁদের গ্রন্থের আলোচনায় সার-পদার্থ দুষ্প্রাপ্য। কেবল "কোটেসন" আর "ভাইড"। গ্রন্থের অষ্টপৃষ্ঠে ললাটে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদের সারোদ্ধার, তা থাটুক আর নাই খাটুক; মিলুক আর নাই মিলুক। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ে খাঁটি মাল কোথায়? কেবল "কোটেসন"—আর "ভাইড"। তালে বেতালে "কোটেসন" আর

"ভাইভ"। কেবল "বর্জেজস্," অর্থাৎ দুর্নীরিক্ষ্য অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে ফুট-নোট। "কোটেসনে" পাঠক বিব্রত; কাজেই বিরক্ত। পাঠকের পড়িতে ধৈর্য্য থাকে না; সুতরাং পড়িবার প্রবৃত্তি আসে না। পাঠক পড়ুক আর নাই পড়ুক; পাণ্ডিত্য পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইল, প্রথম সম্প্রদায়ের উপ-গ্রন্থকারের ইহাই চরম চিত্ত-প্রসাদ।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়।

ইহাঁরাই না পড়িয়া পণ্ডিত; না জানেন ভাল বাঙ্গালা; না জানেন ভাল ইংরেজি; না জানেন সংস্কৃত; না জানেন উর্দ্দু; না জানেন কোন ভাষাই; কিন্তু কথায় কথায় ইংরেজি, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, উর্দ্দু, মায় ফরাসি, ফারসি, লেপচা, তামিলা, সকল ভাষারই ললিত লবেজ। অবোধ পাঠক ভুলিল,—মজিল; বুঝিল,—"গ্রন্থকার সকল ভাষায় পণ্ডিত;—সকল বিদেশী প্রথিতযশা গ্রন্থকারের সকল পুস্তক ইহাঁদের আদ্যন্ত অধীত। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপ-গ্রন্থকারকুল অতুল চতুর। ইহাঁদের হয় ত কোন পুরুষই সেক্সপিয়র পড়েন নাই; কিন্তু ইহাঁদের গ্রন্থে দু-চারি ছত্র করিয়া সেক্সপিয়রের কোটি "কোটেসন"। পাঠক বুঝিল, সেক্সপিয়রের সকল কেতাবই ইহাঁদের কণ্ঠস্থ। ইহাঁদের চাতুরী-জাল ভেদ করিতে কয়জন সক্ষম? দূরে থেকে কয়জন তা বুঝিতে পারে? যাঁহারা ইহাঁদের কাছে থাকেন, ইহাঁদের "নোটবুক" দেখিবার সুযোগ পান, তাঁহারা জানেন, সেক্সপিয়র পড়া না থাকিলেও, দ্বিতীয় শ্রেণীর উপ-গ্রন্থকার লোকমুখে সেক্সপিয়রের বহু বচন শুনিয়া শুনিয়া "নোট-বুকে" টুকিয়া রাখিয়াছেন। এমনই বহু ভাষায় বহু বচন নোটবুকে লিখিত। এমন "নোটবুক"ও অনেক। তবে এই সব উপ-গ্রন্থকারের শ্রুতি-সংগ্রহ প্রশংসনীয় বটে।

তৃতীয় সম্প্রদায়।

ইহাঁদের ইংরেজিতে কিঞ্চিৎ দখল থাকে; বাঙ্গলাটুকুও মোলায়েম করিয়া লিখিতে পারেন। অন্ত কোন ভাষা না জানিলেও, অক্ষরটা পর্য্যন্ত অনধিগত হইলেও, সকল ভাষায় অন্ততঃ সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় যে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা আছো, এই ভাণ-পরিচয়ে ইহাঁরা সাধারণকে ভুলাইতে চাহেন। কিঞ্চিৎ কুণ্ঠাও নাই,—লজ্জা-সরমও নাই। সে পরিচয় দিবার পক্ষে উপায়েরও অসদ্ভাব নাই। প্রায় সকল ভাষার অধিকাংশ ভাল ভাল গ্রন্থের অনুবাদ ইংরাজিতে আছে। একজন উপ-গ্রন্থকার বাঙ্গালা ইতিহাস লিখিয়া,

সূচনায় স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারেন,—"আমি ফার্সি ও উর্দ্দু ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থনিচয় হইতে আমার এই দেশীয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। নবাব সিরাজদ্দৌলার সাময়িক ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন 'মুতাক্ষরীণ' নামক যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, আমি সেই মূল গ্রন্থ হইতে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। অনেক কষ্টে মুরশিদাবাদের নবাববাটী হইতে, গোলাম হোসেনের স্বহস্ত লিখিত "মুতাক্ষরীণ" কেতাবখানি সংগ্রহ করিয়াছি। কোন উপগ্রন্থকার লিখিতে পারেন,—"আমি মহম্মদ আলি খাঁর কৃত টেরিফি মুজফরি নামক মূল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি। তাহা হইতে আমার গ্রন্থে উপকরণ সংগৃহীত। কোন উপ-গ্রন্থকার বলিতে পারেন, "আমি হরিচরণ কৃত 'চাহার গুলজার' নামক মূল গ্রন্থ হইতে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি।" ফার্সি বা উর্দ্দু জানা না থাকিলেও এরূপ বলা বিচিত্র নহে। এরূপ বলিবার উপায়াসম্ভাব নাই ত। মুতাক্ষরীণের ইংরেজি অনুবাদ আছে; "টরিফি মুজফরি" "চাহার গুলজারে"রও ইংরেজি অনুবাদ আছে। যেমন উর্দ্দু সম্বন্ধে, তেমনই সংস্কৃত সম্বন্ধে। এক জন উপগ্রন্থকার স্বচ্ছন্দে ঘোষণা করিতে পারেন,—"আমি কালিদাসের স্বহস্তলিখিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলের' কীটদষ্ট মূল পুঁথিখানি সংগ্রহ করিয়া তাহা ছাপাইলাম ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম।" তৃতীয় সম্প্রদায়ের উপ-গ্রন্থকার এইরূপই বলেন। বলিবার উপায়াসম্ভাব নাই। ইংরেজিতে কালিদাসের প্রণীত অনেক নাটকের অনুবাদ আছে। উইলসন সাহেবকৃত অভিজ্ঞান-শকুন্তলের অনুবাদ অনেকেরই সম্বল। ইংরেজিতে বেদেরও অনুবাদ আছে। অনেক ইংরাজি-নকলে আসল খাস্তা। তার বাঙ্গালা, —বুঝ না কেন? আবার অনেকেরই ইংরেজিতে সফরি-সঞ্চার। মূল শিবের পরিণতি শাখা-মৃগে। ইহারাই কিন্তু অবোধ পাঠকের কাছে বিশ্ব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা।

### চতুর্থ সম্প্রদায়।

ইহাঁদের বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই, বাণীর কৃপাও নাই; কিন্তু কমলার কৃপা আছে বলিয়া ইহাঁদের গ্রন্থও আছে। কমলার কিঞ্চিৎ কৃপা থাকিলেই আজিকালি গ্রন্থকার হওয়ায় ভাবনা কি? কমলার কৃপা না থাকিলেও কেহ কেহ গ্রন্থকার। কাগজ আছে, ছাপাখানা আছে, মহাজন আছে, বেকার বিদ্বান আছে, সংবাদপত্র আছে, তৈল আছে, সম্পাদক আছে। মহাজনের কাছ হইতে টাকা ধার লইলাম; বেকার বিদ্বান রাখিয়া মিলটনের অনুবাদ

করাইলাম; পুরাণের অনুবাদ করাইলাম; জীবনী লিখাইলাম ইতিহাস লিখাইলাম; যা ইচ্ছা তাই লিখাইলাম; মুদ্রাযন্ত্রে ছাপাইলাম স্বয়ং গ্রন্থকার হইলাম। সম্পাদককে তৈল দিলাম; সুসমালোচন প্রকাশ করাইলাম; গ্রন্থ বেচিলাম। বিকায় আচ্ছা, না বিকায় বহুতাচ্ছা; গ্রন্থকার নাম ত কিনিলাম। বাণীসেবার বা প্রয়োজন কি? সেবিতে হয়ত কমলা। অর্থাৎ ভবতি পণ্ডিতঃ।

পঞ্চম সম্প্রদায়।

ইহারা সর্ব্বের সেরা। ইহাদের বিদ্যা—বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা। ইংরেজ রাজত্বে চোর ধরা পড়ে; চোরে দণ্ড পায়; দণ্ডে চোরেরও লজ্জা-ঘৃণা হয়; কিন্তু এ পঞ্চম সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থকার যদি কখন ধরা পড়েন, যদি কখন দণ্ড পান; তাহাতে তাঁহার লজ্জাও হয় না; ঘৃণাও হয় না। ইহাঁরা বেহায়ার বেহদ্দ। গালে চুন কালি দিলেও—মাথায় ঘোল ঢালিলেও,—ইহাদের লজ্জা হয় না।

অদ্য এই পর্য্যন্ত, সময়ান্তরে অন্য পরিচয় দিব। যেমন যেমন দেখিব, তেমনই তেমনই দেখাইব। ইতি—

বাঙ্গালার উপ-গ্রন্থকার আছে। গ্রন্থকার কি নাই? গ্রন্থকারও আছেন; গ্রন্থও আছে; গুরুদাসও আছেন; কিন্তু গুরুদাস এক,—গ্রন্থ অনেক।

কোন কোন গ্রন্থকারের এ-কূল ও-কূল দু-কূল গিয়াছে। ইহারা কাব্য লিখিয়াছেন, ইতিহাস লিখিয়াছেন, বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জীবনী লিখিয়াছেন; কিন্তু ইহাদের জীবনটুকু যেন পদ্মপত্রের জল। কাব্যে যা হইবার, ইহাদের গ্রন্থে সে সবই হয়; হয় না কেবল একটী।

কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃপরনির্ব্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে॥

যশ, ধন, ব্যবহার-জ্ঞান, অমঙ্গল-বিনাশ ও বিবিধ উপদেশ লাভ,—কাব্যের ফল। কাব্য কান্তা সদৃশা; সুতরাং পরমানন্দ লাভও কাব্য হইতে হয়।

অধুনা কোন কোন গ্রন্থে যশও হয়, ব্যবহার জ্ঞানও হয়, উপদেশলাভ হয়, ও হয় না কেবল কোন কোন গ্রন্থকারের ধন। গ্রন্থে গ্রন্থকার পরের অমঙ্গল বিনাশ করিতে পারেন; কিন্তু আপনার অমঙ্গল বিনাশ করিবেন কিসে?

অনেক গ্রন্থকার প্রকৃত যশস্বী বটেন; বিজ্ঞও বটেন; বিদ্বানও বটেন; কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ বিকায় না। তাঁহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া গ্রন্থ

লেখেন; ধারে কাগজ কেনেন; ধারে ছাপান; ধারে বাঁধান; কিন্তু গ্রন্থ বিকায় না। শেষে দেনার দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়; কখন কাহারও কাহারও কঠোর দায়ে কাগজের মূল্যে গ্রন্থ বিকাইয়া যায়। যখন কাব্য লিখিয়া, জীবনী লিখিয়া, ইতিহাস লিখিয়া, বিজ্ঞান লিখিয়া, কিছু হইল না দেখিলেন, তখন কোন কোন গ্রন্থকার পাঠ্য পুস্তক লেখেন। পাঠ্য পুস্তকও ত কূল পায় না, বিজ্ঞ বিদ্বান গ্রন্থকার অভিমানী বড়। অভিমানেই সর্ব্বনাশ। অভিমানে তৈল-মর্দ্দন অনভ্যস্ত। কাজেই পাঠ্য-পুস্তক অচল। তৈল্য-মর্দ্দনে ডুমুরের ফুল ফুটে, সাপের পা উঠে। কোন কোন উপ-গ্রন্থকারের গ্রন্থ-পাঠ্যরূপে দেদীপ্যমান।

প্রকৃতই কোন কোন গ্রন্থকার নিঃস্ব নিরন্ন; দুঃস্থ ত বটে। শুনিতে পাই, দুঃস্থের ভরসা,—"সাহিত্য-সম্মিলন।" এ পর্য্যন্ত সে ভরসার দুঃস্থতার দুস্তর সাগরে কোন গ্রন্থকার যে কূল পাইয়াছেন, তাহা ত মনে হয় না। আশার তরণী কোথায় ভাসিতেছে?

অনেক গ্রন্থকার ভিখারী হইয়াও দাতা। ভিখারী হইয়াও অনেক গ্রন্থকার অনেক লাইব্রেরী ও সভা-সমিতিতে গ্রন্থ ভিক্ষা দিয়া থাকেন। কি করেন বল? গ্রন্থ ত বিকায় না। কোন কোন লাইব্রেরী ও সভাসমিতি যেন কালীঘাটের কাঙ্গালীর হাত ধরে, পায় ধরে,—আর বলে,—"হেগো! দোহাই আপনার, দয়া করিয়া এক খানি গ্রন্থ ভিক্ষা দিন। আমরা ভিক্ষা করিয়া বই জড় করিতেছি। আর অকাতরে দেশবাসীকে জ্ঞান বিতরণ করিতেছি।" কালীঘাটের কাঙ্গালীর হাতে রেহাই আছে। এ সব কাঙ্গালীর হাতে নিস্তার নাই। অবশ্য কোন কোন লাইব্রেরী বা সভা-সমিতি ভিক্ষা জানে না। তাহারা পয়সা দিয়া গ্রন্থ কিনিয়া থাকে। এই সব লাইব্রেরীতে দুই চারি খানি গ্রন্থ বিকায়।

কোন কোন সভা-সমিতি বা লাইব্রেরী,—গ্রন্থ ভিক্ষার পরিবর্ত্তে গ্রন্থকারকে অমূল্য ধন্যবাদ উপহার দেন। একজন গ্রন্থকারের নিকট এক সম্প্রদায় লোক তাঁহার রচিত গ্রন্থ কয়খানি চাহিতে গিয়াছিলেন। গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন,— "দোহাই আপনাদের,—গ্রন্থ দিতেছি,—ধন্যবাদটী দিবেন না। ধন্যবাদে সেই জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের আলিঙ্গনের কথা মনে পড়ে। সে কথা মনে পড়িলে মনের আগুন দ্বিগুন জ্বলে।" এই কথা বলিয়া, গ্রন্থকার সেই যাচক সম্প্রদায়কে জ্যোতিষীর গল্পটী বলেন। শুনুন পাঠক সেই গল্পটী,—

"এক পরম পণ্ডিত ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী ছিলেন; কিন্তু তিনি বড় দরিদ্র।

তাঁহার দুই বেলা দুমুঠা অন্ন জুটিত না। ব্রাহ্মণী প্রায় বলিতেন,—"দেখ তুমি এমন জ্যোতিষী পণ্ডিত,—তোমার অন্ন হয় না কেন? এমন করিয়া না খাইয়া আর কতকাল কষ্টে দিন যাইবে?" ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া জ্যোতিষী বলিতেন,— 'ব্রাহ্মণী এমন দিন রবে না। এমন দিন আসিবে যে, তোমায় সোণা-জহরতে মুড়িয়া ফেলিব। দেখ আমি একটা বড় বিদ্যা জানি। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসিলেন,— 'সে কি বিদ্যা।' ব্রাহ্মণ উত্তর দিতেন,—দেখ, এমন একটা লগ্ন আছে যে, সেই লগ্নে দেশের রাজা পাথর ছুঁইলে পাথর সোণা হ'বে। সে লগ্ন আসুক, আমি আমাদের রাজাকে তাহা দেখাইব। এই বিদ্যা দেখাইলে, রাজা আমাকে নিশ্চিত অনেক ধনদৌলত পুরস্কার দিবেন।' ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের কথায় আশ্বস্ত হইতেন।

"কিছু দিন যায় ব্রাহ্মণ দেখিলেন, সেই শুভ লগ্ন নিকটে। তিনি একদিন রাজসভায় গমন করিয়া রাজাকে আপন বিদ্যার কথা প্রকাশ করেন। রাজা বিস্মিত হইয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করেন,—'কোন দিনে সেই শুভ লগ্ন।' ব্রাহ্মণ ঠিক দিন বলিয়া দেন। রাজা ব্রাহ্মণকে বলেন,—"আপনি তবে অমুক দিনে আসিয়া আপনার বিদ্যা প্রকাশ করিবেন।" ব্রাহ্মণ তথাস্তু বলিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

"বাড়ীতে আসিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে সকল কথা জানাইলেন। ব্রাহ্মণীর আর আনন্দের সীমা নাই। ক্রমে ব্রাহ্মণের সেই বিদ্যা প্রকাশ করিবার দিন আসিল। রাজা ব্রাহ্মণের বিদ্যা দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এ বিদ্যা দেখাইবার জন্য তিনি রাজ্যের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোককে নিমন্ত্রণ করিলেন। সভা হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সভাসীন হইলেন। ব্রাহ্মণ আসিলেন। অনেকেই উদ্‌গ্রীব। অনেকেই অবশ্য সংশয়াপন্ন হইয়াছিলেন। অনেকেই মনে মনে হাসিয়াছিলেন।

"সভায় একখণ্ড প্রস্তরও স্থাপিত ছিল। ঠিক যখন লগ্ন উপস্থিত হইল, তখন ব্রাহ্মণ রাজাকে বলিলেন,—'মহারাজ! "সত্বরই প্রস্তর স্পর্শ করুন," রাজা প্রস্তর স্পর্শ করিলেন। প্রস্তর সোনা হইল। সভায় ধন্য ধন্য রব উঠিল। রাজা ভাবিলেন,—'ব্রাহ্মণ অদ্য যে বিদ্যা দেখাইলেন, ইহার জন্য ইহাকে কি পুরস্কার দিব? এমন পুরস্কার দিব যে, আর কাহাকেও কখনও সে পুরস্কার দিই নাই।' সে দিন রাজা কি পুরস্কার দিবেন, ঠিক করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণকে বলিয়া দিলেন,— 'অদ্য আপনি গমন করুন, অমুক দিন আসিলে, আপনাকে পুরস্কার দিব।" ব্রাহ্মণ সানন্দে বিদায় লইলেন। বাড়ী গিয়া ব্রাহ্মণীকে সকল কথা বলিলেন।

ব্রাহ্মণ বিদায় লইলে পর, রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মন্ত্রী, ব্রাহ্মণকে কি পুরস্কার দিব বলুন দেখি? এমন পুরস্কার দিতে হইবে, যাহা আর কাহাকেও দিই নাই।" মন্ত্রী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—'দেখুন মহারাজ! আপনি ব্রাহ্মণকে আপনার আলিঙ্গন দিন। এ পর্য্যন্ত আর কোন সৌভাগ্যবান আপনার আলিঙ্গন লাভ করেন নাই। মন্ত্রীর কথায় রাজা সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন দিতেই মনস্থ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ পরমানন্দিত মনে রাজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণীকে তিনি বলিয়া আসিয়াছিলেন,—"ব্রাহ্মণি! ঠিক থাকিও। আজি আমি এক দিনে বড় মানুষ হইব।' এদিকে ব্রাহ্মণ যাই রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন, রাজা অমনই সিংহাসন হইতে উঠিয়া বাহু প্রসারিয়া বলিলেন,—"আসুন! আসুন। আজ আপনাকে আলিঙ্গন দিই। আলিঙ্গন আর কখন কাহাকেও দিই নাই।" এই বলিয়া রাজা ব্রাহ্মণকে সুদৃঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ অবাক্ নিস্পন্দ; ব্রাহ্মণ ত আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি রাজার আলিঙ্গন পাইয়া বাহিরে অবশ্য সন্তোষ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তখন তাহার মরমের হাড় খসিয়া পড়িয়াছিল। তিনি রাজার নিকট বিদায় লইয়া পথে আসিতে আসিতে ভাবিলেন,—হায়! ব্রাহ্মণীকে আমি এ মুখ কেমনে দেখাব! অদৃষ্টে কি এই লিখা ছিল? ভাবিলাম,—কত ধন-দৌলত পাইব, পাইলাম,—আলিঙ্গন।"

যে সম্প্রদায় গ্রন্থকারের নিকট পুস্তক চাহিতে গিয়াছিলেন, তাহারা গল্প শুনিয়া হাসিয়াছিলেন; কিন্তু গ্রন্থ চাহিয়া লইতে ভুলেন নাই। যাচক-সম্প্রদায়ের বিদায়ে গ্রন্থকার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখনকার অনেক গ্রন্থকার যা, তখনকার সেই জ্যোতিষীও তাই, এখনকার ধন্যবাদ,—তখনকার আলিঙ্গন।" ইতি।

এস্থলে বঙ্গবাসী পত্রিকায় বর্ণিত পাঁচ সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত আর একটি সম্প্রদায় ষষ্ঠশ্রেণীভুক্ত উপগ্রন্থকার আছে, ইহা আমার বোধে নির্ভুল পরিদৃশ্যমান প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত। ইহারা বর্ণজ্ঞানানবচ্ছিন্ন পণ্ডিতাভিমানী লোক, ইহারা সর্ব্বদাই ধর্ম্মশাস্ত্র বিপ্লবকারী ও ধর্ম্মধ্বজী। প্রবাদে প্রচারিত আছে যে, "বড়লোকসহায়ো যঃ সএব বড়পণ্ডিতঃ। হারিঙিন-সহায়েন বিদ্যাবাগীশতাং গতঃ। আদালতে রামতনুর্ব্বভূব বড়পণ্ডিতঃ। অস্য রামদুলালস্য সরকারস্য পুরোহিতঃ। বর্ণজ্ঞানানবচ্ছিন্নস্তথাপি বড়পণ্ডিতঃ॥ অতএব বিনা বিদ্যামানুগত্যেন

ধীমতাম্। বিখ্যাতো ভবতি মূর্খোহপ্যহজ্ঞো হপি বড়পণ্ডিতঃ॥" এই উদ্ভট-প্রবন্ধের প্রথা অনুসারে ধনীলোকদিগের এবং সম্বাদ পত্র সম্পাদকদিগের তোষামোদ চাটুকারিতায় মহাধূমধামে এক এক দিগ্‌গজ হইয়া উঠেন অসার বক্তৃতার চোটে, তল মাটি উপর ও উপর মাটি তল ও সবই রসাতল করিয়া ফেলিবার মতন করিয়া প্রতিপত্তিও খ্যাতিও সম্প্রদায়বিশেষে লাভ করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান নব্য সম্প্রদায়ের কয়েকজন গোস্বামীর নাম উল্লেখে স্বাক্ষরিত একাদশী জন্মাষ্টমী ও বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগে উপবাস বিধি সম্বন্ধে ব্যবস্থা এবং আর কয়েকটী অজ্ঞাত অপরিচিতনামা শূদ্রাদি ভদ্র ব্যক্তির ঐ ঐ বিষয়ের সমালোচনে আনন্দবাজার ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী পত্রিকায়, সম্পাদকীয় ভূরি ভূরি প্রশংসা সহ সম্বাদ মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে ও উহাতে "বৈষ্ণবস্মৃতি" এই উপাধিটি শিরোনামা দেখিয়া, এবং কলিকাতা ৭নং এজরা ষ্ট্রীট কার্য্যালয় হইতে ১৩০৯ সালের ১৬ই আশ্বিন বুধবার ১২ খণ্ডে ১৮৬ সংখ্যার এবং ১৬ই কার্ত্তিক রবিবার ১৮৭ সংখ্যার নিবেদন নামক পাক্ষিক পত্রে নিম্নলিখিত উপনাম কিম্বা বিনামায় অবলম্বনে প্রেরিত পত্র স্থলে প্রকাশ দেখিয়া উহার পাঠে মর্ম্মাবগতে আমি কিয়ৎক্ষণ আস্যে হাস্য সম্বরণ করিয়া আর রাখিতে পারি নাই। সে পত্র দুইখানি এই যথা—

শ্রীশ্রীসনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরায়ণ "নিবেদন" সম্পাদক

মহাশয় মান্যবরেষু।

মহাশয়!

গত জন্মাষ্টমী ব্রত লইয়া আমাদের গ্রামে এক বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, অরুণোদয় বিদ্ধা হওয়াতে গোস্বামিমতে ১০ই ভাদ্র তারিখে উপবাস না হইয়া ১১ই তারিখে হইবে। আবার কোন কোন গোস্বামী মহাশয়ের মতে একাদশীতেই অরুণোদয় বিদ্ধা ধরা হয়। অন্যান্য ব্রতে তাহা হয় না। বর্ত্তমান বৎসরের কোন পঞ্জিকায় উক্ত ব্রত সম্বন্ধে কোন মত ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের গ্রামে এ বিষয়ে গোলযোগ হওয়াতেই আমি কলিকাতাস্থ বৈষ্ণবধর্ম্ম পরায়ণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উক্ত বিষয়ের মীমাংসা করণ জন্য একখান পত্র লিখি। তদীয় আদেশানুসারে শ্রীযুক্ত তিন কড়ি রায় মহাশয় আমাকে যে ব্যবস্থা পাঠাইয়াছেন, তাহা এই 'আগামী ৯ই ভাদ্র সোমবার

ব্রাহস্পর্শ অর্থাৎ সপ্তমী ক্ষয় হওয়া বিধায় অষ্টমী অরুণোদয় বিদ্ধা ও যুক্তা (বলিতে কি মহা বিদ্ধা) হওয়াতে ১০ই ভাদ্র মঙ্গলবার আমাদের উপবাস হইবে না। সনাতন ধর্ম্মের স্মৃতি গ্রন্থ শ্রীশ্রী হরিভক্তি বিলাসের মতে অরুণোদয় কালীন পূর্ব্ব বিদ্ধা তিথি পরিত্যাজ্য। অর্থাৎ সকল ব্রত ও উপবাসাদি স্থলে অরুণোদয় কালীন পূর্ব্ব বিদ্ধা তিথি কোন বিধায় গ্রাহ্য নহে॥" উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের কৃত "শ্রীশ্রী সনাতন বৈষ্ণব ব্রতদিন ও উৎসব সময় প্রভৃতির নির্ণয়" নামক গ্রন্থের ২০শ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, যে যে দিনে ঐ যে যে তিথিতে বৈষ্ণবগণের ব্রত ও উপবাস করার বিধান আছে ঐ ঐ দিনে ঐ তিথিতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারিদণ্ড অর্থাৎ ইংরাজি ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট সময়ের ভিতরে পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিথির অনুপল মাত্র বেধ অর্থাৎ সংস্রব বা স্পর্শ না ঘটিলে উহাকে শুদ্ধা তিথি বলিয়া শ্রীসনাতন বৈষ্ণব স্মৃতি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ঐ রূপে বেধ রহিত শুদ্ধা তিথিতে উপবাসাদি অনুষ্ঠান করা বিহিত ও উচিত। ইহার অন্যথা করিলে কুলক্ষয় ও ধর্ম্ম ধ্বংশ হয়, ব্রতোপবাসাদি কারক ব্যক্তিকে যাবচ্চন্দ্র দিবাকর আবহমান কাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।"

পুনরায় তিনি ২২শ পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন একাদশী তিথি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ৪ দণ্ড সময়ে দশমী বিদ্ধা হইলে বৈষ্ণবদিগের কোনও ক্রমেই ঐ তিথিতে উপবাস করা কর্ত্তব্য নহে। এই বিধানানুসারে বৈষ্ণব দিগের কর্ত্তব্য জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সমুদয় ব্রত উপবাসই অরুণোদয়ে পূর্ব্ব-বিদ্ধাতে অতীব অকর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদে শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী মহশয়কে শিক্ষা দিতেছেন।

"একাদশী জন্মাষ্টমী বামন দ্বাদশী।<br>শ্রীরাম নবমী আর নৃসিংহ চতুর্দ্দশী॥<br>এই সবের বিদ্ধাত্যাগ অবিদ্ধা করণ।<br>অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তি আলম্বন॥

এই সকল পয়ারে উক্ত একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতাদির বিদ্ধা ত্যাগ বলাতে উক্ত গোস্বামী মহাশয় সকলেরই অরুণোদয় বিদ্ধাত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরায়ণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদন গোপাল গোস্বামীজীউ শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে উক্ত পয়ারেরই অর্থ করিয়াছেন যথা---

একাদশী অরুণোদয় বিদ্ধা হইলে তাহাতে উপবাস করিতে নাই।

এবং জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সূর্য্যোদয় বিদ্ধা হইলে ত্যাগ করিবে। অর্থাৎ তাহাতে উপবাস করিতে নাই।

উভয়েই বৈষ্ণবধর্ম্ম-পরায়ণ পণ্ডিত কিন্তু উভয়েই উপরি উক্ত বিষয়ের স্বতন্ত্র রূপ অর্থ করিয়াছেন। মহাশয়! আমি নিতান্ত মুর্খ, এ সম্বন্ধে কিছু সুসিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া আপনাদের দেশ বিখ্যাত এবং বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্মের মুখপত্র "নিবেদনে" ইহা প্রস্তাবিত করিলাম। যদি কৃপাপূর্ব্বক কোন মহাশয় ব্যক্তি এই বিষয়টী বিশেষ প্রমাণ সহকারে মীমাংসিত করিয়া দেন তাহা হইলে আমি আজীবন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিব, নিবেদন মিতি। শ্রীবিষ্ণুপদ দে।

কৌশলে পুনর্ব্বার ঐ জন্মাষ্টমী ব্রতে বিমলা দত্ত উত্তর যথা—

শ্রীশ্রীসনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম পরায়ণ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত "নিবেদন"

সম্পাদক মহাশয়।

মহাশয়!

শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ দে মহাশয় গত ১৬ই আশ্বিন তারিখের নিবেদনে যে পত্র লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে স্বকপোল কল্পিত মত অবলম্বন পূর্ব্বক যে সিদ্ধান্ত করা যায় তাহাই শাস্ত্র বিরুদ্ধ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র গোস্বামী মহোদয়গণ যাহা হরিভক্তি বিলাসে লিখিয়াছেন তাহাই গ্রাহ্য। সেই মত বিচার পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় সংক্ষেপে শ্রীপ্রমেয় রত্নাবলীতে একটা শ্লোক লিখিয়াছেন। যথা—

অরুণোদয়বিদ্ধস্তু সংত্যাজ্যো হরিবাসরঃ।
জন্মাষ্টম্যাদিকংসূর্য্যোদয়বিদ্ধং পরিত্যজেৎ॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে হরিবাসর সম্বন্ধে অরুণোদয় বিদ্ধা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু জন্মাষ্টম্যাদি বিচারে সূর্য্যোদয়ে সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমী পরিত্যাজ্যা। ইহার তাৎপর্য্য স্কন্দ পুরাণে লিখিয়াছেন যে—

প্রতিপৎপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ।
সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসরবর্জ্জিতাঃ॥

প্রতিপৎ প্রভৃতি সকল তিথি সূর্য্যোদয় হইতে বিদ্ধা না থাকিলে সম্পূর্ণা বলিয়া খ্যাত হন। কিন্তু হরি বাসরে অরুণোদয় বিদ্ধা থাকিলেই একাদশী সম্পূর্ণা হইতে পারে না।

এই দুইটী শ্লোক দৃষ্টি করিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দিগের আর কোন সন্দেহ

থাকে না। চিরদিন শ্রীব্রজমণ্ডলে গৌড়মণ্ডলে এবং ক্ষেত্রমণ্ডলে এই মত চলিয়া আসিতেছে। এই মতের বিরুদ্ধ মত যাহারা প্রকাশ করেন তাঁহাদিগকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ "কাণা গরুর ভিন্ন গোঠ" এই পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

উক্ত পত্রে বিরুদ্ধবাদীগণের প্রদর্শিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের পয়ারের অর্থ অতি সহজ।

একাদশী জন্মাষ্টমী বামন দ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী॥
এই সবের বিদ্ধা ত্যাগ অবিদ্ধা করণ।
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তি আলম্বন॥

পয়ারের তাৎপর্য্য এই যে একাদশীতে অরুণোদয় দশমী বিদ্ধা বড় দোষ। জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী, রামনবমী ও নৃসিংহচতুর্দ্দশী এই সকল তিথিতে সূর্য্যোদয়বিদ্ধা পরিত্যজ্য এইপ্রকারে বিদ্ধা ত্যাগ করিলে ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দে মহাশয় ইহা ভালরূপ জানিবেন যে প্রভু সন্তান হইলেই "বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরায়ণ" পণ্ডিত হইতে পারেন না। মহাজন প্রচলিত বৈষ্ণবধর্ম্ম তাৎপর্য্য যাঁহারা বুঝিতে পারেন তাঁহারাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরায়ণ পণ্ডিত।" ইতি।

বৈষ্ণব কিঙ্কর শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ।

ঐ সম্বন্ধে দল বাঁধিয়া নানা নামে নানা কৌশল অবলম্বনে নানাবিধ আড়ম্বরে এত আন্দোলন করার কথা শুনিতে আপাততঃ অত্যন্ত কর্ণ-সুখকর। যদিও বৈষ্ণব সমাজীয় এদেশের লোক বৈষ্ণব মতে একাদশী প্রভৃতিতে উপবাস ও ব্রত ব্যবস্থার সংশোধনে প্রবৃত্তও যত্নবান হয়েন, এবং অবশেষে কৃতকার্য্য হইতে পারেন তাহা অপেক্ষা সুখের আহ্লাদের ও সৌভাগ্যের বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু এখানকার প্রবৃত্তি বুদ্ধি বৃত্তি, বিবেচনা শক্তি প্রভৃতির অশেষ প্রকারে যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এবং অদ্যাপি যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে তাঁহারা যে ঐ দোষ সংশোধনে যত্ন ও চেষ্টা করিবেন এবং সেই যত্নে ও সেই চেষ্টায় অনিষ্ট দূর করিয়া ইষ্ট-সিদ্ধি হইবেক সহজে সে প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। যেমন কাজিকে জিজ্ঞাসিলে হিন্দুর 'পরব নাই ভিন্ন আর বেশী উত্তর পাওয়া যায় না। আর যদি বল যে কেবল আমার যত্ন ও চেষ্টায় ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইবেক, এখনও সে দিন, সে সৌভাগ্য দশা উপস্থিত হয় নাই এবং কতকালে

উপস্থিত হইবেক, সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের ক্রিয়া মুদ্রা ভাব ভঙ্গী ও আচার প্রচারের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারা যায় না। বোধ হয় যেন আর কখনও সেদিন ও সে সৌভাগ্যদশা উপস্থিত হইবেক না। যাঁহারা উক্ত ব্যবস্থা সংবাদ পত্রে ছাপাইয়া প্রচার করিয়াছেন তাঁহারা নব্য সম্প্রদায়ের লোক। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ ও অপেক্ষাকৃত বহুদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা অর্ব্বাচীনের ন্যায়, সহসা এরূপ অসার কথা মুখ হইতে বিনির্গত করেন না। ইহা যথার্থ বটে, এক্ষণে ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাপন করিয়া বৈষয়িক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ক্রমে ক্রমে সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের তিরোভাব হইতে লাগিল, অবশেষে, একাদশী প্রভৃতির ব্যবস্থার আদান প্রদানের কথা দূরে থাকুক, একাদশীর সম্বন্ধই লুপ্ত করিয়া, স্বচ্ছন্দচিত্তে কাল যাপন করিতেছেন। এখন তাঁহারা বহুদর্শী হইয়াছেন, তাঁহাদের নিজের বাটীতে উপবাস যে কিরূপ কিমাকারে বা কোন দিন কোনক্ষণে হইয়া থাকে, তাহা ভ্রান্তিক্রমেও একবারও অনুসন্ধানও করেন না বরং যাহারা উপবাস করে বা ধর্ম্ম চর্চ্চা করে এমত দেখিলে হাস্য ও উপহাস করিয়া থাকেন। তবে কেবল বিধবা স্ত্রীলোকদিগের প্রমুখাৎ শ্রুতিপরম্পরায় কিম্বা একাদশী উপবাসের অনুকল্পে লুচি ও রুটি প্রভৃতি খাদ্য প্রস্তুতের ধুমধামের ব্যাপারের ধ্বনি শুনিয়া কেহ বিব্রত কেহবা বিরক্ত ও কেহ অনুমোদন করেন মাত্র, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্পবয়স্কদিগের এখন পঠদ্দশার ভাব চলিতেছে। অল্পবয়স্কদিগের মধ্যে যাঁহারা অল্প বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদেরই আস্ফালন বড়। তাঁহাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া অনায়াসে লোকের এই বিশ্বাস জন্মিতে পারে যে, এঁরা ধর্ম্ম ব্যবসায়ী ও উচ্চ প্রভুবংশীয় এঁরা যে ব্যবস্থা ছাপাইয়াছেন ইহাই শাস্ত্র সঙ্গত যথার্থ বিচার পূর্ব্বক জগতের ধর্ম্মরক্ষা করিতে সংকল্প করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে মুখমাত্র সার, অন্তরে সম্পূর্ণ অসার অনায়াসে সকলে তাহা বুঝিতে পারেন না। তাদৃশ ব্যক্তিরাই উন্নত ও উদ্ধত বাক্যে কহিয়া থাকেন, যে অরুণোদয়বিদ্ধা সকল স্থানে নহে। যাঁহাদের সে বোধ ও সে বিবেচনা আছে তাঁহারা শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া কখনই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না, উল্লিখিত নব্য প্রামাণিকেরা কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ, তাঁহাদের যেরূপ বুদ্ধি, যেরূপ বিদ্যা, যেরূপ ক্ষমতা, তদপেক্ষা অনেক অধিক উপকথা ও অনেক আস্ফালনে কহিয়া থাকেন, কিন্তু কথা বলা যত সহজ, কার্য্যে করা তত সহজ নহে।

স্থানান্তরে তাঁহাদিগের নিজের বিদ্যা বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়া স্বস্ব মুদ্রিত পুস্তকে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কতক অংশে পরিচয় দিবার জন্য কতকগুলি সদাশয় বৈষ্ণব বন্ধুদিগের অনুরোধ হইয়াছে। অবসর মত লিখিয়া জানাইবার ইচ্ছা রহিল। ঐরূপ ইতরবিদ্যা বা অবিদ্যা প্রকাশ হওয়াতে বৈষ্ণবধর্ম্ম বড়ই কলুষিত হইতেছে॥ এস্থলে উল্লিখিত ঐ ঐ মহাত্মারা যে যে গ্রন্থ মূলগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া ব্যাখ্যাবিকৃতি ও পাঠান্তর প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত খণ্ডে পঞ্চম পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর লিখিত শ্রীভগবান্ আচার্য্যের প্রতি শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর উপদেশ যথা, "স্বরূপ কহে তুমি গোপ পরম উদার। যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥ যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস। সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥ রস রসাভাস যার নাহিক বিচার। ভক্তিসিদ্ধান্তসিন্ধু নাহি পায় পার। ব্যাকরণ নাহি জানে না জানে অলঙ্কার। নাটকালঙ্কার জ্ঞান নাহিক যাহার॥ কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না পারে সেই ছার। বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্য বিহার॥ কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন। গৌর পাদপদ্ম যার হয় প্রাণধন॥ গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ। বিদগ্ধ আত্মীয় বাক্য শুনিতে হয় সুখ॥ রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ। শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ॥ ভগবান আচার্য্য কহে শুন একবার। তুমি শুনিলে ভাল মন্দ জানিবে বিচার॥ দুই তিন দিন আচার্য্য আগ্রহ করিলা। তার আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হৈলা॥ সবা লঞা স্বরূপ গোসাঞি শুনিতে বসিলা। তবে সেই কবি নান্দী শ্লোক পড়িলা॥ তথাহি বঙ্গদেশীয় বিপ্রস্য,

"বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে, কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ। প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥"

শ্লোক শুনি সর্ব্বলোক তাহারে বাখানে। স্বরূপ কহে এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে॥ কবি কহে জগন্নাথ সুন্দর শরীর। চৈতন্য গোসাঞি শরীরী মহাধীর॥ সহজ জড় জগতেরে চেতন করাতে। নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে॥ শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন। দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন॥ আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ। দুইত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস॥ পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়। তাঁরে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃত কায়॥ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যচৈতন্য স্বয়ং ভগবান। তারে কৈলি ক্ষুদ্রজীব স্ফুলিঙ্গ সমান॥ দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি। অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ববর্ণে তার

এই গতি ॥ আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ। দেহ দেহি ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ ॥ ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ দেহি ভেদ। স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ ॥ কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর। কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর ॥ শুনি' সভাসদের হৈল মহাচমৎকার। সবে কহে গোসাঞি সত্য কৈছে তিরস্কার ॥ শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা ভয় বিস্ময়। হংসমধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয় ॥ তার দুঃখ দেখি স্বরূপ পরম সদয়। উপদেশ কৈল তারে যৈছে হিত হয় ॥ যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে ॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে সে জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ ॥ তবে সে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল। কৃষ্ণের স্বরূপ লীলা বর্ণিবে নির্ম্মল ॥ এই শ্লোক করিয়াছ পাইয়া সন্তোষ। তোমার হৃদয়ের অর্থ দুঁহায় লাগে দোষ ॥ তুমি যৈছে তৈছে কহো না জানি রীতি। স্বরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছে স্তুতি ॥ যৈছে দৈত্যারি কহি করে কৃষ্ণের ভৎ'সনে। সেই শব্দে সরস্বতী করেন স্তবনে ॥ ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত ইন্দ্র যেন মাতোয়াল। বুদ্ধি নাশ হৈল কেবল নাহিক সাম্ভাল। ইন্দ্র বলে মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন। তারই মুখে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ বাচাল কহিয়ে বেদ প্রবর্ত্তক ধন্য। বালিকা তথাপি শিশু প্রায় গর্ব্ব শূন্য ॥ বন্দ্যাভাবে অনম্র স্তব্ধ শব্দে কয়। যাহা হৈতে অনভিজ্ঞ নাহি সে অজ্ঞ হয় ॥ পণ্ডিতের মান্য পাত্র হয় পণ্ডিত-মানী। তথাপি ভক্ত বাৎসল্যে মনুষ্যাভিমানী। জরাসিন্ধু কহে কৃষ্ণ পুরুষ অধম। তোমার সঙ্গে না যুঝিমু যাহে বন্ধু হন ॥ যাহা হইতে অন্য পুরুষ সকল অধম। সেই হয় পুরুষোত্তম সরস্বতীর মন ॥ বান্ধে সবারে তাতে অবিদ্যা বন্ধু হয়। অবিদ্যা নাশক বন্ধু হন শব্দে কয় ॥ এই মত শিশুপাল করিয়া নিন্দন। সেই বাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থে নিন্দা আইসে। সরস্বতী অর্থ শুন যাতে স্তুতি ভাসে ॥ জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্ম স্বরূপ ॥ কিন্তু ইঁহ পরব্রহ্ম স্থাবর স্বরূপ ॥ তাঁহা সহ আত্মতায় একরূপ হইঞা। কৃষ্ণ এক তত্ত্বরূপ দুইরূপ হৈঞা ॥ সংসার তারণ হেতু যেই ইচ্ছা শক্তি। তাহার মিলন কহি একেত ঐছে প্রাপ্তি ॥ সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার। গৌর-জঙ্গম-রূপে কৈল অবতার ॥ জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায়ে সংসার। সর্ব্বদেশের সর্ব্বলোক নারে আসিবার ॥ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভু দেশে দেশে যাইয়া। সবলোক নিস্তারিল জঙ্গম ব্রহ্ম হইঞা ॥ সরস্বতীর অর্থ এই কহিল বিবরণ। এহো ভাগ্য তোমার যৈছে

করিলে বর্ণন ॥ কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ। সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ ॥ তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া। সবার স্মরণ লৈল দন্তে তৃণ লইয়া॥ তবে সব ভক্ত তারে অঙ্গীকার কৈল। তাঁর গুণ কহি মহাপ্রভু মিলাইল ॥ ইতি ॥ পুনশ্চ তত্রৈব শ্রীসনাতনশিক্ষায় আছে যথা। "অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া। স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া ॥ সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্র নন্দন। তোমার নিশ্বাসে সব বেদ প্রবর্ত্তন॥ তুমি বক্তা ভাগবতে তুমি জান অর্থ। তোমা বিনা অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ॥ প্রভু কহে কেন কর আমার স্তবন। ভাগবতের স্বরূপ কেন না কর বিচারণ॥ কৃষ্ণ-তুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়। প্রতি শ্লোকে প্রত্যক্ষরে নানা অর্থ কয়॥ প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার। যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥" ইত্যাদি॥

কিন্তু ষষ্ঠ নব্য সম্প্রদায়ের প্রভুরা ও বাওয়াজীরা দুই একখানি ব্যবসায়ের উপযোগী পুস্তক স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র, সুতরাং উহারা যাবতীয় সংস্কৃত শাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কিন্তু তৎ সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশের প্রয়োজন হইলে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞের ন্যায়, অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহা প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা শাস্ত্র না দেখিয়া অনুমান বলে সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়া লয়েন। ঐ সকল মহাশয়দের কথা বড়ই অদ্ভুত। বলিতে কি ইদানীং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সংস্কৃত বিদ্যার সবিশেষ চর্চ্চার প্রায় একবারে বিলোপ হইয়াছে। একথা যথার্থ বটে, বহুকাল ইংরাজী বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন ও ইঙ্গরেজজাতীয়ের সহিত ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ দ্বারা সংস্কৃত বিদ্যার তাদৃশ অনুশীলন হইতেছে না, সুতরাং শাস্ত্রের মর্য্যাদা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। ফলকথা এই, কোনও বিষয়ে মত প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, তদ্বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হইয়া, তাহা করা পরামর্শ সিদ্ধ নহে। সবিশেষ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে কেহ কোনও বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে পারে না, পর প্রতারণা যাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তাদৃশ ব্যক্তি কদাচ এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। ঈর্ষ্যার পরতন্ত্র বা মাৎসর্য্য বুদ্ধির অধীন, অথবা কুসংস্কার বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রতিপক্ষতা করা মাত্র যাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহারা তদ্বিষয়ের অভ্যজ্ঞই হউন, আর অনভিজ্ঞই হউন, যাহা স্বপক্ষ সমর্থনের বা পরপক্ষ খণ্ডনের, উপযোগী জ্ঞান করিবেন, তাহাই সচ্ছন্দে নির্দ্দেশ করিবেন যাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব হইলেও, তাঁহাকেই তদ্বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা বলিয়া কীর্ত্তন করিতে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না।

কোনও ব্যক্তি সদভিপ্রায় প্রবর্ত্তিত হইয়া, কার্য্য বিশেষের অনুষ্ঠান করিলে, উক্ত-বিধ ব্যক্তিরা ঐ অনুষ্ঠানকে, অসদভিপ্রায় প্রণোদিত বলিয়া অম্লানমুখে নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু আপনারা যে জিগীষা প্রভৃতি উল্লিখিত দোষ সমুদয়ের পরবশ হইয়া, অতথ্য নির্দ্দেশ দ্বারা পরের চক্ষে ধূলি প্রক্ষেপ করিতেছেন, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন না। বিবেচনা না করিয়া তাদৃশ বিসদৃশ আপত্তি উত্থাপন করা কেবল আপনাকে উপহাসাস্পদ করা মাত্র। স্পষ্ট কথা বলিতে হইল, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের প্রথা ও দিশা দর্শান কিম্বা উপদেশ প্রদান এবং যেরূপ আজ্ঞা সেইমত শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে চলিলে তাহাকে নির্ব্বোধ ও বড় কাপুরুষ মনে করিয়া থাকেন। কতকগুলি বৈষ্ণব উপাসনা ধর্ম্মদ্বেষী, বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্ম লোপ করিবার অভিপ্রায়ে এই উদ্যোগ করিয়াছেন; নিতান্ত নির্ব্বোধ ও নিতান্ত অনভিজ্ঞ না হইলে কেহ এরূপ কহিতে পারিতেন না। তবে প্রস্তাবিত দেশহিতকর বিষয় সূত্রে প্রতিপক্ষতা করা যাঁহাদের অভ্যাস ও ব্যবসায়, তাঁহারা কোনও মতে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। তাঁহারা এরূপ সময়ে উন্মত্তের ন্যায় বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া উঠেন, এবং যাহাতে প্রস্তাবিত বিষয়ের ব্যাঘাত ঘটে, স্বতঃ পরতঃ সে চেষ্টার ক্রটি করেন না। ঈদৃশ ব্যক্তিরা বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিষয়ে বিষম বিপক্ষ। তাঁহাদের অদ্ভুত প্রকৃতি ও অদ্ভুত চরিত্র; নিজেও কিছু করিবেন না, অন্যকেও কিছু করিতে দিবেন না। তাঁহারা চিরজীবী হউন। যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র হিতাহিত বোধ ও সদ সদ্বিবেক শক্তি আছে তাঁহারা কখনও ধর্ম্ম বিষয়ে বিদ্বেষী হইতে পারেন না। বিবেচনা করিয়া দেখ যে এরূপ কতকগুলি লোক আছেন যে, তাঁহাদের নিকট অরুণোদয়-বেধে বৈষ্ণবদিগের ব্রত উপবাস নিবারণ কথার উত্থাপন হইলেই তাহারা খড়্গা-হস্ত হইয়া উঠেন তাঁহাদের এরূপ সংস্কার আছে যে একাদশী প্রকরণে যাহা যাহা লিখিয়াছেন তাহা শুদ্ধ একাদশী সম্বন্ধে অন্য তিথি সম্বন্ধে নহে। তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র আদ্যোপান্ত সবিশেষ অবগত নহেন, নচেৎ ওরূপ সংস্কার কখনই হইত না। এদেশে সকল ধর্ম্মই শাস্ত্রমূলক, শাস্ত্রে যে বিষয়ের বিধি আছে তাহাই ধর্ম্মানুগত বলিয়া পরিগৃহীত; আর শাস্ত্রে যাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাই ধর্ম্ম বহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং বেধ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদিগের যে সমস্ত বিধি অথবা নিষেধ আছে, তৎসমুদয় পরীক্ষিত হইলেই, "অরুণোদয়বেধে বৈষ্ণবে ব্রত উপবাস করিবে না" ইহা শাস্ত্রানুমত ও ধর্ম্মানুগত ব্যাপার কিনা এবং উহা না মানিলে শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্ম্মলোপ করিতে চেষ্টা করার

শঙ্কা আছে কিনা এবং তাদৃশ ব্যক্তি সকল শাস্ত্রদ্রোহী ধর্ম্মদ্বেষী নাস্তিক ও নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয় কিনা ? ইহা অবধারিত হইতে পারিবেক। এই বিষয় মূল বিচার পুস্তকে মনোযোগ করিয়া পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। এস্থলে এখন নিম্নে বিদ্যাসাগর—প্রবন্ধটি সাবধানে পড়িলেই অনেকটা জানিতেপারিবেন যে সংস্কৃত ভাষা সামান্য নহে॥

সংস্কৃত অতিপ্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। এই অপূর্ব্ব ভাষায় ভূরি ভূরি শব্দ, ভূরি ভূরি ধাতু, ভূরি ভূরি বিভক্তি ও ভূরি ভূরি প্রত্যয় আছে এবং এক এক শব্দে ও এক এক ধাতুতে নানা প্রত্যয় ও নানা বিভক্তি যোগ করিয়া ভূরি ভূরি নূতন শব্দ ও ভূরি ভূরি পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে। এরূপ অভিপ্রায়ই নাই যে এই ভাষাতে অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিতে পারা যায় না; এবং এরূপ বিষয়ই নাই যে এই ভাষাতে সুচারুরূপে রচনা করিতে পারা যায় না। অতি প্রাচীন কাল অবধি অতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া এই ভাষাকে সম্যক্ মার্জ্জিত করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় দুই পদ পরস্পর সন্নিহিত হইলে পূর্ব্ব, পর অথবা উভয় বর্ণই প্রায় রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা এই রূপান্তর প্রাপ্তি সিদ্ধ হয় তাহাকে সন্ধি বলে। সন্ধি প্রক্রিয়া দ্বারা ভাষার অশ্রাব্যতা পরিহার ও সুশ্রাব্যতা সম্পাদন হইয়া থাকে। আর প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অনেক পদকে একত্র যোগ করিয়া এক পদ করা যায়। এই অনেক পদের একপদীকরণ প্রণালীকে সমাস বলে। সমাসপ্রক্রিয়া দ্বারা সংক্ষিপ্ততা ও সুশ্রাব্যতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে সমাসঘটিত বাক্য সকল অপেক্ষাকৃত দুরূহ; এবং আবৃত্তিমাত্র তত্তদ্বাক্যের অর্থবোধ নির্ব্বাহ হইয়া উঠে না। সমাস-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইচ্ছানুরূপ দীর্ঘ পদ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তারা তাদৃশ সমাসপ্রিয় ছিলেন না। কিন্তু নব্যেরা সচরাচর অতি দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস করিয়া থাকেন। কোনও কোনও উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থেও বিংশতি পদ পর্য্যন্তও একপদীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা সন্ধি, সমাস পদসাধন, ও প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে নূতন নূতন শব্দ সঙ্কলন করিবার যে সমস্ত অভিনব পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন তদ্দ্বারা সংস্কৃত এক অদ্ভুত ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় কি সরল, কি বক্র, কি মধুর, কি কর্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত, সর্ব্বপ্রকার রচনাই সমান ও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে। সংস্কৃত রচনাতে

এরূপ অসাধারণ কৌশল প্রদর্শিত হইতে পারে যে তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

সংস্কৃত ভাষানুশীলনের নানা ফল। ইয়ুরোপে শব্দবিদ্যার যে ইয়ত্তী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন তাহার মূল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দ্বারা অন্যান্য ভাষার মূল নির্ণয়, স্বরূপ পরিজ্ঞান ও মর্ম্মোদ্ভেদে সমর্থ হইয়াছেন; এবং এই পৃথিবী যে নানা মানবজাতির আবাস স্থান তাহাদিগের কে কোন্ শ্রেণীভুক্ত, কে কোন্ দেশের আদিম নিবাসী লোক, কে কোন্ প্রদেশ হইতে আসিয়া কোন্ প্রদেশে বাস করিয়াছে ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ুরোপীয় শব্দবিদ্যা যাবৎ সংস্কৃত ভাষার সহায়তা প্রাপ্ত না হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; এই নিমিত্তই ডাক্তর মোক্ষ মূলর সাএন্স অফ্ ল্যাঙ্গেয়েজ গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষাকে সকল ভাষার মূল ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত ভাষানুশীলনের এক অতি প্রধান ফল এই যে, ইদানীন্তন কালে ভারতবর্ষে হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতি যে সকল ভাষা কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত আছে সে সমুদায় অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা এক প্রকার বিধিনির্ব্বন্ধ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে ভূরি পরিমাণে সংস্কৃত কথা লইয়া ঐ সকল ভাষায় সন্নিবেশিত না করিলে তাহাদিগের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা যাইবেক না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণরূপ ব্যুৎপত্তি ব্যতিরেকে তৎসম্পাদন কোনও ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণ লোকে বিদ্যানুশীলনের ফলভোগী ও উপকার ভাগী না হইলে, তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে চিরপ্ররূঢ় কুসংস্কারের সমূলে উন্মূলন হইবেক না; এবং হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতি তত্তৎ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দ্বার স্বরূপ না করিলে সর্ব্বসাধারণের বিদ্যানুশীলন সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। এই সমস্তই সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন সাপেক্ষ। এক্ষণে, এতদ্দেশে যাঁহারা লেখা পড়ার চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে এইরূপ মহোপকারিণী সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে একান্ত উপেক্ষা করেন, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে।''

এস্থলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ব্যবসায়ী লোকের সুগোচর করার কারণ উল্লিখিত তাদৃশ সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতের অতি সংক্ষিপ্ত স্বরূপতত্ত্ব সার নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু তত্ত্বসন্দর্ভগ্রন্থে এবং

চিৎসুখাচার্য্য প্রত্যকৃতত্ত্বপ্রদীপিকাগ্রন্থে ঐ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাইবেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত যে প্রেমামৃত সুরতরু তাহার সন্দেহ নাই।

শ্রীধরস্বামি বাক্যং।

শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরতরুস্তারাঙ্কুরঃ সজ্জনিঃ
স্কন্ধৈর্দ্বাদশভিস্ততঃ প্রবিলসদ্ভক্ত্যালবালোদয়ঃ।
দ্বাত্রিংশত্রিশতঞ্চ যস্য বিলসচ্ছাখাঃ সহস্রাণ্যলম্,
পর্ণাণ্যষ্টদশেষ্টদো হতিসুলভো বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি॥

শ্রীজীবগোস্বামিকৃত সপ্তম ক্রমসন্দর্ভবাক্যং। অথ শ্রীভাগবতলোকহিতাভিলাষপরবশতয়া শ্রীভাগবতসন্দর্ভনামানং গ্রন্থমারভমানো মহাভাগবত কোটি বহিরন্তর্দৃষ্টিনিষ্টঙ্কিতভগবদ্ভাবং নিজাবতারপ্রচারপ্রচারিতস্বস্বরূপ ভগবৎপদকমলাবলম্বিদুর্লভপ্রেমপীয়ুষময়গঙ্গাপ্রবাহসহস্রং স্বসংপ্রদায়সহস্রাধিদৈবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনামানং ভগবন্তং কলিযুগেঽস্মিন্ বৈষ্ণবজনোপাস্যাবতারতয়াঽথ বিশেষালিঙ্গিতেম শ্রীভাগবতসম্বাদেন স্তৌতি। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ। একাদশস্কন্ধস্য কলিযুগোপাস্যপ্রসঙ্গে পদ্যমিদং। অস্যার্থবিশেষস্তত্রৈব দর্শ্যতে। তন্নির্গলিতার্থমাহ। অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং। কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ। অথ নিজগুরুপরমগুরূন্ স্তৌতি। জয়তাং মথুরাভুমৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ। যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বজ্ঞাপকৌ পুস্তিকামিমাং॥ অত্র সর্ব্বগ্রন্থার্থং সঙ্ক্ষেপো দর্শয়ন্নপি মঙ্গলমাচরতি। যস্য ব্রহ্মেতিসংজ্ঞাক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তাপ্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশং। এবং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং স শ্রীকৃষ্ণঃ স্বরূপস্ফুরদুরুভগবান্ প্রেমদদ্যাত্তজজ্ঞাঃ। অথৈবং সূচিতানাং শ্রীকৃষ্ণবাচ্যবাচকতা লক্ষণসম্বন্ধতদ্ভজনলক্ষনাভিধেয়স্তৎপ্রেমলক্ষণপ্রয়োজনানামর্থানাং নির্ণয়ায় পূর্ব্বং তত্ত্বসন্দর্ভাদিষট্ সন্দর্ভা নিরূপিতাঃ। অধুনা তু শ্রীমদ্ভাগবতস্য ব্যাখ্যানায় তত্রাপি সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজননির্ণয়দর্শনায় চ সপ্তমঃ ক্রমসন্দর্ভোঽয়মারভ্যতে॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ব্যাখ্যা।

ইহ খলু নিখিলকল্যানগুণমাধুর্য্যবারিধৌ মহৈশ্বর্য্যসম্রাজি স্বয়ং ভগবতি পরম ভাব্যত্যধিধরণি যথাসময়ং বিলস্যান্তর্হিতে নানাশাস্ত্র পুরাণেতিহাসাদীনাং সর্ব্বজননিকায়ত্রায়কত্বরূপেষ্বর্থেষু যামিকেষ্বিব কালেন দৈবাদ্বৈ-

গুণোদয়াদালস্যেনেব কেষুচিৎ প্রসুপ্তেষু, তেষ্বেব মধ্যে কৈশ্চিৎ প্রত্যুত জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতে হনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রম ইত্যাদি তোহবগতৈরনর্থাকারৈশ্চৌরৈরিবোদ্ভুয় তত্তৎপ্রণেতৃপর্য্যন্তানাং সর্ব্বেষাং চিত্তপ্রসাদরূপেষু মহাধনেষপহৃতেষু যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহমিতি। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতামিতি শ্রীগীতোক্তনিমিত্তলব্ধলক্ষণতয়া যাদঃসু মহামীন ইব মৃগেষু যজ্ঞ বরাহ ইব বিহঙ্গমেষু শ্রীহংস ইব নৃষু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইব দেবেষূপেন্দ্র ইব বেদেষু শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যঃ শাস্ত্রচূড়ামণিঃ। কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্ম-জ্ঞানাদিভিঃ সহ। কলৌ নষ্টদৃশামেব পুরাণার্কো হধুনোদিত ইতি বচন ব্যঞ্জিত শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমূর্ত্তিকত্বেন মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবল্যাদিতি নিরস্ততদ্বিনান্য সাদৃশ্যতয়া শ্রীশুকপরীক্ষিস্ত্যাং শ্রীকৃষ্ণ এব, জ্যোতিঃসু সহস্রাংশুরিব পুরাণেষু ভাস্বান্ দ্বাদশস্কন্ধাত্মকো অষ্টাদশ সহস্রচ্ছদনো মহাজন বাঞ্চিতার্থ কল্পতরু-রিবাবতার ॥ ইতি ॥

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে। তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥ নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥ শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে। যত্র জ্ঞানবিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥

শ্রীধরস্বামি-ব্যাখ্যানম্।

তদ্রস এবামৃতং তেন তৃপ্তস্য নির্বৃতস্য ॥ পারমহংস্যং পরমহংসৈঃ প্রাপ্যং নৈষ্কর্ম্ম্যং সর্ব্বকর্ম্মোপরমঃ ভক্ত্যা তচ্ছ্রবনাদিপরো বিমুচ্যতে ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

তদেব ব্যনক্তি। সর্ব্বেতি তদ্রসঃ শ্রীভগবদ্ভক্তিরসঃ। পিবত ভাগবতং রসমালয় মিত্যুক্তেঃ। নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্য পীত্যাদেশ্চ অতএবাহ নিম্নগানা-মিতি ॥ ১২ ॥ কিঞ্চ। শ্রীমদ্ভাগবতমিতি বৈষ্ণবানাং প্রিয়মিত্যনেনৈব তথা বিবক্ষিতং। অত্রানু সঙ্গিকং গুণমাহ যস্মিন্নিতি বিমুচ্যেৎ সর্ব্বভক্ত্যন্তরায়েভ্যো-হপি বিস্তরেৎ ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ব্যাখ্যা ॥

সর্ব্ববেদান্তেভ্যোহপি সারং শ্রেষ্ঠং। গঙ্গেতি সর্ব্বপাপনাশনত্বেন।

অচ্যুত ইতি সর্ব্বোৎকর্ষেণ শম্ভুরিতি সর্ব্বভগবদ্ধর্ম্মোপদেষ্টৃত্বেনোপমা সর্ব্বোৎকর্ষমেবোপপাদয়তি ভাগবতং পুরাণমেব শ্রীমৎ সর্ব্বশোভাযুক্তং ন ভবন্তি মলাস্ত্রিগুণোত্থা যস্মাত্তৎ। যৎযতো বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং ভক্ত্যুৎ কর্ষপ্রতি-পাদকত্বাদিতিভাবঃ। ভক্ত্যুত্থজ্ঞানপ্রাপ্তিলোভিভিজ্ঞ'নসিদ্ধৈরাত্মারামৈ-রপ্যেতদাশ্রয়ণীয়মেবেত্যাহ যস্মিন্নিতি পরমহংসেভ্যো হিতং পারমহংস্যং হিতার্থে যণ্ পারমহংস্যং পরং ভক্ত্যুত্থত্বাৎ শ্রেষ্ঠং। জ্ঞানসাধকৈরপ্যেত দবশ্য সেব্যমিত্যাহ। যত্রেতি নৈষ্কর্ম্ম্যং সর্ব্বকর্ম্মোপরমঃ॥ ইতি।

"গায়ত্রীভাষ্যরূপো হসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ।"

"শ্রীমদ্ভাগবতং বন্দে শ্রীলকৃষ্ণস্বরূপিণম্।

সংসারসর্পদষ্টানামৌষধং ভবমোক্ষণম্॥" ইতি॥

এক্ষণে সাধারণ্যে সকলেই এই নিম্নে উদ্ধৃত হিন্দুসুহৃৎপ্রবন্ধটি সাবধানে স্থিরচিত্তে পাঠ করিলেই বুঝিবেন যে, যে সে লোক শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ বুঝিতে বা অধ্যয়ন করিতে অধিকারী হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ আর্য্যজাতির মহত্তম ও প্রাচীনতম গ্রন্থ। ইহা আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান শাস্ত্র। যেরূপ পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু, নদী সকলের মধ্যে গঙ্গা, বৃক্ষ সকলের মধ্যে বটবৃক্ষ, প্রাণিসমূহের মধ্যে সিংহ, ঋষিগণের মধ্যে ভৃগু, দেববৃন্দের মধ্যে ইন্দ্র, মণিসকলের মধ্যে কৌস্তুভ এবং বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদ ও জ্যোতিষ্ক সকলের মধ্যে সূর্য্য, তদ্রূপ শাস্ত্রসকলের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত। কথিত আছে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদবিভাগ ও পুরাণেতিহাস সংগ্রহ এবং বেদার্থনির্ণায়ক ব্রহ্মসূত্র প্রণয়নের অনন্তর একদা যথানিয়মে যথাবিধানে ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া চিত্তের অশান্তি নিবন্ধন তল্লাভের উপায় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেদব্যাস তদাগমনে পরমা-নন্দিত হইয়া তাঁহাকে পাদ্যার্ঘ্যাদি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার নিকট নিজ মনো-ভাব ব্যক্ত করিলেন। এইরূপে তিনি বেদব্যাসের চিত্তের অশান্তির কারণ অব-গত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "মুনিবর! আপনি যথাবিধানে বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন। ভবৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনাও অনুষ্ঠিত হয় নাই, এরূপ নহে; পরন্তু আপনি পুরাণেতিহাসে বেদার্থও আলো-চনা করিয়াছেন। তথাপি আপনার চিত্ত অশান্তি ভোগ করিতেছে, ইহার কারণ কেবল সম্যক্ প্রকারে ভগবল্লীলাবর্ণনের অভাব। যদিও আপনি

সকল পুরাণে ও ইতিহাসে ঈশ্বরাবতার সকলের গুণ ও চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ সকলে শ্রীভগবানের তাদৃশ লীলা সম্যক্ বর্ণিত হয় নাই, অতএব ভগবল্লীলা-বর্ণন-প্রধান মহাপুরাণ প্রণয়ন করুন। উহাতে তদ্বর্ণনের সহিত বেদবেদান্তের রহস্যও পরিস্ফুট করুন। যদিও আপনি তদ্বিষয় অবগতই আছেন, তথাপি আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বলিয়াই বলিতেছি, তাহা হইলেই আপনার চিত্ত, শান্তি লাভ করিতে পারিবে। লোকোপকারার্থ আপনার এই বিষয়টিরই প্রয়োজন হইয়াছে।” তদনুসারে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সমাধিস্থ হইয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ আবির্ভাবিত করিয়াছিলেন। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের ইতিবৃত্ত।

আর্য্যজাতির বেদান্তশাস্ত্র সমগ্র শিক্ষিত ভূমণ্ডলেই সম্মানিত হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশীয় সুপণ্ডিতগণেরত কথাই নাই। সুদূর সমুদ্রপারবর্ত্তী পাশ্চাত্যপ্রদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীও উহার যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, স্কোপেনহাউয়ার, স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ যাবজ্জীবন বেদান্তেরই আলোচনা করিয়া ছিলেন। সেই সকল বেদান্তের উপরে পরমহংসসংহিতানামক পারমহংস্যধর্ম্মপ্রতিপাদক অদ্বিতীয় অপূর্ব্ব শাস্ত্র এবং বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত। শাক্তগণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণ্যই স্বীকার করিতে চাহেন না। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ বেদবেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত। শাক্তগণ ঐ শ্রীমদ্ভাগবতকে আর্য্য গ্রন্থ বলিয়াও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত আর্ষ গ্রন্থ কি না, এই বিচার উত্থাপন করিবার পূর্ব্বেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায় যে, শ্রীমদ্ভাগবত অনেক আর্ষগ্রন্থের শীর্ষ-স্থানীয়। অন্য গ্রন্থের কথা দূরে থাকুক, রচনার উদ্দেশ্য অনুসারে বিচার করিলে, শ্রীমদ্ভাগবত মহাভারত অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট আসন পাইবার যোগ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম পুরাণ। পুরাণ সকল মহর্ষি বেদব্যাসের রচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধি আছে। তদনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতকেও মহর্ষি বেদব্যাসের রচিতই বলিতে হয়। শাক্তগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত বা মহর্ষি-বেদব্যাসের রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, প্রচলিত দেবীভাগবতই অষ্টাদশ পুরাণের একখানি পুরাণ; শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণই নহে। কেহ বা শ্রীমদ্ভাগবতকে উপপুরাণের মধ্যে গণনা করিতে চাহেন। আবার কেহ কেহ বলেন, উহা উপপুরাণও

নহে; উহা বোপদেবের রচিত একখানি কাব্যগ্রন্থ। (এই বিষয়ের বিচারপূর্ব্বক সর্ব্ববাদবিসম্বাদ-খণ্ডন-সহকারে মীমাংসা, অস্মৎপ্রচারিত পাষণ্ড-খণ্ডন ইতিহাস নামক গ্রন্থ যাহা মুর্শিদাবাদ-প্রদেশবাসী গঙ্গাধর কবিরাজের ভ্রম-খণ্ডনজন্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতেই বিশেষ জানিতে পারিবেক। আর স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও নিজপ্রণীত অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব স্মৃতিতেও ঐ শ্রীমদ্ভাগবতের স্থানে স্থানের শতাধিক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ স্থলে বিন্যাস করিয়াছেন।)

বোপদেবকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ, এই শেষোক্ত কথাটি নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ-প্রণেতা বোপদেবের সমসাময়িক হেমাদ্রির রচিত গ্রন্থে বোপ-দেবকৃত গ্রন্থসমূহের, নির্দ্দেশ আছে। নির্দ্দিষ্ট তালিকার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের নামগন্ধও নাই। বিশেষতঃ যে গ্রন্থে ঐ তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ গ্রন্থও আবার বোপদেবের রচিত গ্রন্থেরই টীকা। বোপদেবের রচিত গ্রন্থখানিও আবার শ্রীমদ্ভাগবতেরই টীকাবিশেষ বা তৎসম্বন্ধীয় প্রবন্ধবিশেষ। এতদ্দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত যে বোপদেবের রচিত নহে, তাহা অনুমান করা অযৌক্তিক বোধ হয় না। তারপর আরও অনেক কথা আছে। হেমাদ্রি, চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি নামে একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ঐ গ্রন্থে নিজ বাক্যের পোষণার্থ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। হেমাদ্রি নিজকৃত ধর্ম্মগ্রন্থের পোষণার্থ আর্ষবাক্যের উদ্ধার না করিয়া সমসাময়িক বোপদেবের গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিবেন, ইহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। রচনার পারিপাট্যবিশেষ হইতে শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদব্যাসের রচনা নয় এবং বোপদেবের রচনা বলাও নিতান্ত অদূরদর্শিতার পরিচয়। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রচনা যে একরূপই হইবে, এ কথা কে বলিয়া দিল? আবার বোপদেবের কোন্ গ্রন্থের রচনার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের রচনায় ঐক্য দেখিয়া তাঁহারা ঐ প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাহাও বুঝিতে পারি না। বিষয়ের গুরুত্ব বিচার করিলে, যে শ্রীমদ্ভাগবত, নিজগৌরবে মহাভারত অপেক্ষা উচ্চ আসনে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতকে বোপদেবের রচিত কাব্য বলিয়া বিবেচনা করাও কি মূর্খের কার্য্য বা বাতুলের ব্যবহার নহে? রচনাগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য দ্বারা রচয়িতার অনুমান অভ্রান্ত হইবে, এরূপ স্থির করা নির্ব্বোধের কার্য্য। এই পৃথিবীর অনেক গ্রন্থকারের এমন অনেক গ্রন্থই দেখা যায়, যাহার একখানিকে উক্ত-গ্রন্থকারের রচিত বলিলে, অপর খানিকে তাঁহার বলিয়া স্বপ্নেও ভাবিতে পারা যায় না।

শ্রীমদ্‌ভাগবত যে উপপুরাণ বা কাব্য নহে, ইহার প্রভূত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোপদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী অদ্বৈতগুরু শঙ্করাচার্য্য সহস্রনামের স্বরচিত ভাষ্যমধ্যে এবং চতুর্দ্দশমতবিবেক নামক গ্রন্থমধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। আবার তদ্রচিত গোবিন্দাষ্টকে যে বস্ত্রহরণ-লীলা স্বীকৃত হইয়াছে, এক শ্রীমদ্‌ভাগবতই তাহার মূল। শ্রীমদ্ভাগবত ভিন্ন অন্য কোনও গ্রন্থেই উক্ত লীলার নামগন্ধও নাই। শঙ্করাচার্য্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী হনুমৎস্বামী ও চিৎসুখ আচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ যে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কি কখন বোপদেবের রচিত অনার্ষ গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে? আর্য্যশাস্ত্র সাগর-স্বরূপ। আর্য্যধর্ম্মের ন্যায় ভূরি গ্রন্থ আর কোন ধর্ম্মেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐ অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগ-বতের যেরূপ সমাদর, তাদৃশ সমাদর অপর কোনও গ্রন্থেরই দেখা যায় না। স্থানে স্থানে পাঠের প্রচলন ও টীকাকারের সংখ্যা গণনা দ্বারা ঐ সমাদরের সিদ্ধান্ত করা যায়। যে স্থানেই অষ্টাদশ পুরাণ পঠিত হয়, সেই স্থানেই শ্রীমদ্ভাগবত পঠিত হইয়া থাকে। আবার যে স্থানে এক খানি পুরাণ পাঠ হইবে, সে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতই পাঠ হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণ্য না থাকিলে অথবা তৎসম্বন্ধে সংশয় থাকিলে, অবশ্যই তাহার অন্যথাও হইত। আর এক কথা, নারদীয় পুরাণে যে একটি অষ্টাদশ পুরাণের অনুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতীয় অনুক্রমণিকাটি প্রচলিত শ্রীমদ্ভাগবত ভিন্ন অন্য কোনও গ্রন্থেই সঙ্গত হইতে পারে না। এবং পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে ও উত্তরখণ্ডে সাপ্তাহিক পারায়ণ পাঠ প্রসঙ্গে যে প্রথম দিবস হইতে সপ্তম দিন পর্য্যন্ত যে যে প্রকরণ পাঠের সীমা প্রণালী পদ্ধতি প্রভৃতি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাও ঐ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ-মহারাজ ভিন্ন অন্য গ্রন্থে কোনও মতেই কোনও বিধায় সম্ভবে না। এটিও যদি শ্রীমদ্ভাগবতের অক্ষুণ্ণ প্রামাণ্য সংস্থাপন না করে, তবে আর কিছুরই দ্বারাই কাহারও প্রামাণ্য সংস্থাপিত হইতে পারিবে না। অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচলিত টীকা সকলের উল্লেখ করিয়া আমরা এই উপক্রমণিকার উপসংহার পূর্ব্বক প্রকৃত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচলিত টীকা ও প্রবন্ধ সর্ব্বসমেত ১৩৭ খানি।

১ অমৃততরঙ্গিণী, ২ আত্মপ্রিয়া, ৩ কৃষ্ণপদী, ৪ চৈতন্যচন্দ্রিকা, ৫ জয়মঙ্গলা ৬ তত্ত্বপ্রদীপিকা, ৭ তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা, ৮ তাৎপর্য্যপ্রদীপিকা, ৯ ভগবল্লীলাচিন্তামণি,

১০ রসমঞ্জরী, ১১ শুকপরীক্ষা, ১২ আনন্দতীর্থকৃত ভাগবততাৎপর্য্যনির্ণয় ১৩ তাৎপর্য্যপ্রদীপিকা, ১৪ প্রবোধিনী, ১৫ জনার্দ্দন ভট্টকৃত টীকা, ১৬ বরদাচার্য্যপুত্র-নরহরিকৃত টীকা, ১৭ শ্রীনিবাসআচার্য্যকৃত তত্ত্বপ্রকাশ, ১৮ কল্যাণরায়কৃত তত্ত্ব-দীপিকা, ১৯ কৃষ্ণভক্তকৃত টীকা, ২০ কৌরসাধুকৃতটীকা ২১ গোপালচক্রবর্ত্তিকৃত টীকা, ২২ চূড়ামণিচক্রবর্ত্তিকৃত অন্বয়বোধিনী, ২৩ নরসিংহাচার্যকৃত ভাবপ্রকাশিকা, ২৪ নৃহরিকৃততাৎপর্য্যদীপিকা, ২৫ নারায়ণকৃতচক্রবর্ত্তী, ২৬ ভেদবাদিকৃত টীকা, ২৭ যদুপতিকৃত টীকা, ২৮ বল্লভাচার্য্যকৃত সুবোধিনী, ২৯ বিজয়ধ্বজতীর্থকৃত পদরত্নাবলী, ৩০ বিঠ্‌ঠলকৃত টীকা, ৩১ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত সারার্থদর্শিনী, ৩২ বিষ্ণুস্বামিকৃত টীকা, ৩৩ বীররাঘবকৃত ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা, ৩৪ ব্রজভূষণকৃত টীকা, ৩৫ শিব-রামকৃত ভাবার্থদীপিকা, ৩৬ শ্রীধরস্বামিকৃত ভাবার্থদীপিকা, ৩৭ কেশবদাসকৃত ভাবার্থদীপিকা স্নেহপূরণী, ৩৮ শ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত টীকা, ৩৯ সত্যাভিনবতীর্থকৃত টীকা, ৪০ সুদর্শনসূরিকৃত টীকা, ৪১ হরিভানুশুক্লকৃত ভাগবতপুরাণার্কপ্রভা, ৪২ মহেশ্বরকৃত ভাগবতচূর্ণিকা, ৪৩ শ্রীজীবগোস্বামিকৃত ক্রমসন্দর্ভ, ৪৪ গিরিধরকৃত বালপ্রবোধিনী, ৪৫ হনূমদ্ভাষ্য, ৪৬ বাসনাভাষ্য, ৪৭ সম্বন্ধোক্তি, ৪৮ বিদ্বৎকাম-ধেনু, ৪৯ শুকহৃদয়, ৫০ পরমহংসপ্রিয়, ৫১ রামকৃষ্ণকৃত ভাগবতকৌমুদী, ৫২ সদানন্দকৃত ভাগবতপদ্যত্রয়ী-ব্যাখ্যান, ৫৩ জয়রামকৃত ভাগবতপুরাণপ্রথমশ্লোক-টীকা, ৫৪ মধুসূদনসরস্বতীকৃত ভাগবতপুরাণাদ্যশ্লোকত্রয়টীকা, ৫৫ বংশীধরশর্ম্মকৃত শ্রীমদ্ভাগবতাদ্যপদ্যব্যাখ্যাশতক, ৫৬ ভগবল্লীলাকল্পদ্রুম, ৫৭ বালকৃষ্ণদীক্ষিতকৃত সুবোধিনী, ৫৮ সনাতন গোস্বামিকৃত (বৃহৎ) বৈষ্ণবতোষণী, ৫৯ বাসুদেব কৃত বুধ-রঞ্জিনী, ৬০ বল্লভাচার্য্যকৃত ভাগবততত্ত্বদীপ, ৬১ বল্লভাচার্য্যকৃত ভাগবততত্ত্বনিবন্ধ, ৬২ পীতাম্বরকৃত ভাগবততত্ত্বদীপপ্রকাশাবরণভঙ্গ, ৬৩ পুরুষোত্তমকৃত ভাগবত-নিবন্ধযোজনা, ৬৪ বিঠ্‌ঠলদীক্ষিতকৃত নিবন্ধবিবৃতিপ্রকাশ, ৬৫ শ্রীজীবগোস্বামিকৃত লঘুবৈষ্ণবতোষণী, ৬৬ বল্লভাচার্য্যকৃত অনুক্রমণিকা, ৬৭ বেদস্তুতিব্যাখ্যা, ৬৮ একা-দশস্কন্ধতাৎপর্য্যচন্দ্রিকা, ৬৯ রাধারমণগোস্বামিকৃতদীপিকাদীপন, ৭০ সর্ব্বোপ-কারিণী, ৭১ ব্রহ্মানন্দভারতীকৃত একাদশস্কন্ধসার, ৭২শিবসহায়কৃত ভাগবতাশঙ্কা-নিবারণমঞ্জরী, ৭৩বোপদেবকৃত অনুক্রম, ৭৪বোপদেবকৃত মুক্তাফল, ৭৫ বোপদেব-কৃত হরিলীলা, ৭৬সুদর্শনী, ৭৭মুনিপ্রকাশিকা, ৭৮ প্রহর্ষণী, ৭৯ বোধিনীসার, ৮০ মাধবীয় ব্যাখ্যান, ৮১বামনী, ৮২একনাথী, ৮৩ শ্রীজীবগোস্বামিকৃত ষট্‌সন্দর্ভ, ৮৪ শ্রীজীবগোস্বামিকৃত সর্ব্বার্থসংবাদিনী, ৮৫ শিবপ্রকাশসিংহকৃত ভাগবততত্ত্বভাস্কর, ৮৬ রাধামোহনবিদ্যাবাচস্পতিশর্ম্মগোস্বামিকৃত ভাগবততত্ত্বসার, ৮৭ কেশবশর্ম্ম-

কৃত ভাগবতদশমস্কন্ধকথাসংগ্রহ, ৮৮ অভিনবকালিদাসকৃত ভাগবতচম্পূ ৮৯ অক্ষয়শাস্ত্রিকৃত ভাগবতচম্পূ, ৯০ চিদম্বরকৃত ভাগবতচম্পূ, ৯১ রঘুনাথকৃত ভাগবতচম্পূ, ৯২ শ্রীরূপগোস্বামিকৃত লঘুভাগবতামৃত, ৯৩ শ্রীসনাতন-গোস্বামিকৃত বৃহদ্ভাগবতামৃত ৯৪ মন্ত্রভাগবত, ৯৫ তন্ত্রভাগবত, ৯৬ বিষ্ণুপুরীকৃত ভক্তিরত্নাবলী, ৯৭ বিষ্ণুপুরীকৃত ভাগবতামৃত ৯৮ শ্রীরূপ-গোস্বামিকৃতভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ৯৯ কবিকর্ণপুরকৃত আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, ১০০ শ্রীজীবগোস্বামিকৃত গোপালচম্পূ, ১০১ ভাগবতপুরাণক্রোড়পত্র, ১০২ রামা-নন্দতীর্থকৃত ভাগবতপুরাণতত্ত্বসংগ্রহ, ১০৩ প্রিয়াদাসকৃত ভাগবতপুরাণপ্রকাশ, ১০৪ ভাগবতপুরাণপ্রসঙ্গদৃষ্টান্তাবলী, ১০৫বিশ্বেশ্বরনাথকৃত ভাগবতপুরাণপ্রামাণ্য, ১০৬ ভাগবতপুরাণবন্ধন, ১০৭ ভাগবতপুরাণবৃহৎসংগ্রহ, ১০৮ রামানন্দতীর্থকৃত ভাগবতপুরাণভাবার্থ-দীপিকাপ্রকরণক্রমসংগ্রহ, ১০৯ রামানন্দতীর্থকৃত ভাগবত-পুরাণভাবার্থদীপিকাসংগ্রহ, ১১০ ভাগবতপুরাণভূষণ, ১১১ রামানন্দতীর্থকৃত ভাগবতপুরাণমঞ্জরী, ১১২ ভাগবতপুরাণমহাবিবরণ, ১১৩ অনূপনারায়ণকৃত ভাগবতপুরাণসূচিকা, ১১৪ পুরুষোত্তমকৃত ভাগবতপুরাণস্বরূপবিষয়কশঙ্কানিরাস, ১১৫ ভাগবতপুরাণানুক্রমণিকা, ১১৬ রামানন্দতীর্থকৃত ভাগবতপুরাণাশয়, ১১৭ বৃহদ্ভাগবতমাহাত্ম্য, ১১৮ লঘুভাগবতমহাত্ম্য, ১১৯ বৃন্দাবনগোস্বামিকৃত ভাগবত-রহস্য, ১২০ গণেশকৃতভাগবতাদিতোষিণী, ১২১ ভাগবতশ্রুতিগীতা, ১২২ ভাগবত সংক্ষেপব্যাখ্যা, ১২৩ ভাগবতসংগ্রহ, ১২৪ ভাগবতসপ্তাহানুক্রমণিকা, ১২৫ গোবিন্দবিদ্যাবিনোদকৃত ভাগবতসার, ১২৬ ভাগবতসারসংগ্রহ, ১২৭ ভাগবত-সারসমুচ্চয়, ১২৮ ভাগবতসিদ্ধান্তসংগ্রহ, ১২৯ ভাগবতস্তোত্র, ১৩০ ভাগবতা-মৃতকণিকা, ১৩১ ভাগবতাষ্টক, ১৩২ ভাগবতোৎপল, ১৩৩ ভাগবতাদিতন্ত্র, ১৩৪ রামাশ্রয়কত দুর্জ্জনমুখচপেটিকা, ১৩৫ পীযূষবর্ষিণী, ১৩৬ ভাগবতপীযুষ-প্রসারিণী, ১৩৭ মাধুর্য্যামৃতবর্ষিণী ভাগবতকাদম্বিনী।

এস্থলে, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে অদ্ভুত রহস্য দেখ।

জন্মাদ্যস্য যতোহন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ কল্পবৃক্ষস্বরূপ, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকসমূহের মধ্যে আদ্যশ্লোকও তদ্রূপ কল্পতরুস্বরূপ। যিনি যে কোনও

অর্থ কামনা করিয়া ঐ আদ্য শ্লোকের নিকট উপস্থিত হইবেন, তিনি উহা হইতে সেই অর্থই প্রাপ্ত হইবেন। তাহার নিদর্শনস্বরূপ প্রায় চারি শত অর্থ সাত্বত সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। ঐ সকল অর্থের নির্দ্দিষ্ট উদ্ভাবনকর্ত্তা নাই। তবে কয়েক খানি সংগ্রহ গ্রন্থ দেখা যায়, যাহাদের হইতে ঐসকল অর্থও সংগৃহীত হইতে পারে। ঐ সকল সংগ্রহের মধ্যে তিনখানি সংগ্রহই সুপ্রসিদ্ধ। একখানির নাম ভগবল্লীলাকল্পদ্রুম, অপর খানির নাম ব্যাখ্যাশতক, এবং তৃতীয় খানির নাম ভগবল্লীলাচিন্তামণি। ঐ তিনখানি সংগ্রহে বহুবিধ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ টীকাকার গণের টীকা হইতেও কতকগুলি অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ প্রায় চারিশত প্রকার অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

এই সমস্ত মহাপ্রামাণ্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ বচন দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, শ্রীমদ্ভাগবত বেদমাতা গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ ও সর্ব্ব বেদান্তের সার এবং ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপ। সুতরাং উহা শ্রবণ, কীর্ত্তন, পঠন ও পঠনা এবং স্মরণ মননাদি করা, যে সে লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং যে সে লোকের অধিকার লাভের সম্ভাবনাও নাই। দেখ, বেদান্তসার নামক গ্রন্থে (যাহা সদানন্দযোগীন্দ্রকৃত এবং তত্ত্ব বোধিনীযন্ত্রে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত) বেদান্তের অধিকারী নির্ণয়ে প্রথমেই উক্ত আছে যে, উহার অধিকারী ঐ লোকই হইতে পারে, যে ব্যক্তি যথাবিধানক্রমে অর্থাৎ "অহরহঃ স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ" এই বিধি অনুসারে বেদ-বেদাঙ্গ সামান্যতঃ অধ্যয়ন দ্বারা বেদার্থজ্ঞ হওতঃ এই জন্মে বা জন্মান্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সকল পাপের অভাবংহেতু অত্যন্ত নির্ম্মল অন্তঃকরণ এবং সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হয়, সেই ব্যক্তিই বেদান্ত চর্চ্চায় অধিকারী।

কাম্য কর্ম্ম ? সর্গাদিসুখ প্রাপ্তির সাধন, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম ? নরকাদি অনিষ্টভোগের কারণ, ব্রাহ্মণ হত্যা প্রভৃতি।

নিত্য কর্ম্ম ? অকরণে পাপোৎপাদনের হেতু, যেমন সন্ধ্যা উপাসনাদি।

নৈমিত্তিক কর্ম্ম ? পুত্র জন্মাদি নিমিত্তক জাতেষ্টিপ্রভৃতি যজ্ঞ।

প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম ? পাপক্ষয় মাত্রের কারণ চান্দ্রায়নাদি ব্রত।

উপাসনা কর্ম্ম ? সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক চিত্তের একাগ্রতা বিধানের প্রধান কারণ যেমন শাণ্ডিল্য বিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতি।

এই সকলের মধ্যে নিত্য নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত, এই সকল কর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধিকরণ মাত্র প্রধান প্রয়োজন, এবং উপাসনার মুখ্য প্রয়োজন চিত্তের একাগ্রভাব সংস্থাপন, এতদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা "বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং অনশনাদি ব্রত দ্বারা ব্রাহ্মণেরা এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন" স্মৃতি প্রমাণ যথা "তপস্যা দ্বারা পাপ নষ্ট হয়"। এই রূপে নিত্য নৈমিত্তিক এবং উপাসনা কর্ম্মের আনুসঙ্গিক ফলে পিতৃলোক সত্যলোক আদির প্রাপ্তি। এতদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা, "কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক এবং উপাসনার দ্বারা দেবলোক পাওয়া যায়।" সাধন চতুষ্টয় ? নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, (১) ইহলোকে এবং পরলোকে ফল ভোগে বিরাগ (২) শমদমাদি সাধন সম্পত্তি, (৩) এবং মুমুক্ষুত্ব। (৪)

নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক ? ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন সকল বস্তু অনিত্য এই প্রকার বিবেচনা।

ইহামুত্র অর্থাৎ ইহলোকে এবং পরলোকে ফলভোগ বিষয়ে বিরাগ ? যেমন কর্ম্মপ্রযুক্ত ঐহিক মাল্যচন্দনাদি বিষয়ভোগ সকল অনিত্য, তদ্রূপ পারত্রিক স্বর্গাদি বিষয়ভোগসকলও কর্ম্ম জন্য অচিরস্থায়ী এই বোধে তাহা হইতে সুতরাং নিবৃত্তি।

শমদমাদি সাধন ? শম (১), দম (২), উপরতি (৩), তিতিক্ষা (৪), সমাধান (৫), এবং শ্রদ্ধা (৬)।

শম ? ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণ, মনন, এবং নিদিধ্যাসন অর্থাৎ তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ।

দম ? ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণাদি ভিন্ন বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি।

উপরতি ? ঈশ্বর ভিন্ন বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন, অথবা বিধিপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ।

তিতিক্ষা ? শীত উষ্ণ আদি সহ্য করা।

সমাধান ? ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণাদিতে বা তৎসদৃশ কোন বিষয়েতে নিগৃহীত মনের একাগ্রতা রাখা।

শ্রদ্ধা ? গুরু বাক্যে ও বেদান্ত বচনে বিশ্বাস।

মুমুক্ষুত্ব ? মোক্ষের জন্য ইচ্ছা। উল্লিখিত গুণসম্পন্ন যিনি হয়েন।

সেইপ্রকার জীবই বেদান্তশাস্ত্রে অধিকারী হয়েন। এতদ্বিষয়ে শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণ যথা, "শান্তচিত্ত, ইন্দ্রিয়-দমনকারী, দোষরহিত, আজ্ঞাবহ, গুণবান্, সর্ব্বদা অনুগত এবং মুমুক্ষু শিষ্যকে এই সকল উপদেশ করিবেক।" ইতি

এইরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি যখন বেদান্তের অধিকারী হইতে পারে, তখন সর্ব্ব বেদান্তসার উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতে যে অধিকারী কে? তাহা সাধারণবুদ্ধিতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। তাহাতে আবার শাস্ত্রীয় প্রমাণবচনে শ্রীমদ্ভাগবতের অধিকারী নির্ণয় করিয়াছেন, যথা, পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতপরায়ণ প্রসঙ্গে ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

বিরক্তো বৈষ্ণবো বিপ্রো বেদশাস্ত্রবিশুদ্ধিমান্।
দৃষ্টান্তকুশলো ধীরো বক্তা কার্য্যোঽতিনিস্পৃহঃ॥
অনেককর্ম্মবিভ্রান্তাঃ স্ত্রৈণাঃ পাষণ্ডবাদিনঃ।
শুকশাস্ত্রকথোচ্চারে ত্যাজ্যাস্তে যে হপ্য হপণ্ডিতাঃ॥

ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া, বেদ শাস্ত্র আদি অধ্যয়ন সাঙ্গ করিয়া, বৈদিকবিধানে বিশুদ্ধ আচার পরায়ণতাবলে বৈরাগ্যশালী হইলে, বৈষ্ণবলক্ষণাক্রান্ত অতি বিচক্ষণ মহোদয় ব্যক্তিকেই শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তৃতা বা পাঠকতা কার্য্যে নিযুক্ত করা বিহিত ও কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু যদি তিনি অতি নিস্পৃহ অর্থাৎ ধনাদির লালসাশূন্য এবং শ্রোতাকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক তাৎপর্য্য, রহস্য ও মর্ম্ম অর্থ বুঝাইয়া দিতে যদি নিপুণ হন, নতুবা নহে; আর ঐ প্রসঙ্গে তন্ত্রধারক, শ্রোতা ঋষি ও সদস্য এই সকলের পদে নিযুক্ত করিতে হইলে, অনেক কর্ম্মকাণ্ডে বিশেষ ভ্রান্ত এবং নারী পরায়ণ অর্থাৎ স্ত্রৈণ ও বাদ বিতণ্ডাকারী পাষণ্ড ব্যক্তিদিগের সংসর্গও যেন শুকপ্রোক্ত পরমহংস সংহিতা নামক শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের উচ্চারণ প্রসঙ্গে কোনও বিধায়েই উক্ত ক্রিয়া হানিকারীদিগের প্রসঙ্গ বা উপস্থিতি না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধানে সচেষ্ট থাকিবেক, যেহেতু ঐ সকল দুর্জ্জনকে শ্রীভাগবত কথাস্থলে পরিবর্জ্জন করিতেই হইবেক। আর যাহারা বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রজ্ঞান বিহীন অপণ্ডিত লোক, তাহাদিগকেও সর্ব্ববিধায় ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ইহা পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীভাগবত মাহাত্ম্যে ৬ অধ্যায়ে দেখিতে পাইবে। যথা—

তস্মাৎ পাষণ্ডিভিঃ পাপৈরালাপং স্পর্শনং ত্যজেৎ। বিশেষতঃ ক্রিয়াকালে যজ্ঞাদৌ চাপি দীক্ষিতঃ॥ ক্রিয়াহানির্গৃহে যস্য মাসমেকং প্রজায়তে। তস্যাবলোকনাৎ সূর্য্যং পশ্যেত মতিমান্ নরঃ॥ কিং পুনর্বৈস্তু সংত্যক্তা ত্রয়ী সর্ব্বাত্মনা দ্বিজ। পাষণ্ডভোজিভিঃ পাপৈর্বেদবাদবিরোধিভিঃ॥ পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্। হেতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপিনার্চ্চয়েৎ॥ দূরাপাস্তস্তু সংসর্গঃ সহাস্যা বাপি পাপিভিঃ। পাষণ্ডিভির্দুরাচারৈস্তস্মাত্তান্

পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ এতে নগ্নাস্তবাখ্যাতা দৃষ্ট্যা শ্রাদ্ধোপঘাতকাঃ। যেষাং সম্ভাষণাৎ পুংসাং দিনপুণ্যং প্রণশ্যতি ॥ এতে পাষণ্ডিনামানো হ্যেতান্ন আলপেদ্বুধঃ। পুণ্যং নশ্যতি সম্ভাষাদেতেষাং তদ্দিনোদ্ভবম্ ॥ পুংসাং জটাধারণমৌণ্ড্যবতাং বৃথৈব মোঘাশিনামখিলশৌচনিরাকৃতানাম্। তোয়প্রদানপিতৃপিণ্ডবহিষ্কৃতানাং সম্ভাষণাদপি নরা নরকং প্রয়ান্তি ॥ ইতি বিষ্ণুপুরাণে ৩ অংশে ১৮ অধ্যায়ে ॥ পাষণ্ডাদীনাং লক্ষণং যথা।

ভ্রষ্টঃ স্বধর্ম্মাৎ পাষণ্ডো বিকর্ম্মস্থো নিষিদ্ধকৃৎ। যস্য ধর্ম্মধ্বজো নিত্যং সুরধ্বজ ইবোত্থিতঃ ॥ প্রচ্ছন্নানি চ পাপানি বৈড়ালং নাম তদ্ ব্রতম্। তদ্বান্ বৈড়ালব্রতিকঃ। প্রিয়ং বক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশম্। ব্যক্তাপরাধচেষ্টশ্চেৎ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ ॥ সন্দেহকৃদ্ধেতুভির্যঃ সৎকর্ম্মসু সহৈতুকঃ। অর্ব্বাগ্দৃষ্টির্নৈকৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ ॥ শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতিরুদাহৃতঃ ॥ ইতি। এতট্টীকায়াং শ্রীধরস্বামী। অপিচ ॥

বেদমাতা গায়ত্রীর ভাষ্য, সর্ব্ববেদান্তের সার ও পরমহংসসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের কথায় বা তৎপ্রসঙ্গে ও তন্মণ্ডলির সীমানা হইতেও সর্ব্ববর্ণচিহ্নধারী বেদবিরুদ্ধ আচারশালী, বৈড়ালব্রতিক ও বকধার্ম্মিক পাষণ্ড ভণ্ডদিগকে দূরীকৃত করিবার সুস্পষ্ট বিধান ও অবশ্যকর্ত্তব্যতা ইহাতেই সবিশেষ সুস্পষ্ট বুঝাইতেছে, যে দীক্ষিত ব্যক্তিরও বিশেষতঃ যাগযজ্ঞ আদি ক্রিয়াকালে তাদৃশ পাপ জন্মাইয়া দিবার মূল কারণ পাষণ্ডদিগের সহিত আলাপ কি সংস্পর্শ হইলে উহার গৃহে একমাস কাল ক্রিয়াহানি হইয়া থাকে। উল্লিখিত পাষণ্ডকে চক্ষে দেখিলেই বুদ্ধিবান ব্যক্তি সূর্য্যদেবকে দর্শন করাই নিতান্ত পক্ষে ঐ পাপের আপাততঃ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন। বেদবাদবিরোধী ও সর্ব্ববিষয়ে বৈদিকবিধানমত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানবিরোধী পাষণ্ডের সহ একযোগে ভোজনে যে কীদৃশ পাতক হয় তাহা আর কি বলিব? বিড়াল-তপস্বী, বকতুল্য-ধার্ম্মিক, বিরুদ্ধনিষিদ্ধাদি-কর্ম্মাচারী এবং শাস্ত্রানুমত আচার মাত্রেই হেতুবাদ দ্বারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তিনাশের চেষ্টাকারী উপরি উক্ত মহাবঞ্চক ধূর্ত্তশঠের সহিত কথামাত্রেও আলাপ ও অভ্যর্থনা করিবেক না, যে হেতু সহসম্ভাষণেও সমস্তদিনগত পুণ্যের বিনাশ হয়। অর্থাৎ উহাদিগের সংসর্গ সর্ব্বপ্রকারেই সুদূরতঃ পরিবর্জ্জনীয়। আরও বিবেচনা কর যে, উহারা নগ্ন বলিয়া কথিত ও খ্যাত, উহাদিগুকে দেখিবামাত্রে শ্রাদ্ধবিনষ্ট হয় এবং বাক্যালাপ কি সম্ভাষণে সে দিনের সমস্ত পুণ্য প্রনষ্ট হয়। ইহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশে ১৮ অধ্যায়ের টীকায় শ্রীধরস্বামীকৃত ব্যাখ্যান। ঐস্থলে,

পাষণ্ডের লক্ষণে উক্ত আছে যে, নিজ বর্ণ আশ্রম বিহিত ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট এবং বিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ কর্ম্মকারী পাষণ্ড ব্যক্তিরা সুরধ্বজতুল্য ধর্ম্মের ধ্বজ উঠাইয়া রাখে যে, তদ্দ্বারা নিজের পাপ সকল আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করে। ইহারই নাম বিড়াল ব্রত, উহা যাহার আছে, তাহাকে বৈড়ালব্রতিক বলা যায়। ঈদৃশ ব্যক্তি-দিগের অপরাধ ও দুশ্চেষ্টা প্রকাশ হইলে উহারা সম্মুখে বিনীতভাবে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করে ও পরোক্ষে নানা বিধায় অত্যন্ত অপ্রিয় কার্য্য করে বলিয়া পণ্ডি-তেরা উহাদিগকে মহাবঞ্চক ধূর্ত্তশঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সৎকর্ম্মঅনুষ্ঠান বিষয়ে নানা হেতুবাদ দ্বারা লোকের সন্দেহ জন্মাইয়া দেয় এইজন্য উহাদিগের সহেতুক সংজ্ঞা, নিম্নদৃষ্টি বা অর্ব্বাচীনদর্শী নিজে সৎক্রিয়াহীন হইয়া স্বার্থসাধনে বড়ই তৎপর শঠ এবং কপটবিনয়ী সুতরাং কার্য্যতঃ নরমধ্যে উহারাই বকবৃত্তির প্রধান উদাহরণ।

সদাশিব উবাচ॥ যে ত্বন্যদেবং পরত্বেন বদন্ত্য হ্যজ্ঞানমোহিতাঃ। নারায়ণাজ্জগদ্বন্দ্যং তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা। কপালভস্মাস্থিধরা যে হ্যহ বৈদিক-লিঙ্গিনঃ। ঋতে বনস্থাশ্রমাংশ্চ জটাবল্কলধারিণঃ। অবৈদিকক্রিয়োপেতাস্তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা॥ শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ। রহিতা যে দ্বিজা দেবি তে বৈ পাষণ্ডিনো মতাঃ। শ্রুতিস্মৃত্যুক্তমাচারং যস্তু নাচরতি দ্বিজঃ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বলোকেষু গর্হিতঃ॥ সমস্তযজ্ঞভোক্তারং বিষ্ণুং ব্রহ্মণ্য-দৈবতম্। উদস্য দেবতাঃকৈব জুহোতি চ দদাতি চ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাহপি কর্ম্মসু॥ স্বাতন্ত্র্যাৎ ক্রিয়তে যৈস্তু কর্ম্ম বেদোদিতং মহৎ। বিনা বৈ ভগবৎপ্রীত্যা তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ॥ যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা॥ অনাস্থা ক্রিয়তে যৈস্তু মনোবাক্‌কায়কর্ম্মভিঃ। বাসুদেবং ন জানাতি স পাষণ্ডী ভবেৎ দ্বিজঃ॥ হরের্নামকমন্ত্রাভ্যাং লোকাঃ সদ্ভির্বিবর্জ্জিতাঃ। যদি বর্ণাশ্রমাদ্যা যে তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ॥

আর পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে পাষণ্ডাচার নামক ৪২ অধ্যায়ে শ্রীসদাশিব-পার্ব্বতী সম্বাদে উক্ত আছে যে, অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া যাহারা জগন্নাথ নারায়ণকে ছাড়িয়া অন্য দেবতাকে জগতের বন্দনীয় পরমদেব বলিয়া থাকে, উহারাই নিশ্চয় পাষণ্ড। আর নিজ কপাল-ফলকে ভস্মলেপী ও অস্থিধারী বেদ বিরুদ্ধ চিহ্নধারী এবং বানপ্রস্থাশ্রমী না হইয়া ও জটাবল্কল ধারণ কারীরাও পাষণ্ড শ্রেণীভুক্ত হয়। আর দ্বিজন্মা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় হইয়া, যে

ব্যক্তি শ্রীভগবান হরির অতিশয় প্রিয় চিহ্ন সকল শঙ্খ চক্র ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক প্রভৃতি যথাবিহিত স্থানে ধারণ করেনা, উহাদিগকেও পাষণ্ডী বলিয়া জানিবে। দ্বিজন্মা হইয়া যে কোন ব্যক্তি শ্রুতি স্মৃতিবিহিত আচরণ করে না, উহাকে সর্ব্ব-লোক বিনিন্দিত পাষণ্ডী বলিয়া বিশেষমতে জানিবে। সমস্তযজ্ঞের ভোক্তা ব্রহ্মণ্য-দেব বিষ্ণুকে উদাস করিয়া অন্যদেবতার উদ্দেশে যে হোমকরে কিম্বা দানকরে, সে ব্যক্তিকেও পাষণ্ডী বলিয়া বিশেষ মত জানিবে। এবং যাহারাও কর্ম্মকাণ্ড স্বতন্ত্রভাবে, এবং বেদোদিত মহৎকর্ম্ম ভগবৎ প্রীতি উদ্দেশ ব্যতিরেকে স্বেচ্ছা-বশতঃ করিয়া থাকে, উহারাও নিশ্চয় পাষণ্ডী বলিয়া গণ্য। আর যে ব্যক্তি পরম-দেব নারায়ণকে ব্রহ্মা রুদ্র আদি দেবতার সহিত সমতুল্যভাবে বিবেচনা করিয়া দেখে, সে সর্ব্বদাই পাষণ্ডী হইয়া থাকে। যে কোনও দ্বিজন্মা ব্যক্তি বসুদেব নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে না জানিয়া কায় মনো বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ আকারে কি ঈঙ্গিতে কি বাক্য প্রয়োগে অথবা কার্য্যগতিকেও আস্থা বা যত্ন সহকারে, অর্চ্চনা করেনা, সে পাষণ্ডী হয়। ব্রাহ্মণ কিম্বা ব্রহ্মচারী লোক সকলেও সাধুসঙ্গ অভাবে শ্রীহরির নাম ও মন্ত্র উভয়ে বিবর্জ্জিত হইলেই পাষণ্ডী বলিয়া জানিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিঞ্চ। বর্ণানাং গুরবো নিত্যং শিবে যদ্যপ্যহবৈষ্ণবাঃ। ভগবদ্ধর্ম্মরহিতা বৈষ্ণবাদিবিনিন্দকাঃ॥ রজস্তমোময়া জীবহিংসকা জীবভক্ষকাঃ। অসৎপ্রতি-গ্রহরতা দেবলা গ্রামযাজকাঃ॥ ভ্রষ্টাচারাস্তথা ব্রাত্যা নানাবিবুধপূজকাঃ। দেবেতোচ্ছিষ্টশ্রাদ্ধাদি ভোজিনঃ শূদ্রবৎক্রিয়াঃ॥ বিবিধা হসৎকর্ম্মরতা ভক্ষ-ণাদ্য হবিচারিণঃ। লোভ-মোহ-মদ-ক্রোধ-কামাহঙ্কারিণঃ সদা॥ এবম্বিধাঃ পারদারিকাদ্যা যেহত্র শুভাননে। অনেষাং কা কথা তত্র পাষণ্ডা ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥ বর্ণাশ্রমাদ্যা যে মর্ত্ত্যাঃ স্বস্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ। *তে বৈ পাষণ্ডিনো দেবি নারা-য়ণ বহির্ম্মুখাঃ॥ সর্ব্বাশিনো দ্বিজা যেহপি সর্ব্ববিক্রয়িনস্তথা। ষড়্‌বেদাচার-রহিতা স্তে বৈ পাষণ্ডিনো মতাঃ॥ যেত্বসদ্ভক্ষ্যপানাদিরতা লোকা নিরন্তরং। শিবে পাষণ্ডিনো জ্ঞেয়া ইহ তে নাত্র সংশয়ঃ॥ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-গো-ভূমি-দেবাদিষু বিশেষতঃ। অশ্বত্থ-তুলসী-তীর্থক্ষেত্রাদিষু মহাগুরৌ॥ লক্ষ্মী-সরস্বতী-গঙ্গা-যমুনাসু বরাননে। স্মৃতাঃ পাষণ্ডিনস্তেহপি যে ন সেবাপরায়ণাঃ॥

সদাশিব বলিতেছেন, "হে শিবে অর্থাৎ লোকমঙ্গলকারিণি! ইহাও বিশেষ করিয়া জানিবে, যে চারি বর্ণের মধ্যে যাঁহারা গুরু, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, তাঁহারাও, যদ্যপি অবৈষ্ণব, ভাগবতধর্ম্ম রহিত, এবং বৈষ্ণবাদির বিশেষ নিন্দক, রাজস ও

তামসগুণ ও প্রকৃতি-যাজক কি জীবহিংসাকারী, জীবভক্ষক, অসৎ প্রতিগ্রহরত, দেবল (অর্থাৎ দেব পূজাদিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী) গ্রাম যাজক (গ্রাম্য দেবতা যাজনদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী), আচারভ্রষ্ট ও নিজে স্বজাতীয় সংস্কার বিহীন, ও নানাবিধ দেব দেবীর পূজাকারী, বিষ্ণু ভিন্ন বিবিধ দেবতার উচ্ছিষ্টভোজী এবং শ্রাদ্ধ আদি কর্ম্মকাণ্ডে ভোজনকারী এবং শূদ্রবৎ ক্রিয়াশীল, নানাবিধ অসৎকর্ম্মে রত, ভক্ষণাদিতে বিচারবিহীন, সর্ব্বদা লোভ, মোহ, মদ, ক্রোধ, কাম ও অহঙ্কারে মত্ত এবং পরদাররত, হে শুভাননে পার্ব্বতি! এবম্বিধ লোক যদি ব্রাহ্মণও হয়, তথাপিও তাহাদিগকে পাষণ্ড বলিয়া জানিবে, অন্য লোকের কথা আর বিশেষ কি বলিব। ব্রাহ্মণ কি ব্রহ্মচারী হইয়াও লোকেরা নারায়ণ বহির্ম্মুখ হওয়াতে নিজ নিজ ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়া পাষণ্ডী হইয়া যায়। আর দ্বিজন্মা হইয়াও যাহারা সর্ব্বপ্রকার ভোজন ও সকল বাণিজ্য ব্যবসায় করে, তাহারা ও যজন ১, যাজন ২, অধ্যয়ন ৩, অধ্যাপন ৪, দান ৫, প্রতিগ্রহ ৬, এই ছয়প্রকার কর্ম্মবিহীন এবং বেদোক্ত আচার রহিত হইলেই পাষণ্ডী মধ্যে গণনীয় হয়। আর যাহারা নিরন্তর অভক্ষ্য ও অপেয় পান আদি অসৎ আহারে রত, হে শিবে! উহাদিগকেও পাষণ্ডী বলিয়া জানিবে, ইহাতে আর কোনও সংশয় নাই। আরও বিষ্ণু, বৈষ্ণব, গো এবং ভূদেব প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষতঃ অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং তুলসী বৃক্ষ ও গঙ্গাদি তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি বিষয়ে, মহাগুরু বিষয়ে, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনা বিষয়ে যাহারা সেবা পরায়ণ নহে, হে বরাননে! তাহারাও পাষণ্ডী, ইহা মনে রাখিবে।

অপিচ। রুদ্রাক্ষেন্দ্রাক্ষভদ্রাক্ষস্ফটিকাক্ষাদিধারিণঃ। জটিলা ভস্মলিপ্তাঙ্গাস্তে বৈ পাষণ্ডিনঃ প্রিয়ে। অসিজীবী মসিজীবী ধাবকঃ পাচকস্তথা॥ এতে পাষণ্ডিনো বিপ্রা মাদকদ্রব্যভোজিনঃ। দৈবি কাঞ্চ্যাদয়ো ভক্তা অনন্য-শারণাস্ত যে॥ পাষণ্ডসঙ্গং ন কুর্য্যুস্তদ্‌গেহে পানভোজনে। যদি দৈববশাল্লোভান্মোহাত্তস্যান্ন-ভোজনম্। তৎস্পর্শজলপানঞ্চ চক্রুস্তৎসঙ্গমাদিকম্। তৎপানভোজনালাপ-সঙ্গালিঙ্গনতো হ্যচিরাৎ। পাষণ্ডিনো বৈষ্ণবাঃ স্যুরন্যেষামপি কা কথা॥ কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ। অসদাচরণাশ্চেৎ স্যুস্তদা পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ। এতদ্ভোজন-পানাদি-কর্ম্মভির্বৈষ্ণবা জনাঃ॥ পাষণ্ডিনস্তথা স্যুর্ব্বৈ জটাভস্মাদিধারিণঃ॥ ইতি শ্রীপাদ্মোত্তরখণ্ডে ৪২ অধ্যায়ে॥

হে প্রিয়ে! রুদ্রাক্ষ, ইন্দ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ (ক) ও স্ফাটিকাক্ষ আদি মালা ধারণ-

(ক) ভদ্রাক্ষ ও ইন্দ্রাক্ষ, রুদ্রাক্ষেরই ভেদ বিশেষ।

কারী ও জটাধারী এবং ভস্মলিপ্ত অঙ্গ, তাহাদিগকেও পাষণ্ডী বলিয়া জানিবে ॥ অসিজীবি (অর্থাৎ অস্ত্রধারী দৌবারিক সৈনিকাদি বৃত্তিভোগী) মসীজীবী (অর্থাৎ লেখন বৃত্তিভোগী) ধাবক (অর্থাৎ পত্র সমাচারাদি বার্ত্তাবহন বৃত্তিভোগী) এবং পাচক (অর্থাৎ সুপকার বৃত্তিভোগী) বিপ্রেরাও পাষণ্ডী, অথচ যাহারা মাদক দ্রব্য ভোজন করে, উহাদিগকেও পাষণ্ডী বলিয়া জানিবে।

হে দেবি! আর কি বলিব, কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্ত আদি অনন্য শরণ ভক্তেরাও কদাচ যেন ঐ পাষণ্ডের সঙ্গ না করে, এবং ঐ প্রকার পাষণ্ডের গৃহে পান ও ভোজনও যেন না করে। দুর্দ্দৈববশতঃ লোভে কিম্বা মোহে পাষণ্ড সম্পর্কীয় অন্নের ভোজন কিম্বা পাষণ্ড-স্পৃষ্ট জলপান করিলে, অথবা কোনও প্রকারে ঐ পাষণ্ডের সংসর্গ আদি করিলে, তদীয় পান ভোজন আলাপ সঙ্গ আলিঙ্গনে বৈষ্ণবেরাই যখন তৎক্ষণাৎ পাষণ্ডী হইয়া যায়, তখন আর অন্য লোকের কথা কি বলিব। এবিষয়ে আর কি বহু বাক্য প্রয়োগ করিব? যে সকল ব্রাহ্মণেরাও বৈষ্ণব না হয়, তাহারাও নিশ্চয়ই পাষণ্ড এবং যদি সদাচার না করে, তাহাতেও ব্রাহ্মণেরাও পাষণ্ডী হইয়া যায়। উল্লিখিত সকল প্রকার পাষণ্ড সম্বন্ধীয় ভোজন পান প্রভৃতি কর্ম্মেও বৈষ্ণব লোকেরা পাষণ্ড হইয়া যায়। বৈষ্ণব হইয়া জটা ও ভস্ম আদি ধারণ করিলেও পাষণ্ড মধ্যে পরিগণিত হয়।

তস্য ত্যাজ্যত্বং শ্রীপদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে ১৬ অধ্যায়ে চোক্তং যথা, "ত্যজ পাষণ্ড-সংসর্গং সঙ্গং কুরু সতাং সদা।" ইত্যাদি। শ্রীমনুসংহিতায়াঞ্চ নবমাধ্যায়ে চ রাষ্ট্রাদ্‌বহিষ্কর্ত্তব্যতা উক্তা। যথা। কিতবান্ কুশীলবান্ ক্রূরান্ পাষণ্ডস্থাংশ্চ মানবান। বিকর্ম্মস্থান্ শৌণ্ডিকাংশ্চ ক্ষিপ্রং নির্ব্বাসয়েৎ পুরাৎ। এতে রাষ্ট্রে বর্ত্তমানা রাজ্ঞঃ প্রচ্ছন্নতস্করাঃ। বিকর্ম্মক্রিয়য়া নিত্যং বাধন্তে ভদ্রিকাঃ প্রজাঃ॥" ইতি। এতট্টীকায়াং শ্রীকুল্লূকভট্টব্যাখ্যানে পূর্ব্বলিখিতবন্নির্দ্দিষ্টঃ পাষণ্ডশব্দার্থঃ। শ্রীনাগোজীভট্টকৃতটীকায়াং শ্রীমৎস্যপুরাণ শ্রীস্কন্দপুরাণপ্রমাণবচননিরুক্ত্যা তথৈবচ নিরূপিতম্ ॥ যুক্তিকল্পতরাবপি স্বরাষ্ট্রাদ্বহিষ্কৃত্বা শত্রুরাজ্যমধ্যে যোজনাদিকমপ্যুক্তম্ যথা, "আক্রুদ্ধাংশ্চ তথা লুব্ধান্ দৃষ্টার্থাতত্ত্বভাষিণঃ। পার্ষাণ্ডনস্তাপসাদীন্ পররাষ্ট্রেষু যোজয়েৎ॥" ইত্যাদিবচনানি ব্যাখ্যানানি চ, স্মার্ত্তরঘুনন্দনভট্টাচার্য্যকৃতপ্রায়শ্চিত্ততত্ত্বপ্রভৃতিস্মৃতিগ্রন্থেষু স্যার মহারাজা রাধাকান্তদেব প্রকাশিত শব্দ-কল্পদ্রুমে চ পাষণ্ডশব্দে দ্রষ্টব্যানি॥

শ্রীপদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে ১৬ অধ্যায়ে পাষণ্ডদিগকে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবার বিবরণ উক্ত আছে যে, পাষণ্ডের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা

সাধুজনের সংসর্গ করা নিষেধ ইত্যাদি। শ্রীমনুসংহিতায় ৯ম অধ্যায়ে পাষণ্ড দিগকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিবার বিধান যথা, মিথ্যা, কপটী, কু-চরিত্র, বঞ্চক এবং পাষণ্ডদিগের অন্তর্বর্ত্তি মনুষ্যদিগকে, আর বিরুদ্ধকর্ম্মকারীর সম্প্রদায় সম্পর্কীয় লোকদিগকে এবং শৌণ্ডিকদিগকে অতি শীঘ্রই নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিবে। নতুবা ভদ্রপ্রজাদিগকে উহারা বিধর্ম্মক্রিয়া অনুষ্ঠানের সাহায্য ও উৎসাহ দিয়া নষ্ট করিয়া দিবেক॥ উহার টীকায় কুল্লূকভট্টকৃত ব্যাখ্যায় পূর্ব্ব লিখিত নির্দ্দেশমত পাষণ্ড শব্দের অর্থ নিরূপিত আছে। নাগোজীভট্টকৃত ব্যাখ্যানে শ্রীমৎস্যপুরাণীয় ও শ্রীস্কন্দপুরাণীয় প্রমাণ বচন দ্বারা ঐ মতই প্রকাশিত আছে। যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে পাষণ্ডদিগকে পররাজ্যে দূর করিয়া দিবার বিষয় সবিশেষ নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সমুদয় প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব প্রভৃতি স্মার্ত্ত গ্রন্থে এবং স্যর মহারাজা রাধাকান্তদেব প্রচারিত শব্দকল্পদ্রুমে পারায়ণ ও পাষণ্ড শব্দে দেখিতে পাইবেক।

এস্থলে আরও দেখ যে, রঘুনন্দনস্মার্ত্তভট্টাচার্য্যকৃত আহ্নিকতত্ত্বে উদ্ধৃত মুনিবচন আছে যে, "সংস্মৃতঃ কীর্ত্তিতো বা হপি দৃষ্টঃ স্পৃষ্টো হপি বা প্রিয়ে। পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চাণ্ডালোহপি যদৃচ্ছয়া। এতজ্‌জ্ঞাত্বা তু বিদ্বদ্ভিঃ পূজনীয়ো জনার্দ্দনঃ॥ ইত্যাদি।

অতি অন্ত্যজ জাতীয় চণ্ডাল ভগবদ্ভক্ত হইলে, উহাকে সম্যক্ স্মরণ করিলে বা তাহার বিষয় কীর্ত্তন করিলে, কিম্বা যদৃচ্ছাক্রমে ঐ চণ্ডালকে দেখিলে কি স্পর্শ করিলে পবিত্র করিয়া দেয়, এই বুঝিয়া, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুপূজা করা নিতান্তই আবশ্যক ও উচিত জানিয়া রাখিবেন।

এবং মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও একাদশীতত্ত্ব প্রভৃতিতে উদ্ধৃত প্রমাণ প্রয়োগ সহ ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন যে, পবিত্রং (১) বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতম্। অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥ অগ্রাহ্যং শিবনির্ম্মাল্যম্ পত্রম্ পুষ্পম্ ফলম্ জলম্। শালগ্রামশিলা-স্পর্শাৎ সর্ব্বং যাতি পবিত্রতাম্। ইতি॥ তত্রৈব চ উদ্ধৃতম্ শ্রীভবিষ্যোত্তরপুরাণীয়বচনম্। "নির্ম্মাল্যং নোপযোক্তব্যং রুদ্রস্য তপনস্য চ॥ উপযুজ্য চ তন্মোহান্নরকে পচ্যতে ধ্রুবম্"॥ ইতি॥ তত্রৈব চ স্মার্ত্তেনোদ্ধৃতং শ্রীমৎস্যসূক্তবচনম্। "অন্নং বিষ্ঠা

(১) শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে এবং শ্রীস্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে "পাবনং বিষ্ণু-নৈবেদ্যং।" এই পাঠান্তর আছে।

পয়ো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্।" ইত্যাদি॥ তত্রৈব চ স্মৃতের্ধ্বৃতঞ্চ বচনম্। "ব্রহ্মচারি-গৃহস্থৈশ্চ বনস্থযতিভিঃ সহ। ভোক্তব্যম্ বিষ্ণুনৈবেদ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা"॥ ইতি॥ যত্তু "যদ্ধস্তকারং নৈবেদ্যম্ ভুক্ত্বা কৃচ্ছ্রং যতিশ্চরেৎ॥" "ইতি বচনং, তদ্বিষ্ণুনৈবেদ্যেতরপরম্।" ইতি স্মার্ত্তরঘুনন্দনীয়ব্যবস্থাবিধানঞ্চ॥ অতএব শ্রীব্রহ্মপুরাণে শ্রীশঙ্করবচনম্ যথা, "অগ্রাহ্যম্ মম নৈবেদ্যম্ পত্রম্ পুষ্পম্ ফলং জলম্। শালগ্রামশিলালগ্নং সর্ব্বং যাতি পবিত্রতাম্॥" ইতি। লগ্নং সম্বদ্ধং। শালগ্রামশিলায়াং শিবপূজানৈবেদ্যাদ্য-হদুষ্টমিতি প্রামাণিকাঃ॥ ইত্যাদি।

দেবতা, সিদ্ধগণ, এবং ঋষিরা, বিষ্ণু-নৈবেদ্যকে অর্থাৎ বিষ্ণুকে নিবেদিত বা অর্পিত যে সকল, শাস্ত্রবিহিত দ্রব্য, উহাই শ্রীভগবন্মহাপ্রসাদ, সুতরাং উহাকে পবিত্র (পাঠান্তরে পবিত্রতা-বিধায়ক) বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত আছে। আর বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেব উদ্দেশে অর্পিত বা নিবেদিত, নৈবেদ্য ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। শিব নির্ম্মাল্য অর্থাৎ শিব উদ্দেশে অর্পিত বা নিবেদিত, পত্র পুষ্প ফল কিম্বা জল কিছুই গ্রহণ, (অর্থাৎ পান কি ভোজন অথবা মস্তকে ধারণ আদি কোনও কার্য্য) করিবেক না, যেহেতু উহা গ্রহণ করিলে পাতক হয়; কিন্তু শালগ্রামশিলাতে নিবেদিত হইলে, ঐ নৈবেদ্যের আর কোনও ক্রমেই পবিত্রতা দূরীভূত হইবেক না। শ্রীভবিষ্যপুরাণে উক্ত আছে যে, রুদ্র ও সূর্য্যের নির্ম্মাল্য কোনও ক্রমেই উপযোগ অর্থাৎ আহার কি আঘ্রাণ প্রভৃতি করিবেক না। মোহবশতঃ উহা লইলে গ্রহণকারীকে নিশ্চয়ই নরকে পচিতে হয়। শ্রীমৎস্যসূক্তে উক্ত আছে যে, যাহা বিষ্ণুকে নিবেদিত নহে, এ প্রকার অন্ন, বিষ্ঠা-তুল্য, এবং জল, মূত্র-সমান গর্হিত ও অগ্রাহ্য করিয়া জানিবেক। স্মৃতিশাস্ত্রে উদ্ধৃত মুনি বচনে আছে যে, ব্রহ্মচারী, গৃহী, বনপ্রস্থ এবং যতি, বিষ্ণুকে নিবেদিত দ্রব্য, অর্থাৎ বিষ্ণুর মহাপ্রসাদ, সকলেই এক সহযোগে ভোজন করিতে পারিবেক। তদ্বিষয়ে হীন বা পাপী সহ এক পংক্তি ভোজন আদি জন্য, আর কোনও দোষ বিচারের প্রয়োজন নাই। আর দুঃখের কথা কি বলিব, "যতি ঐ নৈবেদ্য ভক্ষণ করিলে, উহাকে প্রায়শ্চিত্ত ও কৃচ্ছ্রব্রত করিতে হইবেক" এই শাস্ত্রীয় বচন দৃষ্টে কেহ যেন মনে অন্যথা ভাব করিও না, যেহেতু ঐ ব্যবস্থা বচন, বিষ্ণু-নৈবেদ্য-বিষয়ের নহে, অন্য-দেব-নৈবেদ্য ভোজন বিষয়ক ব্যবস্থা জানিবেক। অতএব শ্রীব্রহ্মপুরাণে শ্রীশঙ্করের বচনে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, আমা সম্বন্ধে নিবেদিত পত্র, পুষ্প, ফল ও জল সমুদয়ই অগ্রাহ্য। আর উহা শালগ্রামশিলা সম্বন্ধে অর্পিত হইয়া আমার নৈবেদ্য

হইলে, পবিত্রই থাকে, অর্থাৎ উহা গ্রহণ করিতে পারিবেক। প্রামাণিকেরাও শালগ্রামশিলাতে সমর্পিত নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্রব্যকে শিব নির্ম্মাল্য বলিয়া দূষিত বোধে ও অগ্রাহ্য বোধে নির্দ্দেশ করেন নাই। শ্রীস্কন্দপুরাণে, শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে এবং অন্যপ্রকরণেও উক্ত আছে। যথা—

বাসুদেবম্ পরিত্যজ্য যোহন্যদেবীমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ॥ ইতি
বাসুদেবম্ পরিত্যজ্য যোহন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বা হ্যমৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙক্তে হালাহলং বিষম্॥ ইতি চ॥

যে ব্যক্তি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেব ও দেবী উপাসনা করে, সে ব্যক্তির, নিজ মাতাকে ত্যাগ করিয়া চণ্ডালী বন্দনা করার তুল্য, এবং অমৃত ত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ ভোজন করার তুল্য, ঐ কার্য্য করা হয় জানিবে।

এবং শ্রীমহাভারতে ও শ্রীহরিবংশে শ্রীশিববাক্যে নির্ণীত আছে যে,—

যস্তু বিষ্ণুং পরি[illegible] মোহাদন্যমুপাসতে।
স হেমরাশিমুৎসৃ[illegible] [illegible]ংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি॥ ইতি॥
অনাদৃত্য তু যো বি[illegible] [illegible]ন্যদেবং সমাশ্রয়েৎ।
গঙ্গাম্ভসঃ স তৃষ্ণার্ত্তো ম[illegible]তৃষ্ণাং প্রধাবতি॥ ইতি॥
হরিরেব সদারাধ্যো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ। ইত্যাদি

যে ব্যক্তি অজ্ঞান, বা মোহবশতঃ, বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সে ব্যক্তি সুবর্ণরাশি পরিত্যাগ করিয়া যেমন ধূলিরাশি গ্রহণের ইচ্ছা করে। বিষ্ণুকে অনাদর করিয়া যিনি অন্য দেবের সম্যক্‌রূপ আশ্রয় করেন; তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির গঙ্গাজল অনাদর করিয়া মৃগতৃষ্ণার (অর্থাৎ সূর্য্যকিরণে একপ্রকার জলভ্রম) অনুধাবন করার তুল্য কার্য্য করা হয়। হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা সত্ত্বসংস্থিত; হরিই আপনাদিগের সদা আরাধনীয়, অতএব সর্ব্বদা আপনারা বিষ্ণুমন্ত্র জপ করুন এবং সর্ব্বদা হরিরই ধ্যান করিতে থাকুন।

যে সকল শাস্ত্র প্রদর্শিত হইল, তাহাতে বিষ্ণু ভিন্ন উপাসনা করা বিফল; সকল জাতি ও সকল আশ্রমির পক্ষেই এই বিধি, ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল। এক্ষণে বিষ্ণুকে নিবেদিত দ্রব্যের (অর্থাৎ মহাপ্রসাদ বা নৈবেদ্যের) স্বরূপ যাহা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—

শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে এবং শ্রীস্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সম্বাদে—

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচারস্তু নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥
ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥ ইতি॥

হে ব্রাহ্মণগণ! জগদীশ্বর হরিকে নিবেদিত অন্ন ও পানীয় প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্যই, সাক্ষাৎ বিষ্ণুর সদৃশ নির্ব্বিকার ব্রহ্মবৎ বস্তু হয়, উহাতে আর অস্পৃশ্য স্পর্শাদি দোষে ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য ইহা আর বিচার করিতে নাই। দ্বিজাতি মধ্যে কেহ, জাতিগর্ব্ব বশতঃ উহার ভক্ষণে [illegible] বিকার উপস্থিত করিলে, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ও কলত্র-পুত্র-বিরহিত (অর্থাৎ [illegible]বংশ) হইয়া এতাদৃশ নরকে গমন করে যে, সেই নরক হইতে [illegible]াহার পুনরাবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ উহা হইতে উদ্ধারের আর উপায় থাকে না। কিন্তু উহা নৈবেদ্য নিবেদন করিবার পূর্ব্বেই অভক্ষ্য অহৃদ্য কেশ, কীটাদি যোগে দূষণীয় কিম্বা স্মৃতিশাস্ত্রে অবিহিত এই সকল বিচার, সাবধানে করিয়াই বিষ্ণুকে অর্পণ করিতে হয় জানিবে।

উপরি উদ্ধৃত আর্ষ-শাস্ত্রীয় প্রমাণ বচন দৃষ্টে সুস্পষ্ট প্রতীতি হইল, পাষণ্ডেরা যে মহাপাপী তাহাতে আর কোনও অন্যথা বা সন্দেহ নাই। তন্মধ্যে ঐ পাপাত্মা পাষণ্ডদিগের পাপ, যে, তিন পুরুষ পর্য্যন্তও ফল ভোগ করাইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ যথা মৎস্যপুরাণে ২৮ অধ্যায়ে—

নাধর্ম্মশ্চরিতো রাজন্ সদ্যঃ ফলতি গৌরিব। শনৈরাবর্ত্তমানস্তু মূলান্যপি নিকৃন্ততি॥ যদি নাত্মনি মিত্রেষু ন চেৎ পুত্রেষু নপ্তৃষু। পাপমাচরিতং কর্ম্ম ত্রিবর্গমনুবর্ত্ততে॥ ফলত্যেকং ধ্রুবং পাপং গুরুভুক্তমিবোদরে॥

হে রাজন্! অধর্ম্ম আচরণে গরুর তুল্য যদিও সদ্য ফলে না বটে কিন্তু উহার নিবৃত্তির পথ অবলম্বন না করতঃ আবৃত্তি করিতে থাকিলে ক্রমশঃ অল্পে অল্পে পাপাচারী লোকের মূল উচ্ছেদ করিয়া থাকে। পাপাত্মা ব্যক্তির নিজের আত্মার, না হয় মিত্র সকলে, না হয় পুত্র প্রভৃতিতে ও নাতি প্রভৃতিতে আচরিত পাপকর্ম্ম তিন (বর্ণ) সম্প্রদায়ে অনুবর্ত্তন করে এই মতে তিন পুরুষ

পর্য্যন্ত পশ্চাবর্ত্তী হইয়া ফল ভোগ করায়, উদরমধ্যে গুরু ভোজন করার তুল্য পাপাচরণে নিশ্চয়ই ফল দিয়া থাকে।

সাঙ্কর্য্য-নামক-পাপানি যথা। একশয্যাশনংপংক্তিভাণ্ডপক্কান্নমিশ্রণম্। যজনাধ্যাপনে যোনিস্তথৈব সহভোজনম্॥ সহাধ্যায়স্তু দশমঃ সহযাজনমেব চ। একাদশ সমুদ্দিষ্টা দোষাঃ সাঙ্কর্য্যসংজ্ঞিতাঃ॥ সমীপে চাপ্যবস্থানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃনাম্। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাঙ্কর্য্যং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ইতি কৌর্ম্মে উপবিভাগে ১৫ অধ্যায়ঃ॥ আলাপাদ্গাত্রসংস্পর্শাৎ সংবাসাৎ সহ-ভোজনাৎ। আসনাচ্ছয়নাদ্ যানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাম্॥ আসনাদেক-শয্যায়াং ভোজনাৎ পঙক্তিসঙ্করাৎ। ততঃ সংক্রমতে পাপং ঘটাদ্ঘট ইবোদকম্॥ ইতি গারুড়ে নীতিসারে ১১২ অধ্যায়ঃ॥ *॥ রাষ্ট্রাদিকৃতপাপেন রাজাদীনাম্ পরস্পরং পাপিত্বং যথা। রাজা রাষ্ট্রকৃতাৎ পাপাৎ পাপী ভবতি বৈ হরে। তথৈব রাজ্ঞঃ পাপেন তদ্রাজ্যস্থাস্তু যে জনাঃ॥ বর্ণাশ্রমাদয়ঃ সর্ব্বে পাপিনো নাত্র সংশয়ঃ। ভার্য্যাংহোত্বষ্কৃতী স্বামী বৃজিনাৎ স্বামিনোঽবলা॥ তথা দেশিকপাপাত্তু শিষ্যঃ স্যাৎ পাতকী সদা। শিষ্যাদ্ধি পাপিনো নিত্যং গুরুর্ভবতি দুষ্কৃতী॥ পাতকী যজমানঃ স্যাৎ পাপিনোঽঙ্গ পুরোধসঃ। পুরোহিতস্তথা পাপী যজমানাদংহসো ধ্রুবম্॥ *॥

আর কূর্ম্মপুরাণে উপবিভাগে পঞ্চদশ অধ্যায়ে সংক্রামক পাপের বিষয় নির্ণয় করিয়াছেন। ঐ উপবিভাগে সাঙ্কর্য্য নামক পাতক সকলের বিবরণ যথা পাতকী সহ এক শয্যায় উপবেশন আদি, আর একপংক্তিতে ও একপাত্রে বা ভাণ্ডে জলপান প্রভৃতি, একত্র পাক করা অন্ন সম্মিশ্রণ জন্য সংশ্রবে একত্র সহযোগ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এবং যাজন ক্রিয়া কিম্বা যজনকর্ম্মে পাতকীজনের পাতক সংক্রমণ করে। একাদশ প্রকার এই সাঙ্কর্য্য নামক পাপ, নিকটে অবস্থান করিলেই ভদ্রলোককে দূষিত করে, সেই কারণে ঐ ১১ প্রকার সংক্রামক পাপের আশঙ্কায় সর্ব্বতোভাবে পাপীদিগকে পরিত্যাগ করিতে সর্ব্বথা যত্ন করা কর্ত্তব্য॥ ইহা সুস্পষ্টভাবে গরুড় পুরাণের নীতসার নামক ১১২ অধ্যায়ে নিরূ-পিত আছে, যে, পাপীলোকের সহিত আলাপে কি গাত্র-সংস্পর্শে, কি সংবাসে, কি ভোজনে কি আসনে, কি শয়নে, কি গমনে, কিম্বা পংক্তি-সাঙ্কর্য্যেও ভোজন করিলে, এক ঘট হইতে অপর ঘটে জলের গতির তুল্য তাদৃশ পাপ সংক্রামিকা শক্তি বশতঃ সংক্রমণ করিয়া থাকে॥ *॥ রাজা ও প্রজার কৃত পাপে রাজা ও প্রজা উভয়কেই পরস্পরে পরস্পরের পাপ ভোগ

তেই হয়। যেমন যে রাজার রাজ্য মধ্যে পাপী লোকে পাপাচরণ-করে, সেই রাজ্যের রাজা ঐ পাপে পাতকী হয়েন। সেইরূপ পাপাচরণ-কারী রাজার পাপে তাঁহার রাজ্যস্থ সমুদয় প্রজা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকল জাতীয় এবং ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক সকল আশ্রমের, প্রজারাই সেই পাপে গ্রস্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর ভার্য্যার পাপাচরণে তাহার স্বামী পাপী হয় ও স্বামীর পাপে অবলা পত্নীও পাপগ্রস্তা হয়। আর উপদেশ-কর্ত্তা গুরুর কৃত পাপে শিষ্য সর্ব্বদা পাতকী হয় এবং পাপাচরণকারী শিষ্যের কৃত পাপও, নিত্য গুরুতে বর্ত্তায়, সেইরূপ পুরোহিতের পাপে যজমান পাপী হয় ও যজমানের পাপে পুরোহিতও নিশ্চয় পাতকী হইয়া পড়ে।

অদত্তপুণ্য-পাপ-ভাগিত্বং যথা। অদত্তানি চ পুণ্যানি পাপানি চ যথা প্রিয়ে। প্রাপ্যানি কর্ম্মণা যেন তদ্যথাবন্নিশাময় ॥ দেশগ্রামকুলানি স্যুর্ভাগ-ভাঞ্জি কৃতাদিযু। কলৌ তু কেবলং কর্ত্তা ফলভুক্ পুণ্যপাপয়োঃ ॥ অকৃতেঽপি চ সংসর্গে ব্যবস্থেয়মুদাহৃতা। সংসর্গাৎ পুণ্যপাপানি যথা যান্তি নিবোধ তৎ ॥ একত্র মৈথুনাদ্যানাদেকপাত্রস্থভোজনাৎ। ফলার্দ্ধং প্রাপ্নুয়ান্মর্ত্ত্যো যথাবৎ পুণ্যপাপয়োঃ ॥

স্পর্শনাদ্ভাষণাদ্বাপি পরস্য স্তবনাদপি। দশাংশং পুণ্যপাপানাং নিত্যং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ দর্শনশ্রবণাভ্যাঞ্চ মনোধ্যানাত্তথৈব চ। পরস্য পুণ্য-পাপানাং শতাংশং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ॥ পরস্য নিন্দাপৈশূন্যং ধিক্কারঞ্চ করোতি যঃ। তৎকৃতং পাতকং প্রাপ্য স্বপুণ্যং প্রদদাতি সঃ॥ কুর্ব্বতঃ পুণ্যকর্ম্মাণি সেবাং যঃ কুরুতে পরঃ॥ পত্নী ভৃত্যোঽথ শিষ্যো বা সজাতীয়োঽপি মানবঃ। তস্য সেবানুরূপেণ তস্য তৎপুণ্যভাগ্ ভবেৎ॥ একপংক্তেস্ততো যস্তু লঙ্ঘয়ন্ পরিবেশয়েৎ। তস্য পাপশতাংশস্তু লভতে পরিবেশকঃ॥ স্নানসন্ধ্যাদিকং কুর্ব্বন্ সংস্পৃশেদ্বা প্রভাষতে। স পুণ্যকর্ম্মষষ্ঠাংশং দদ্যাত্তস্মৈ সুনিশ্চিতম্ ॥ ধর্ম্মোদ্দেশেন যো ধনং যাচয়তে নরঃ। তৎপুণ্যং কর্ম্মজং তস্য ধনং দত্তাপ্নুয়াৎ ফলং ॥ অপহৃত্য পরদ্রব্যং পুণ্যকর্ম্ম করোতি যঃ। কর্ম্মকৃৎ পাপভোক্তাঽত্র ধনিনস্তদ্ভবেৎ ফলম্ ॥ নাপনুদ্য ঋণং যস্তু পরস্য ম্রিয়তে নরঃ। ধনী তৎ পুণ্যমাপ্নোতি ধনস্যানুরূপতঃ॥ বুদ্ধিদস্ত্বনুমন্তা চ যশ্চোপকরণপ্রদঃ। বলকৃচ্চাপি ষষ্ঠাংশং প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যপাপয়োঃ॥ প্রজাভ্যঃ পুণ্যপাপানাং রাজা ষষ্ঠাংশমুদ্ধরেৎ। শিষ্যাদ্ গুরুঃ স্ত্রিয়া ভর্ত্তা পিতা পুত্রাত্তথৈব চ। স্বপতেরপি পুণ্যস্য ভার্য্যার্দ্ধং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ পরহস্তেন দানাদি কুর্ব্বতঃ পুণ্যকর্ম্মণঃ। বিনা ভৃত্যঞ্চ শিষ্যাভ্যাং

কর্ত্তা ষষ্ঠাংশমাহরেৎ॥ বৃত্তিদো বৃত্তিসংভোক্তুঃ পুণ্যং ষষ্ঠাংশমাহরেৎ। আত্মনো বা পরস্যাঽপি যদি সেবাং ন কারয়েৎ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। ইত্থং হৃদত্তান্যপি পুণ্যপাপান্যায়ান্তি নিত্যং পরসঞ্চিতানি। শৃণুষ চাস্মিন্নিতিহাসমগ্র্যং পুরাভবং পুণ্যমতিপ্রিয়ঞ্চ॥ ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডে ৭১।১৫৭ অধ্যায়াদৌ॥

না লইলে বা না দিলেও কর্ম্মবিশেষ দ্বারা যে পুণ্য ও পাপ সঙ্ঘটিত হয় তাহার বিবরণ যথানুরূপ বলিতেছি, হে প্রিয়ে শুন॥ সত্য আদি তিন যুগে দেশ গ্রাম ও কুলেই পুণ্য পাপের ভাগ পাইত। কিন্তু কলিযুগে পুণ্য পাপ কর্ম্মের কর্ত্তাই যে কেবল তজ্জন্য ফলভোগী হয়, এই ব্যবস্থা সংসর্গাদি না করিলে খাটিবেক। নচেৎ বা তত্তৎ সংসর্গ বশতঃ যে পুণ্য ও পাপ যাতায়াত করে, তাহার বিবরণ সবিশেষ বলিতেছি বুঝিয়া রাখ।

একত্র মৈথুনে ও একত্র যানে ও এক পাত্রস্থ দ্রব্যের ভোজনে মর্ত্ত্যলোকে যথানুরূপ পুণ্য পাপের অর্দ্ধেক ফল পায়। সম্ভাষণে, সংস্পর্শে এবং স্তুতি করিলেও পুণ্য পাপের দশাংশ ভাগ নিত্যই পাইয়া থাকে। আরও দেখ, পাপী ও পুণ্যবানের সহিত দেখা শুনা করিলে কিম্বা মনে ধ্যান করিলেও, পরের পুণ্য পাপ শতাংশে অর্শাইয়া থাকে। পরের নিন্দা ও ধিক্কার করিলে উহার কৃত পাতক লওয়া হয় এবং নিজ কৃত পুণ্য দেওয়া হয়, পত্নী, ভৃত্য, কিম্বা শিষ্য অথবা স্বজাতীয় মনুষ্য পুণ্য কর্ম্মকারী মনুষ্যের সেবা কার্য্য করিলে সেই সেবার অনুরূপ পুণ্য ফলের ভাগী হয়। পংক্তি লঙ্ঘন করিয়া পরিবেশন করিলে ঐ পংক্তিস্থিত ব্যক্তির পাপের এক শতাংশ ফলভাগী হইতে হয়। স্নান, সন্ধ্যা, প্রভৃতি কর্ম্মকালে সংস্পর্শ বা আলাপ করিলে, উহার ষষ্ঠাংশ পুণ্য কর্ম্ম ফল নিশ্চয়ই দেওয়া হয়, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার উদ্দেশে পরের দ্রব্য যাচ্ঞা করিলে সেই পুণ্য কর্ম্ম জন্য ফল ধন দাতা প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি পরদ্রব্য অপহরণ করিয়া পুণ্য কর্ম্ম করে সেই কর্ম্মকারীর পাপের ফল ভোগ করিতে থাকে, আর ঐ কৃত পুণ্যকর্ম্মের ফল যাহার দ্রব্য অপহরণ করিয়া সেই ধনি ব্যক্তি পুণ্যের ফল ভোগ করে। ঋণের দ্বারা লব্ধ ধনে পুণ্য কর্ম্ম করিয়া মরিলে ধনি ব্যক্তি তাঁহার নিজ ধনানুরূপ ফল পাইয়া থাকে। পুণ্য কর্ম্ম করিতে বুদ্ধিদাতা ও অনুমতি দাতা কিম্বা ঐ কার্য্যের উপকরণ প্রদাতা এবং বল ও সাহস দাতা ব্যক্তি পুণ্য ও পাপের ষষ্ঠাংশ পাইয়া থাকে॥ * ॥ আর দেখ, রাজা নিজের প্রজাকৃত পুণ্য ও পাপের ষষ্ঠাংশ ফলভাগী হয়। আর গুরু শিষ্য হইতে, ভর্ত্তা পত্নী হইতে, পিতা পুত্র হইতে, এবং ভার্য্যা তৎ পতি হইতে পুণ্য

কার্য্যের সমান অর্দ্ধাংশ পাইয়া থাকে। পরের হস্তে দানাদি পুণ্য কর্ম্ম করিলে শিল্প ও ভৃত্য ব্যতিরেকে কর্ম্মচারী মাত্রেই ষষ্ঠাংশ পুণ্য লাভ করি। বৃত্তি দাতাও বৃত্তিভোগীর ষষ্ঠাংশ পুণ্য পাইয়া থাকে; যদি আপনার কিম্বা পরেরও সেবা না করাইয়া ঐ বৃত্তি দেয়, নতুবা নহে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, এইরূপে পরসঞ্চিত পুণ্য পাপ না দিলেও আপনা হইতেই যে সঞ্চারিত হয়, তদ্বিষয়ে একটী উত্তম, অতি প্রিয় এবং পুণ্যজনক অতি প্রাচীন ইতিহাস বলি, শ্রবণ কর। ইহা শব্দকল্পদ্রুমে পাপ শব্দে দেখিতে পাইবেক।

এই সমস্ত আর্ষ শাস্ত্রীয় প্রমাণ বচন দৃষ্টে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্মৃতিশাস্ত্রে বিরুদ্ধ কি নিষিদ্ধ আচরণকারী কিম্বা সর্ব্ববিষয়ে কথঞ্চিৎ অনাচারী পাপাত্মা যাবও লক্ষণাক্রান্ত লোকের সহ আলাপ, দর্শন, স্পর্শন প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা সাবধানে নিতান্ত পরিবর্জ্জনীয় অর্থাৎ কোনও প্রকারেই যেন উহাদিগের সংসর্গ ঘটিবার কারণ উপস্থিত না হয়, সে পক্ষে সবিশেষ মনোযোগী হওয়া অতীব কর্ত্তব্য ও আবশ্যক। সুতরাং ধর্ম্মধ্বজী-দিগের বাক্‌চাতুরী বা ধর্ম্মশাস্ত্র চর্চ্চা কি বিষয় প্রবন্ধ কি কথাবার্ত্তা পড়িতে, দেখিতে ও শুনিতে নাই। এদিকে তাহারাও এবং তৎসংস্রবী লোকেরাও ঐ অনধিকার চর্চ্চাতে সর্ব্বনাশিয়া ব্যাপার অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মের স্থানে প্রায় অজ্ঞাত সর্ব্বাংশে অধঃপাত করিবার চেষ্টায় উদ্যোগী হইয়াছে। ইহা জানিয়া তন্নিবন্ধন উহাদিগের বাক্য-প্রয়োগে ধিক্কার করতঃ উপেক্ষা করা আর কোনও মতে উচিত নহে বলিয়া সদাশয় মহানুভব বৈষ্ণব সমাজীয় কতকগুলিন হিতৈষি সাধু ব্যক্তির অনুরোধে ও ব্যগ্রতায় ঐ ইতঃপূর্ব্বে ১৭৯৬ শকে ১লা ভাদ্র সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত "বৈষ্ণব সঙ্গিনী সিন্ধু" নামক পুস্তকের বিজ্ঞাপনে ১৩ পৃষ্ঠার শেষভাগে প্রতিজ্ঞাত বিষয় অর্থাৎ "ব্যস্ততা ও অনবকাশ প্রযুক্ত আর অনেক প্রমাণ বচন লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এবং অনবধান বশতঃ অনেক স্থানে স্পষ্ট করিয়া লেখা হয় নাই ও অনেক স্থলে অক্ষরাদি পতিত হইয়াছে; এবারে তাহাতে আর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই, বারান্তরে আকাঙ্ক্ষা-প্রায়ানুরূপ সাধ্য করিতে ত্রুটি হইবেক না।" এই বিষয়ে যথানুরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা, সাফল্য সম্পাদনের অবসরও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কি করি বার্দ্ধক্য জরাতুর অবস্থান আদি নানাবিধ ব্যাধি জনিত কষ্ট বিধায় কম্পমান করেও লেখনী ধারণ করিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রতিবাদী বাহাদুরদিগের বর্ত্তমান সংখ্যানুসারে তাহাদিগের বিদ্যা প্রকাশের তালিকা এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য

বিবরণ ও তথ্যানুরূপ [illegible] হইলে কিম্বা উপসংহারে [illegible] করিবার ইচ্ছা রহিল, এস্থলে ঐ সকল আরোপ্যমান বিষয়ের নিত্য

[illegible] করিয়া খণ্ডিয়া মীমাংসা করিতে গেলে, এই মূলগ্রন্থের মূল বিচার হইতে বিজ্ঞাপন বিভাগ প্রায় চারি পাঁচ গুণ অধিক হয় দেখিয়া আপাততঃ মূল পুস্তক অর্থাৎ বৈষ্ণবদিগের পক্ষে একাদশী, জন্মাষ্টমী, নৃসিংহচতুর্দ্দশী ও রাসযাত্রা প্রভৃতি সমুদয় ব্রত উপবাস স্থলে অরুণোদয়কালে পূর্ব্বতিথি দ্বারা স্পৃষ্ট কি বিদ্ধ হইলে ঐ তিথি ত্যাগ করিয়া এবং পরতিথিতে ঐ সকল ব্রত উপবাসাদি করা উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবের মূল গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। কেবল এই বিজ্ঞাপনের ১০২ পৃষ্ঠার আরম্ভ করিয়া ১০৬ পৃষ্ঠার শেষ পর্য্যন্ত ভক্তদাস পূজারিকৃত ভক্তি বিলাস টীকা (১২ বিলাসের ১৩৫ অঙ্ক হইতে ১৯৯ অঙ্ক পর্য্যন্ত যাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার অনুবাদ এবং প্রতিবাদী সকলের অবিশেষ পরিচয় দ্বারা (যদিও এই বিজ্ঞাপনে কিছু কিছু পরিমাণে আছে) বিস্তার প্রকাশ করিয়া দিবার বিষয় উপসংহার ভাগে কিম্বা যে কোনও স্থলে লিখিতে ইচ্ছা রহিল।